আমার জীবন

ইসাডোরা ডান্‌কান্

শ্রীখগেন্দ্র নাথ মিত্র কর্ত্তৃক অনুদিত

৪১৪৯

ডি. এম. লাইব্রেরি
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশকের নিবেদন

বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন নর্ত্তকী ইসাডোরা ডান্‌কানের আত্মচরিতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল। নানা কারণে ও প্রয়োজনবোধে গ্রন্থখানির কতকগুলি অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

আমার জীবন

১

শিশুর প্রকৃতি আগেই স্পষ্ট হয়ে যায়, এমন কি, তার মাতৃগর্ভেই। আমার জন্মের আগে আমার মা অত্যন্ত মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেন, এবং তাঁর অবস্থা হয়ে উঠেছিল শোচনীয়। বরফ-দেওয়া গুগ্‌লি ও বরফ-দেওয়া শ্যামপেন ছাড়া আর কিছু তিনি খেতে পারতেন না। আমি কোন্ বয়সে নাচতে আরম্ভ করি লোকে আমাকে তা জিজ্ঞাসা করলে, উত্তর দিই, "আমার মায়ের পেটে থাকতে। মা গ্রীক দেবতা ভেনাসের খাদ্য—গুগ্‌লি আর শ্যামপেন্—খেতেন বলে।"

আমার মা এই সময় এমন শোচনীয় অবস্থার মধ্যে কাটাচ্ছিলেন যে, যখন-তখন বলতেন, "যে সন্তানটা আমার পেট থেকে জন্মাবে সেটা নিশ্চয়ই সাধারণ হবে না।" তিনি আশা করছিলেন, একটা রাক্ষস। বস্তুত যে-মুহূর্তে আমি জন্মাই তখন থেকে এমন ভীষণ হাত-পা ছুড়তে আরম্ভ করি যে, মা বলে ওঠেন, "তোমরা দেখছ, আমি ঠিকই বলেছি। এটা উন্মাদ।" কিন্তু পরে, জাম্‌পার পরিয়ে টেবিলের মাঝখানে আমাকে ছেড়ে দিলে, আমিই হয়ে উঠি সমগ্র পরিবার ও বন্ধুবর্গের আমোদের সামগ্রী—যে-কোন গানের সুর বাজালে তারই সঙ্গে আমি নাচতাম।

আমার প্রথম স্মৃতি হচ্ছে এক অগ্নিকাণ্ডের। মনে পড়ে, ওপরতলায় জানালা থেকে আমাকে একটা পুলিশের কোলে ফেলে দেওয়া হয়। লোকটা ছিল আইরিশ। তখন আমি নিশ্চয়ই দুই কি তিন বৎসর বয়সের। স্পষ্ট মনে পড়ে, সেই সব উত্তেজনা, চীৎকার ও অগ্নিশিখার মাঝে সেই পুলিশটার গলা আমার ছোট হাত দুখানি দিয়ে জড়িয়ে ধরে নিজেকে যে-রকম নিরাপদ বোধ করছিলাম সেই সান্ত্বনার ভাবটি। শুনতে পাচ্ছি আমার মা উন্মত্তের মতো আর্ত্তনাদ করছেন "আমার ছেলেরা" "আমার ছেলেরা" এবং দেখছি যে-বাড়িটার মধ্যে আমার ভাইয়েরা আছে বলে তিনি ভাবছেন, তার ভেতরে তিনি ঢুকতে যাচ্ছেন, আর সকলে তাঁকে ধরে রেখেছে। মনে পড়ছে, পরে সেই ছেলে দুটিকে একটি পান-শালার মেঝেয় বসে জুতো-মোজা পরতে দেখা গেল, তারপর একখানা গাড়ির ভিতরটা, তারপরে একটা কাউনটারে বসে গরম চোকোলেট পানের কথা।

আমি সমুদ্রের তীরে জন্মগ্রহণ করি। লক্ষ্য করেছি, আমার জীবনের বড় বড় ঘটনাগুলি সবই ঘটেছে সিন্ধু-তীরে। আমার নাচের গতি-ভঙ্গিমার প্রথম ভাবটি নিশ্চয় উদিত হয়েছিল সাগর-ঢেউয়ের ছন্দ থেকে। আমার জন্ম ভেনাসের গ্রহের প্রভাবে; ভেনাসও উদ্ভূত হয়েছিল সমুদ্রে। ভেনাসের এই নক্ষত্রটি যখন উদিত হতে থাকে তখন আমার পক্ষে সব-কিছুই শুভ। সময়ে আমার জীবন লঘুগতিতে বয়ে যায়; আমি তখন সৃজন করতে পারি। আমি আরও লক্ষ্য করেছি, এই নক্ষত্রটি অদৃশ্য হওয়ার পরেই আমার বিপদ ঘটে। প্রাচীন কালের ইজিপতবাসীদের বা চাল-দীয়দের সময়ে জ্যোতিষশাস্ত্রের যেমন একটা গুরুত্ব ছিল আজ আর হয়তো তেমন নেই; কিন্তু এটা নিশ্চয়ই যে, আমাদের জীবন গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবাধীন; যদি মাতা-পিতারা একথা বুঝতেন, তাহলে আরও সুন্দর সন্তান প্রজননের উদ্দেশ্যে তাঁরা গ্রহ-নক্ষত্রের চর্চ্চা করতেন।

আমি একথাও বিশ্বাস করি, কোন সন্তান যদি সমুদ্র-তীরে বা পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মে তাহলে তার জীবনেও নিশ্চয়ই অনেক পার্থক্য থাকবে। সমুদ্র আমাকে সর্ব্বদাই টানে; আর, পর্ব্বতে আমার মনে জাগে কেমন একটা আব্ছা অসোয়াস্তি ও পালিয়ে যাবার ইচ্ছা। যেন পৃথিবীতে বন্দী হয়ে আছে এমন এক ভাব পর্ব্বতগুলো সব সময়ই আমার মনে জাগিয়ে তোলে। তাদের চূড়ার দিকে তাকিয়ে পর্য্যটকদের মতো গভীর বিস্ময়-প্রশংসা আমার মনে জেগে ওঠে না, কেবল ইচ্ছা হয় তাদের ডিঙিয়ে পালিয়ে যাই। আমার জীবন ও আমার আর্ট উদ্ভূত হয়েছে সমুদ্র থেকে।

ধন্যবাদ যে আমরা যখন শিশু ছিলাম, তখন আমাদের মা ছিলেন দরিদ্র। তাঁর সন্তান কয়টির জন্য পরিচারিকা বা গভর্ণেস রাখবার সঙ্গতি তাঁর ছিল না; আর, আমি শিশুরূপে যে স্বতস্ফূর্ত্ত জীবনধারাকে ব্যক্ত করবার সুযোগ লাভ করেছিলাম এবং যা কখন হারাই নি তার জন্য ঐ অবস্থার কাছে ঋণী। আমার মা ছিলেন সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শিনী এবং সঙ্গীত-শিক্ষা দিয়ে জীবিকার্জ্জন করতেন। সঙ্গীত-শিক্ষা দেবার জন্য তাঁকে ছাত্রীদের বাড়িতে যেতে হ'ত। সেজন্য সারাদিন এবং সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ তিনি বাইরে থাকতেন।

আমি স্কুলের কয়েদখানা থেকে যখনই বেরিয়ে আসতে পারতাম তখনই হতাম স্বাধীন। সমুদ্রের তীরে একাকিনী বেড়াতাম এবং আমার কল্পনার পিছনে ছুটতাম। যে-সব শিশুদের সঙ্গে সর্ব্বদাই নার্স ও গভর্ণেস দেখি, যাদের সবসময়ই ফিট-ফাট পোষাক পরিয়ে সামলে রাখা হয় এবং আদর-যত্ন করা হয়ে থাকে সে-সব শিশুদের প্রতি আমার অনুকম্পা জাগে। জীবনে তারা কি সুযোগ লাভ করবে? তাঁর সন্তান কয়টির যে বিপদ ঘটতে পারে, আমার মা এমন ব্যস্ত থাকতেন যে, সে কথা ভাববার সময়ই পেতেন না। সেই জন্য আমার ভাই দুটি আর আমি আমাদের লক্ষ্মীছাড়া খেয়ালের পিছনে ছুটতাম। তাতে সময় সময় এমন সব দুঃসাহসিক কাজের

মধ্যে গিয়ে পড়তাম যে, মা যদি সে-সব জানতে পারতেন তাহলে ভেবে একেবারে আকুল হতেন। সৌভাগ্যবশত তিনি সে-সব জানতেই পারতেন না। আমি বলি আমার সৌভাগ্যবশত। কারণ এটা নিশ্চয় যে, যে-নৃত্য-কলা আমি সৃজন করেছি তারও অনুপ্রেরণা লাভ করেছি আমার শৈশবের বন্য, উদ্দাম জীবনের কাছ থেকে। আমার নৃত্য হচ্ছে মুক্তির বিকাশ। আমাকে অবিরাম "করো না" বলে সংহত করা হয় নি। আমার বোধ হয় তাতে শিশুর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

আমি পাঁচ বছর বয়সে স্কুলে যাই। আমার মনে হয়, মা আমার বয়স-সম্বন্ধে একটু কারসাজি করেছিলেন। কোন একটা জায়গায় আমাকে আটক রাখা আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। আমার বিশ্বাস, পরবর্ত্তী জীবনে লোককে যা করতে হয়, শৈশবে সেটা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়ে থাকে। আমি তখনই হয়ে উঠেছিলাম নর্ত্তকী ও বিদ্রোহিনী। আমার মা ছিলেন নিষ্ঠাবতী ক্যাথলিক খ্রীষ্টান। আমার বাবাকেও তিনি তাঁর আদর্শানুরূপ ব্যক্তি বলে মনে করতেন। কিন্তু তাঁর সে ভুল ভেঙ্গে যায়। তিনি তাঁকে পরিত্যাগ করে তাঁর সন্তান চারটিকে নিয়ে সংসার-পথে যাত্রা করেন। সেই সময় থেকে তাঁর ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস প্রবল নাস্তিকতায় পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়···তিনি আমাদের তাঁরই আদর্শে গড়ে তুলতে থাকেন। তিনি সিদ্ধান্ত করেন, সমস্ত ভাব-বিলাসিতা বা রস হচ্ছে অসার। যখন আমি একেবারে শিশু ঐ মর্ম্মে তিনি আমাকে শিক্ষাও দিয়েছিলেন। তার ফলে স্কুলে খ্রীষ্টমাস উপলক্ষে উপহার বিতরণের সময় সান্টা ক্লজ—যিনি এই উৎসবে শিশুদের মোজা উপহারে ভরে দিয়ে থাকেন বলে শিশুদের মনে একটা ধারণা গড়ে তোলা হয়েছে—তাঁর সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষয়িত্রীর কথার প্রতিবাদ করি।

তিনি বলেন—"দেখ বাছারা, সানটা ক্লজ তোমাদের জন্যে কি এনেছেন।"

আমি উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর ভাবে বলি—"আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি না ; সানটা ক্লজ বলে কিছু নেই।"

শিক্ষয়িত্রী মহাশয়া অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, "যে-সব ছোট মেয়ে সানটা ক্লজে বিশ্বাস করে এই সব মিষ্টি তাদের জন্যে।"

আমি বলে উঠি—"তাহলে আমি আপনার মিষ্টি চাই না।"

শিক্ষয়িত্রী মহাশয়া অবিবেচকের মতো রুষ্ট হয়ে ওঠেন এবং আমাকে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে, এগিয়ে গিয়ে মেঝেয় বসতে আদেশ করেন।

আমি এগিয়ে যাই এবং ক্লাশের দিকে ফিরে আমার প্রথম বিখ্যাত বক্তৃতা দিই। আমি চীৎকার করে বলি—"আমি মিথ্যায় বিশ্বাস করি না। আমার মা আমাকে বলেছেন, তিনি এমন গরীব যে, সানটা ক্লজ হবার শক্তি তাঁর নেই। কেবল যে-সব মায়ের পয়সা আছে তারাই সানটা ক্লজ সাজবার ভাণ করে, আর, উপহার দেয়।"

এই কথায় শিক্ষয়িত্রী আমাকে চেপে ধরে মেঝেয় বসাবার চেষ্টা করেন; কিন্তু আমি পা দুখানা শক্ত করে তাঁকে বাধা দিই। তার ফলে তিনি আমার পা দুখানাকে মেঝেতে ঠুকে দিতে পেরেছিলেন মাত্র। অকৃত-কার্য্য হয়ে তিনি আমাকে ঘরের কোণে দাঁড় করিয়ে দেন ; কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়েও আমি ক্লাসের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে চীৎকার করে উঠি, "সান্‌টা ক্লজ বলে কিছু নেই, সান্‌টা ক্লজ বলে কিছু নেই।"

অবশেষে তিনি আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। আমি সারাপথ বলতে বলতে বাড়ি যাই, "সান্‌টা ক্লজ বলে কিছু নেই।"

কিন্তু আমার প্রতি এই অবিচারের বেদনা আমি কখন ভুলতে পারি না,—আমাকে মিষ্ট থেকে বঞ্চিত করা হ'ল, আবার, সত্য কথা বলবার জন্য দেওয়া হ'ল শাস্তি।

মাকে সমস্ত কথা জানিয়ে বলি—"আমি ঠিক কথা বলিনি মা ? সানটা ক্লজ বলে কিছু নেই, আছে কি ?"

তিনি উত্তর দেন, "সানটা ক্লজ বলে কিছু নেই, আর ভগবানও নেই। তোমাকে সাহায্য করবার আছে কেবল তোমার তেজ ও শক্তি।"

আমার মনে হয় স্কুলে শিশু যে-সাধারণ শিক্ষা পেয়ে থাকে তা সম্পূর্ণ অকাজের। কি শিখছি সেদিকে আমার লক্ষ্যই ছিল না; আমার কাছে সময়টা বোধ হত শ্রান্তিকর। সেই সময়ে লক্ষ্য করতাম, ঘড়ির কাঁটা কখন তিনটের ঘরে পৌছবে আর আমরা নিষ্কৃতি পাব। আমার আসল শিক্ষা হ'ত সন্ধ্যায়, যখন মা আমাদের কাছে বাজাতেন বীটোফেন, শুমান, শুবার্ট, মোজার্ট, শোপ্যাঁ বা পাঠ করতেন শেকস্‌পীয়ার, শেলি, কীটস কিংবা বায়রন্‌। এই সময়টা ছিল আমাদের কাছে মধুর।

আর একবার, শিক্ষয়িত্রী আমাদের সকলকে আপন আপন জীবন-কথা লিখতে বলেন। আমি তা এই ভাবে লিখি।

"আমি যখন পাঁচ বছর বয়সের তখন ২৩নং ষ্ট্রীটে আমাদের একখানা কুঁড়ে ছিল। ভাড়া দিতে না পারায় আমরা সেখানে থাকতে পাই না ১৭নং ষ্ট্রীটে চলে যাই এবং টাকা-পয়সা না থাকায়, অল্পকালের মধ্যেই বাড়িওয়ালা আপত্তি করে। সেইজন্য আমরা যাই ২২নং ষ্ট্রীটে। সেখানেও আমরা শান্তিতে থাকতে পাই না, ১০নং ষ্ট্রীটে আমাদের চলে যেতে হয়।"

কাহিনীটি এই ভাবে অশেষ যাওয়া-আসার কথায় ভরা ছিল। আমি সেটি ক্লাশে পড়তে আরম্ভ করি; শুনে শিক্ষয়িত্রী অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে ওঠেন। তিনি মনে করেন, আমি রঙ্গ করছি। আমাকে পাঠিয়ে দেন প্রিনসিপ্যালের কাছে; তিনি ডেকে পাঠান আমার মাকে। আমার হতভাগিনী জননী ইতিহাসটি পাঠ করে কান্নায় ফেটে পড়েন। তিনি শপথ করে বলেন, কথাগুলি বড় সত্য। এমনই ছিল আমাদের যাযাবর জীবন।

আমি আশা করি, আমার শৈশব জীবনের পর স্কুলগুলির পরিবর্ত্তন হয়েছে। আমার স্কুল-জীবনের স্মৃতি হচ্ছে, শিশুদের সম্বন্ধে সেগুলির নির্ম্মম অজ্ঞতা। আমার আরও মনে পড়ে, শক্ত বেঞ্চির ওপর শূন্য জঠরে

ধসে থাকবার চেষ্টা বা ভিজে জুতোর মধ্যে ঠাণ্ডা পা দুখানার কথা। শিক্ষয়িত্রীকে মনে হত নিষ্ঠুর রাক্ষসী ; তিনি আছেন কেবল আমাদের যন্ত্রণা দেবার জন্য। আর, এই সব কষ্টের কথা শিশুরা কখন বলতে পারবে না !

বাড়িতে আমরা যে-দারিদ্র্য যন্ত্রণা ভোগ করতাম সে কথা আমি মনে করতে পারি না ; কেননা সেটাকে আমরা গ্রহণ করতাম স্বাভাবিক ঘটনার মতো। কেবল স্কুলেই আমি কষ্ট পেতাম।

আমার তখন ছ'বৎসর বয়স, মা একদিন বাড়ি এসে দেখেন, আমি পাড়ার গুটি ছয়েক শিশুকে সংগ্রহ করে—তারা সবে হাঁটতে শিখেছে—আমার সামনে মেঝেতে বসিয়ে তাদের হাত দোলাতে শিখাচ্ছি। তিনি আমাকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করলে, বললাম, "এটা আমার নাচের ইস্কুল।"

তিনি খুশী হলেন ; আর, পিয়ানোয় বসে আমার জন্যে বাজাতে লাগলেন। এই স্কুলটি চলতে লাগল এবং খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল। পরে পাড়ার ছোট ছোট মেয়েরা আসত, আর, তাদের মাতা-পিতা শিক্ষা দেবার জন্য আমাকে কিছু করে দক্ষিণা দিতেন। ভবিষ্যৎকালে যে-বৃত্তিটি অত্যন্ত লাভের বলে প্রমাণিত হয়, এই হচ্ছে তার সূচনা।

আমার দশ বৎসর বয়সে এই স্কুলটা এত বড় হয়ে উঠল যে, মাকে বললাম, আমার স্কুলে আর লেখা-পড়া শিখতে যাওয়া বৃথা। যখন আমি টাকা রোজগার করতে পারি তখন ওটা হচ্ছে কেবল সময়ের অপব্যবহার। টাকা রোজগারই আমার কাছে অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। চুলগুলো মাথার ওপর তুলে বেঁধে আমি বলতে লাগলাম, আমার বয়স ষোলো বছর। বয়সের অনুপাতে আমি ছিলাম, খুব লম্বা, সেইজন্য প্রত্যেকেই আমার কথা বিশ্বাস করত। আমার বোন এলিজাবেথ আমার দিদিমার কাছে মানুষ হচ্ছিল ; সে আমার স্কুলে শিক্ষা দেবার জন্য এল। আমাদের চাহিদা খুব বেড়ে গেল সানফ্রানসিস্কোর যারা সব চেয়ে ধনী তাদের অনেকের বাড়িতে আমরা শিক্ষা দিতে লাগলাম।

২

আমি যখন কোলে মা বাবাকে পরিত্যাগ করেন। কাজেই আমি তাঁকে কখন দেখি নি। একবার আমার মাসীমাদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করি কখন আমার বাবা ছিলেন কিনা। তিনি উত্তর দেন, "তোমার বাবা ছিলেন একটা ভূত। তোমার মার জীবনকে তিনি নষ্ট করে দিয়েছেন।"

তারপর থেকে. ছবির বইতে ভূত-রাক্ষসের যে-সব ছবি আছে আমি তাঁকে সেই ভাবে কল্পনা করতাম—দুটো শিঙ ও একটা লেজ। স্কুলে অন্য ছেলেমেয়েরা যখন তাদের বাবার গল্প করত, আমি চুপ করে থাকতাম।

আমি যখন সাত বৎসরের তখন আমরা বাস করতাম চারতলার দু'খানা আসবাব-পত্রহীন ঘরে। একদিন শুনতে পেলাম, সামনের দরজার ঘণ্টা-টি বাজছে। হলঘরে তার উত্তর দিতে গিয়ে দেখি এক অত্যন্ত প্রিয়দর্শন ভদ্রলোক মাথায় লম্বা টুপি, দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন, "তুমি আমাকে মিসেস্ ডানকানের ঘরে নিয়ে যেতে পার?"

উত্তর দিলাম, "আমি মিসেস ডানকানের ছোট মেয়ে।"

অপরিচিত ভদ্রলোকটি বললেন—"এই কি আমার প্রিনসেস পিউ?"

ছোট বেলায় বাবা আমার নাম দিয়েছিলেন তাই।

তিনি হঠাৎ আমাকে কোলে নিয়ে চুম্বনে ও চোখের জলে ভরে দিলেন। এই ব্যাপারে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কে। তিনি সজল চোখে উত্তর দিলেন, "আমি তোমার বাবা।"

এই খবরে আনন্দ হ'ল; বাড়ির সকলকে সে কথা বলতে ছুটলাম।

—"একটি লোক এসেছেন; বলছেন, তিনি আমার বাবা।"

মা উত্তেজিত ভাবে, বিবর্ণ মুখে উঠে দাঁড়ালেন এবং পাশের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিলেন। আমার ভাইদের মধ্যে একজন লুকিয়ে পড়ল বিছানার তলায়, আর একজন ঢুকলো কাবার্ডের আড়ালে ; আর আমার বোনের ভয়ানক ফিট হতে লাগল।

তারা চীৎকার করে বলতে লাগল, "ওকে চলে যেতে বল, চলে যেতে বল।"

আমি অতি মাত্রায় বিস্মিত হয়ে গেলাম ; কিন্তু আমার স্বভাব ছিল নম্র। সেইজন্য হলঘরে গিয়ে বললাম, "বাড়ির সকলের শরীর ভাল নেই ; তাই আজ কারো সঙ্গে তারা দেখা করবে না।"

এই কথা শুনে আগন্তুক আমার হাত ধরে বললেন—"চল বেড়িয়ে আসি।"

আমরা সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নামলাম। তাঁর পাশে খুট্ খুট্ করে চলতে চলতে বিহ্বল আনন্দের সঙ্গে আমার মনে হতে লাগল যে, এই সুপুরুষ ভদ্রলোকটি আমার বাবা ; আর, আমি যেমন তাঁকে মনে মনে কল্পনা করতাম, তাঁর শিঙ ও লেজ নেই।

তিনি আমাকে একটা আইসক্রীমের দোকানে নিয়ে গিয়ে পেট ভরে আইসক্রীম ও কেক খাওয়ালেন। আমি উত্তেজনায় ফেটে পড়তে পড়তে বাড়ি ফিরে এসে দেখি সকলে অত্যন্ত মুহ্যমান হয়ে রয়েছে।

তাদের বললাম—"উনি চমৎকার ভদ্রলোক ; কাল আবার আমাকে আইসক্রীম দিতে আসবেন।"

কিন্তু আমাদের পরিবারের সকলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে সম্মত হ'ল না ; কিছুকাল পরে তিনি লস্ এন্‌জেলিসে তাঁর অপর পরিবারটির কাছে ফিরে গেলেন।

এর পর বাবাকে বৎসর কয়েক আর দেখি নি ; তারপর আবার তিনি হঠাৎ দেখা দিলেন।

এবার আমার মা তাঁকে দেখে অনেক অনুশোচনা প্রকাশ করলেন ; বাবা আমাদের একখানি সুন্দর বাড়ি দিলেন। তার ভেতর ছিল একটা নাচ-ঘর, একটা মরাই ও একটা 'উইনড্ মিল'। তার কারণ, তিনি চতুর্থ-বার বিষয়-সম্পত্তি করেছিলেন। তাঁর জীবনে তিনি তিনবার বিষয়-সম্পত্তি করেছিলেন এবং সবই নষ্ট করে ফেলেছিলেন। চতুর্থবারের বিষয়-সম্পত্তিও কালক্রমে ধ্বংস হয়ে গেল ; এবং তারই সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল বাড়ি-ঘর ইত্যাদি। কিন্তু আমরা কয়েক বৎসর এই বাড়িতে বাস করি ; সংসার-সমুদ্রে দু'বার দুর্য্যোগভরা যাত্রায় এটাই ছিল আমাদের আশ্রয়-বন্দর।

সব নষ্ট হবার আগে বাবাকে আমি সময়ে সময়ে দেখতে পেতাম এবং জানতে পারি তিনি ছিলেন, কবি। তাঁকে আমি সমাদর করতেও শিখি। তিনি যে-সব কবিতা রচনা করেছিলেন, সেগুলির মধ্যে একটিতে ছিল আমার সমগ্র ভাবী-জীবন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী।

বাবার ইতিহাস বলছি এই কারণে যে, তা আমার ভাবী জীবনে প্রকৃত প্রভাব বিস্তার করেছিল। একদিকে আমি রসভরা উপন্যাস দিয়ে আমার মনের খোরাক জোগাচ্ছিলাম, আর একদিকে আমার চোখের সামনে ছিল বিবাহের বাস্তব উদাহরণ। আমার সমগ্র শৈশবকাল ছিল এই রহস্যময় পিতাটির কালো ছায়ার অন্তরালে। তাঁর কথা কেউই বলতে চাইত না। আর, 'বিবাহ-বিচ্ছেদ' এই ভয়ঙ্কর শব্দটি ছিল আমার মনের সংচেত্য পটে মুদ্রিত। এই সব জিনিষ সম্বন্ধে কারো কাছে বুঝতে পারতাম না বলে, আমি নিজেই চিন্তা করে বুঝবার চেষ্টা করতাম।

যে-সব উপন্যাস আমি পাঠ করতাম সেগুলির উপসংহার ছিল বিবাহে ও দিব্য আনন্দে। এই অবস্থার বিষয় আর কিছু লিখবার থাকত না। কিন্তু এই সব বইয়ের মধ্যে কতকগুলি, বিশেষ করে জর্জ ইলিয়টের

'অ্যাডাম বিড' ছিল স্বতন্ত্র। অ্যাডাম বিডে একটি নারী চরিত্র আছে। সে বিবাহ করে না; কিন্তু সন্তানবতী হয়ে ওঠে। ফলে হতভাগিনী জননীটিকে নিদারুণ কলঙ্কের ভাগিনী হতে হয়।

এই অবস্থায় নারীর প্রতি যে অবিচার করা হয়ে থাকে একথা আমার মনে গভীর রেখাপাত করে। আমার বাবার ও মায়ের কাহিনীর সঙ্গে এই ব্যাপারটি একত্রিত করে তখনই সঙ্কল্প করি যে, আমি বিবাহের বিরুদ্ধে জীবনভোর যুদ্ধ করব; নারীর কলঙ্ক মোচনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব; নারীর ইচ্ছামতো সন্তানবতী হবার অধিকারের জন্য সংগ্রাম করব, এবং তার অধিকার ও গৌরব প্রতিষ্ঠা করব। একটি বারো বৎসরের মেয়ের পক্ষে এভাবে চিন্তা করা অদ্ভুত ঠেকতে পারে; কিন্তু আমি যে অবস্থায় ছিলাম তাতে হয়ে উঠি অকালপক্ক। আমি বিবাহের বিধি-ব্যবস্থাগুলি অনুসন্ধান করি এবং নারীর অবস্থা যে ক্রীতদাসীর মতো তাতে অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে উঠি। আমার মায়ের বিবাহিতা বান্ধবীদের মুখের দিকে আমি লক্ষ্য করতে থাকি; এবং আমার বোধ হতে থাকে, আমি প্রত্যে-কেরই মুখে হিংসুটে রাক্ষসের অত্যাচারের চিহ্ন ও ক্রীতদাসীত্বের বিশেষ ছাপ দেখিতে পাচ্ছি। আমি তখনই শপথ করি, এই হীন অবস্থায় নিজেকে কখন অবনত করব না। এই শপথ আমি সর্ব্বদা পালন করেছি, এমন কি যখন আমার মায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে এবং সমস্ত সংসার আমাকে ভুল বুঝেছে। সোভিয়েৎ রাষ্ট্র যে-সব চমৎকার কাজ করেছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে বিবাহ-ব্যবস্থার বিলোপ সাধন।...

এখন আমি বিশ্বাস করি, আমার মনের ভাব কম-বেশি প্রত্যেক স্বাধীন-চেতা নারীরই; কিন্তু বিশ বৎসর আগে, আমার বিবাহে অসম্মতি এবং আমার নিজের জীবনে বিবাহ না-করে সন্তানবতী হবার নারীর অধিকারের উদাহরণ যথেষ্ট সমালোচনার সৃষ্টি করেছিল। অবস্থার পরি-বর্ত্তন হয়েছে; আমাদের চিন্তা জগতে এমন বিপ্লব আজ ঘটেছে যে,

প্রত্যেক স্বাধীন-চেতা নারী আমার সঙ্গে একমত হবেন। আমাদের বিবাহের নীতি মেনে নেওয়া কোন স্বাধীন-চেতা নারীর পক্ষে অসম্ভব...

আমার মায়ের জন্য, শৈশবে, আমাদের সমগ্র জীবন কবিতায় ও গানে পরিপ্লুত হয়ে ছিল। সন্ধ্যায় পিয়ানোতে বসে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিয়ে যেতেন, ওঠবার বা শুতে যাবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল না; আমাদের জীবনে কোন শৃঙ্খলাও ছিল না। অপর পক্ষে, আমার বোধ হয় মা তাঁর সঙ্গীতের মধ্যে ডুবে গিয়ে আমাদের কথা একেবারে ভুলে যেতেন, অথবা কবিতা আবৃত্তি করতে করতে তাঁর চারধারের যা-কিছু সে-সবের কথা তাঁর মনে থাকত না। তাঁর এক বোন, আমার অগাষ্টা-মাসীও ছিলেন খুব গুণবতী। তিনি প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসতেন এবং ঘরোয়া নাটক অভিনয় করতেন! তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী; তাঁর চোখ দুটি ছিল কালো, মাথার চুলগুলি কালো কুচকুচে। মনে পড়ে তিনি কালো ভেলভেটের শর্ট পরে "হ্যামলেট" সেজেছিলেন। তাঁর গলার স্বর ছিল চমৎকার; গায়িকা হিসাবে তিনি খুব নাম করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর বাবা-মা থিয়েটার সম্পর্কীয় সবকিছুকে মনে করতেন নারকীয়। এখন বুঝতে পারছি, কি করে তাঁর জীবনটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল—এটা হচ্ছে, পিউরিটান আমেরিকার মনোভাব।...

অগাষ্টা-মাসী ছেলেবেলা থেকে এই পিউরিটান ভাবে পিষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর রূপ, তাঁর স্বাভাবিক গুণ, তাঁর সুমহান কণ্ঠস্বর, সব বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সে সময়ে লোকে বলত, "আমার মেয়েকে থিয়েটার করতে দেখার চেয়ে তার মরা-মুখ দেখা ভাল।" এই ভাব আজকাল বুঝে ওঠা একেবারে অসম্ভব। এখন বিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা ভাল ভাল সমাজে মিশে থাকেন। পিয়ানোবাদক পিলহুসকি একটি রাষ্ট্রের নায়ক।

আমার মনে হয়, আমাদের ধমনীতে যে আইরিশ রক্ত ছিল তাই এই পিউরিটানীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সর্ব্বদা বিদ্রোহ করত।

যে-বড় বাড়িটা বাবা আমাদের দিয়েছিলেন সেখানে গিয়ে বাস করবার প্রথম ফল হচ্ছে গোলাবাড়িতে আমার ভাই অগাষ্টিনের—একটি থিয়েটার। মনে পড়ে, বৈঠকখানায় যে পশমের কম্বলখানা ছিল, সে রিপভ্যান উইংকিলের দাড়ি তৈরি করবার জন্য তার খানিকটা কেটে নেয়। সে রিপভ্যান উইংকিলের ভূমিকা এমন অভিনয় করে ছিল যে, দর্শকদের জায়গায় একটা পট্‌কার বাক্সের ওপর বসে দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমি কেঁদে ফেলি। আমরা সকলেই ছিলাম ভাবপ্রবণ; কিছুতেই আত্মসম্বরণ করতাম না।

সেই ছোট থিয়েটারটি বড় হতে লাগল এবং সেই অঞ্চলে বেশ বিখ্যাত হয়ে উঠ্‌ল। পরে এই থেকে সমুদ্রের তীরভূমি অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে থিয়েটার করার সঙ্কল্প আমাদের মনে আসে। আমি নাচতাম, অগাষ্টিন কবিতা আবৃত্তি করত; পরে আমরা একটি কমেডি অভিনয় করি। তাতে এলিজাবেথ ও রেমণ্ডও ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। যদিও আমার বয়স তখন ছিল বারো বৎসর, আর সকলে ছিল কিশোর-কিশোরী, তবুও সেই অঞ্চলে এই থিয়েটারটি হয়ে ওঠে খুব জনপ্রিয়।

আমার শৈশবের প্রধান সুর ছিল যে-সমাজে আমরা বাস করতাম তার সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে, জীবনের বাধা-বন্ধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং পূর্ব্ব দিকে কোথাও পালিয়ে যাবার বাসনা। কল্পনা করতাম সেখানে প্রশস্ততর কিছু থাকতে পারে। আমি প্রায়ই পরিবারের সকলের ও আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে এই মর্ম্মে অনর্গল বক্তৃতা দিতাম এবং সর্ব্বদাই এই কথা বলে শেষ করতাম, "এখান থেকে আমাদের যেতেই হবে; এখানে আমরা কিছুই করতে পারব না।"

পরিবারের মধ্যে আমিই ছিলাম খুব সাহসী। যখন ঘরে খাবার কিছু একেবারেই থাকত না আমি যেতাম কসাই-বাড়ি এবং তাকে নানা ছলে বশ করে বিনা পয়সায় মাটন-চপ্ আন্তাম। আমাকেই রুটিওয়ালার বাড়ি পাঠানো হ'ত। সে যাতে আরও ধরে দেয় সেজন্য। এই সব কাজে আমি সত্যকারের অসমসাহসিকতার আনন্দ পেতাম, বিশেষ করে যখন হতাম সফল। সাধারণত হতামও তাই। আমি লুণ্ঠিত সামগ্রী নিয়ে আনন্দে সারা পথ নাচতে নাচতে বাড়ি আসতাম; তখন আমার মনের ভাব হত দস্যুর মতো। এই শিক্ষাটি ভাল। নিষ্ঠুর কসাইকে চাতুরীতে ভোলানো থেকে আমি একটি কৌশল আয়ত্ত করি। সেটা ভবিষ্যতে আমাকে নিষ্ঠুর ম্যানেজারদের ভোলাতে সক্ষম করে তোলে।

আমার একবার মনে পড়ে, তখন আমি নিতান্ত শিশু, দেখলাম আমার মা কতকগুলো পশমে বোনা জিনিষ হাতে করে কাঁদছেন। সেগুলো তিনি তৈরি করেছিলেন, একটা দোকানের জন্য। কিন্তু দোকানদার জিনিষগুলো নিতে রাজি হয় নি। আমি মায়ের হাত থেকে ঝুড়িটা নিয়ে একটা টুপি মাথায় দিয়ে, এক জোড়া 'মিটেন' (হাতমোজা) হাতে পরে দরজায় দরজায় সেগুলো ফেরি করে বেড়াই। এবং প্রত্যেকটি বিক্রি করে মা দোকান থেকে যত টাকা পেতেন তার দ্বিগুণ ঘরে আনি।

আমি যখন শুনি কোন পিতা বলছেন, তিনি ছেলেদের জন্য বিস্তর টাকা রেখে যাবার উদ্দেশ্যে খাটছেন, তখন আমি অবাক হয়ে ভাবি তিনি ব্যাপারটির মর্ম্ম বুঝতে পারছেন কি না। তাতে করে ছেলেদের জীবন থেকে অ্যাড্ভেনচারের ইচ্ছা ও শক্তি তিনি নষ্ট করে দিচ্ছেন। তিনি যতগুলি টাকা রাখেন তারা ঠিক ততখানি দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। ছেলেদের উত্তরাধিকারসূত্রে যা দেওয়া উচিত, তা হচ্ছে তাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি। শিক্ষাসূত্রে আমার বোন ও আমি সান ফ্রানসিস্কোর বহু ধনীর ঘরে যাতায়াত করতাম। এই সব ছেলেমেয়েদের আমি হিংসা

করতাম না ; বরং তাদের প্রতি আমার করুণা হ'ত। তাদের জীবনের ক্ষুদ্রতা ও বৈচিত্র্যহীনতায় আমি অবাক হয়ে যেতাম ; আর, ধনকুবেরদের এই সব ছেলে-মেয়েদের তুলনায় আমার নিজকে বোধ হ'ত, প্রত্যেকটি বিষয়ে সহস্র গুণে বড়।...

শিক্ষকহিসাবে আমাদের খ্যাতি বাড়তে লাগল। আমরা সেটাকে বলতাম, নাচের নূতন রীতি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে কোন রীতি বা প্রণালী ছিল না। আমি নিজের কল্পনা মতো চলতাম ও সৃষ্টি করতাম ; যে-কোন সুন্দর ভাব আমার মাথায় আসত তাই-ই শিক্ষা দিতাম। আমার প্রথম নাচ ছিল লঙফেলোর একটি কবিতা...আমি কবিতাটি আবৃত্তি করতাম এবং তার মর্ম্ম ছাত্রীদের ভঙ্গি ও গতিতে প্রকাশ করতে শেখাতাম। সন্ধ্যায় মা আমাদের বাজিয়ে শোনাতেন, আর আমি নাচের সৃষ্টি করতাম।

এক বৃদ্ধা মহিলা প্রায়ই সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসতেন। তিনি কিছুকাল ভিয়েনায় বাস করেছিলেন। তিনি আমাকে উৎসাহ দিতেন ; বলতেন, আমি মস্ত নাচিয়ে হব। তাঁর কথায় আমি বড় হবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে যেতাম। তিনি আমাকে নিয়ে সান ফ্রানসিস্‌কোর সব চেয়ে বড় ব্যালেট নর্ত্তকের কাছে মাকে যেতে বলেন। কিন্তু লোকটির শিক্ষায় আমি খুশী হতে পারি না। তিনি যখন আমাকে পায়ের আঙুলের ওপর ভার দিয়ে দাঁড়াতে বললেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? তিনি উত্তর দিলেন, "কারণ এটা সুন্দর।" আমি বলি—"এটা কুৎসিৎ আর প্রকৃতিবিরুদ্ধ"। তারপর থেকে আর কখন তাঁর কাছে যাই নি। কঠিন ও সাধারণ ব্যায়াম যাকে তিনি বলতেন নাচ, তা আমার স্বপ্নে বিঘ্ন ঘটাতো। আমি সম্পূর্ণ পৃথক নাচের স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু সেটা যে ঠিক কি হতে পারে তা জানতাম না, কিন্তু আমি এক অলখ লোককে অন্তরে অনুভব করতাম। মনে হ'ত যদি চাবিটি হাতে পাই তাহলে তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারি। আমি যখন ছোট বালিকাটি মাত্র

তখনই আমার মধ্যে আমার আর্টের উন্মেষ হচ্ছিল! আর, আমার মায়ের গুণে তা শ্বাস-রুদ্ধ হয়ে মরে নি।...

আমার মায়ের চারটি সন্তান ছিল। হয়তো বল ও ।শক্ষার সাহায্যে তিনি আমাদের কাজের লোক করে তুলতে পারতেন; এবং কখন কখন তিনি দুঃখ করতেন, "সবগুলো কেন আর্টিষ্ট হবে, অন্তত একটাও কাজের লোক হবে না?" কিন্তু তাঁরই সুন্দর ও চঞ্চল অন্তর আমাদের সকলকে আর্টিষ্ট করে তুলে ছিল। মা পার্থিব সম্পদের জন্ম আদৌ লালায়িত ছিলেন না। তিনি আমাদের বাড়ি-ঘর-আসবাব-পত্র সকল রকমের সম্পত্তিকে অবজ্ঞা করতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁরই উদাহরণে আমি জীবনে কখন হীরামুক্তা প্রভৃতি পরি নি। তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন, এ সব সামগ্রী হচ্ছে, বোঝা।

স্কুল ছাড়বার পর আমি নানা রকমের বই খুব পড়তে আরম্ভ করি। ওকল্যাণ্ডে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার ছিল। আমরা তখন ওকল্যাণ্ডেই থাকতাম। কিন্তু গ্রন্থাগারটি আমাদের বাড়ি থেকে যত ক্রোশ দূরেই থাক না, আমি ছুটতে ছুটতে, নাচতে নাচতে বা স্কিপ্ করতে করতে সেখানে যাওয়া-আসা করতাম। গ্রন্থাগারিকাটি ছিলেন চমৎকার ও সুন্দরী। তিনি আমার পাঠে খুবই উৎসাহ দিতেন। আমি পরে জানতে পারি, এক সময়ে আমার বাবা তাঁর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। সম্ভবত অদৃশ্য ঘটনাসূত্রের আকর্ষণে আমি তাঁর কাছে গিয়ে পড়ি।

এই সময় আমি ডিকেনস্, থ্যাকারে, শেক্‌শপীয়ার এবং আরও অনেকের ভাল-মন্দ হাজার হাজার গ্রন্থ পাঠ করি। দিনের বেলায় আমি মোম-বাতির টুকরো সংগ্রহ করে রাখতাম। রাত্রে সেগুলো জেলে পড়তে পড়তে সকাল হয়ে যেত। তখন আমি একখানা উপন্যাসও রচনা আরম্ভ করি এবং একখানি সংবাদ-পত্র সম্পাদন করতে থাকি। সংবাদ-পত্রখানির সবই আমি নিজে লিখতাম—সম্পাদকীয়, স্থানীয় সংবাদ, ছোট গল্প। এই সঙ্গে আমি

একখানি খাতা রাখতাম। আমি এক রকমের সাঙ্কেতিক ভাষা আবিষ্কার করেছিলাম। খাতায় সেই ভাষা ব্যবহার করতাম। কারণ তখন আমার একটি গোপন ব্যাপার ছিল। আমি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েছিলাম।

শিশুদের নাচের ক্লাস ছাড়া আমরা কতকগুলি বয়স্ক শিক্ষার্থীকে নিয়েছিলাম। তাদের নাচ শিখাতাম। তাদের মধ্যে একজন ছিল তরুণ চিকিৎসক, অপর জন কেমিষ্ট। কেমিষ্টটি ছিল আশ্চর্য্য রকমে রূপবান ; তার নামটিও ছিল মধুর—ভারনন। সে সময়ে আমার বয়স ছিল এগারো, কিন্তু দেখাতো তার চেয়ে বড়।···আমি খাতায় লিখেছিলাম, আমি প্রাণভরে ভাল বেসেছি, ভালবাসায় পাগল হয়ে গেছি। বাস্তবিক হয়ে ছিলামও তাই। ভারনন সেকথা জানত কি না, আমি জানি না। সেই বয়সে মনের কথা খুলে বলতেও আমার লজ্জা হ'ত।

আমরা নাচের মজলিশে যেতাম। সেখানে সে আমারই সঙ্গে নাচত। তখন আমার দেহ-মনে যে শিহরণ বয়ে যেত পরে সারারাত জেগে বসে আমি খাতায় সে-সব কথা লিখে রাখতাম। বড় রাস্তার ধারে একটা ওষুধের দোকানে সে দিনের বেলা কাজ করত ; কেবলমাত্র সেই দোকানটির সামনে দিয়ে যাবার জন্য আমি মাইলের পর মাইল হেঁটে আসতাম। সময় সময় সাহস সঞ্চয় করে দোকানের ভেতর ঢুকে বলতাম, "কেমন আছ ?" সে যেখানে থাকত সে বাড়িটাও আমি খুঁজে বার করে ছিলাম। সন্ধ্যার পর তার জানালায় আলো দেখবার জন্য আমি বাড়ি থেকে ছুটে যেতাম। এই অনুরাগ ছিল দু' বৎসর ; আর, আমার বিশ্বাস আমি গভীর বেদনা ভোগ করেছিলাম। বৎসর দুটি শেষ হয়ে যাবার সময় সে জানাল, ওকল্যানডের একটি মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে। আমার অন্তরের হতাশা-বেদনা আমি খাতাতেই বন্ধ করে রাখলাম। তার বিয়ের দিনটি আমার মনে পড়ে। মনে পড়ছে, সাদা স্বচ্ছ ভেলে মুখঢাকা একটি সাধারণ মেয়ের পাশে পাশে

তাকে হেঁটে যেতে দেখে আমি তখন অন্তরে কি অনুভব করেছিলাম। তারপর আমি তাকে আর কখন দেখি নি।

গতবারে আমি যখন সান ফ্রানসিস্‌কোয় নাচি তখন আমার সাজঘরে তুষার শুভ্র-কেশ একটি লোক আসে; কিন্তু তার মুখখানি ছিল তরুণ ও বড় সুন্দর। আমি তাকে তৎক্ষণাৎ চিনতে পারি। লোকটি ভারনন। মনে করলাম, তারপর তো বহু বৎসর চলে গেছে; এবার ওর কাছে আমার সেই প্রণয়-কাহিনী ব্যক্ত করা যেতে পারে। ভাবলাম, শুনে ও খুব আমোদ পাবে। তার কাছে কথাটা বলতেই সে অতিমাত্রায় শঙ্কিত হয়ে উঠল, তার স্ত্রীর, সেই সাধারণ মেয়েটির, কথা বলতে লাগল। বোধ হল, সে তখনও বেঁচে আছে। তার ওপর থেকে ভারননের অনুরাগ কখন বিচ্যুত হয় নি। কতকগুলো লোকের জীবন কত বৈচিত্র্যহীন হতে পারে!

সেই হ'ল আমার প্রথম প্রণয়। আমি ভালবাসায় উন্মাদ হয়েছিলাম; আর আমার বিশ্বাস তখন থেকে আমি কখন প্রেমোন্মাদ হতে বিরত হই নি।...

৩

যে-সব বই আমি পড়েছিলাম সেগুলোর প্রভাবে আমি সান ফ্রান-সিস্‌কো ছেড়ে বিদেশে যাবার সঙ্কল্প করলাম। ভেবেছিলাম, কোন থিয়েটারদলের সঙ্গে যাব। সেই উদ্দেশ্যে একটা পথ-চলা থিয়েটারের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলাম। কিন্তু তাতে কোনই ফল হ'ল না। তিনি আমার নাচ পছন্দ করলেন না; বললেন, "এরকমের জিনিষ থিয়েটারে চলে না। এ সব চলবে গির্জ্জায়।..."

হতাশ হলাম, কিন্তু তাঁর কথায় মনে প্রতীতি জন্মাল না; আমরা আবার নূতন ফন্দি খাটাতে লাগলাম, বাড়ির সকলকে বোঝালাম। বোঝালাম যে, সান ফ্রানসিস্‌কোয় বাস করা অসম্ভব। মা আমার কথায় বিহ্বল হয়ে পড়লেন এবং আমার সঙ্গে যে-কোন দেশে যেতে প্রস্তুত হলেন। আমার বোন ও ভাই দুটিকে সান ফ্রানসিস্‌কোয় রেখে মা ও আমি শিকাগোয় রওনা হলাম। ঠিক হ'ল, আমি টাকা-কড়ি রোজগার করলে তারা তিনজনে আমাদের কাছে চলে যাবে।...

জুন মাসের একটি গরম দিনে আমরা শিকাগোয় পৌছলাম। আমাদের সঙ্গে ছিল একটি ছোট ট্রাঙ্ক, আমার দিদিমার কতকগুলো সাবেক ধরনের জড়োয়া গহনা ও পঁচিশটি ডলার। আশা করছিলাম, শীঘ্রই কাজ পাব, সবই হবে সুখের ও সহজ। কিন্তু তা হ'ল না। গ্রীক টিউনিক পরে ম্যানেজারের পর ম্যানেজারের সামনে গিয়ে নাচতে লাগলাম; কিন্তু তাঁদের সকলের মতই সেই এক—"খুব সুন্দর; কিন্তু থিয়েটারে চলবে না।"

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যেতে লাগল; আমাদের পুঁজি আসতে লাগল নিঃশেষ হয়ে; দিদিমার জড়োয়াগুলি বাঁধা দিয়ে বিশেষ কিছু পেলাম না। অনিবার্য্য যা তাই ঘটল। আমরা ঘর-ভাড়া দিতে পারলাম না; আমাদের মোট-ঘাট সব আটক করে ফেলল। এবং একদিন আমরা কপর্দ্দকহীন অবস্থায় পথে গিয়ে দাঁড়ালাম।

তখনও আমার গলায় ছিল একটি আসল আইরিশ লেশ-কলার। সেটা বেচবার চেষ্টায় সারাদিন প্রখর রৌদ্রে পথে পথে ঘুরে বেড়ালাম। অবশেষে শেষবেলায় সফল হলাম। (বোধ হচ্ছে, সেটা বেচেছিলাম দশ ডলারে)। জিনিষটা ছিল চমৎকার। বিক্রয়ের টাকা দিয়ে ঘর-ভাড়া দিলাম; আর যা বাকি থাকল তা দিয়ে এক বাক্স টোমাটো কিনলাম। দু'জনে শুধু তাই খেয়ে এক সপ্তাহ রইলাম—তার সঙ্গে না রুটি, না নুণ। আমার হতভাগিনী মা এমন দুর্ব্বল হয়ে পড়লেন যে, আর উঠে

বসতে পারলেন না। প্রত্যহ ভোরে উঠে ম্যানেজারদের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করতাম ; অবশেষে স্থির করলাম, যে কোন চাকরি পাই নেব। এক জায়গায় দরখাস্ত করলাম।

যে-স্ত্রীলোকটি কাউনটারে বসেছিল সে জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি কি করতে পার ?"

উত্তর দিলাম—"যে-কোন কাজ।"

—"তোমাকে দেখাচ্ছে, তুমি কিছুই করতে পার না।"

মরিয়া হয়ে একদিন ম্যাসনিক টেম্পলরুফ গার্ডেনের ম্যানেজারের কাছে আবেদন জানালাম। তিনি এলেন—মুখে প্রকাণ্ড চুরুট, একটা চোখের ওপর টুপিটা নামানো। অবজ্ঞাভরা ঔদাসীন্যের সঙ্গে আমার নাচ দেখতে লাগলেন। আর আমি তাঁর সামনে মেনডেলশনের "বসন্ত সঙ্গীতের" সুরে ভেসে বেড়াতে লাগলাম।

তিনি বললেন, "দেখ, তুমি খুব চমৎকার আর সুশ্রী। তুমি যদি ওসব বদলে একটু ঝাঁঝ দিয়ে কিছু করতে পার, তাহলে আমি তোমাকে কাজ দিতে পারি।"

মনে পড়ে গেল, মা বাড়িতে অনশনে সারা হয়ে যাচ্ছেন ; জিজ্ঞাসা করলাম, কি করতে বলেন ?

তিনি বললেন, "দেখ, তুমি যা করছ তা নয়। স্কারট আর ফ্রিল পরে, পা ছুড়ে কিছু করতে হবে। প্রথমে তুমি গ্রীসীয়-কিছু করতে পার ; কিন্তু পরে ফ্রিল আর পা ছোড়া চাই। তাহলে মজার কিছু হতে পারে।"

কিন্তু আমি ফ্রিল কোথায় পাব ? বুঝতে পারলাম, কিছু ধার বা আগাম চাইলে খারাপ হবে। তাই বললাম, কাল ফ্রিল, লাথি আর ঝাঁঝ নিয়ে আসব। রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। দিনটা ছিল গরম—পুরোদস্তুর শিকাগোর আবহাওয়া। ক্লান্ত ও ক্ষুধায় অবসন্ন হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। এমন সময় চোখে পড়ল, মারস্তাল্ ফিলডের একখানি বড়

দোকান। ভেতরে গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। আমাকে আফিস ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখানে গিয়ে দেখলাম, ডেসকের ধারে একটি যুবক বসে আছে।

তাকে বললাম, কাল সকালের ভেতর ফ্রিল-দেওয়া একটা স্কার্ট আমার চাই-ই। যদি সে আমাকে ধারে জিনিষটা দেয়, তাহ'লে আমি কাজে যা পাব তা থেকে সহজেই তার ঋণ পরিশোধ করতে পারব। জানি না কি কারণে যুবকটি আমার অনুরোধ রক্ষা করতে সম্মত হ'ল এবং সে তা করলেও। বহু বৎসর পরে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়; সে তখন ধনকুবের মিঃ গর্ডন সেলফ্রিজ।

আমি পেটিকোটের জন্য কাপড় কিনলাম, সাদা ও লাল; সেই সঙ্গে কিনলাম, লেশ ফ্রিল। বাণ্ডিলটা বগলে নিয়ে চললাম বাড়ি; গিয়ে দেখি মা নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছেন। কিন্তু তিনি মনের জোরে বিছানায় উঠে বসে আমার পোষাক তৈরি করতে লাগলেন। সারারাতের মধ্যে তাঁর বিশ্রাম রইল না; শেষ ফ্রিলটা যখন শেলাই শেষ হ'ল তখন সকাল। এই পোষাকটা নিয়ে আমি রুফ গার্ডেনের ম্যানেজারের কাছে ফিরে এলাম। অরকেষ্ট্রা প্রস্তুত ছিল।

তিনি বল্‌লেন—"তুমি কি সুরের সঙ্গে নাচবে?"

সে সময় যে-সুরটি জনপ্রিয় ছিল সেটার নাম বললাম। অরকেষ্ট্রায় সুর বেজে উঠ্‌ল। আমি নাচতে লাগলাম; আর, সুরের সঙ্গে সঙ্গে নাচের সৃষ্টি করে চললাম। ম্যানেজার বড় খুশী হয়ে উঠলেন; মুখ থেকে চুরুটটা নিয়ে তিনি বললেন, "খাসা! তুমি কাল রাতে আসতে পার। আমি বিশেষ একটা বিজ্ঞাপন দেব।"

তিনি আমাকে সেই সপ্তাহের জন্য দিলেন পঞ্চাশ ডলার এবং টাকা-গুলি দিলেন আগাম। রুফ গার্ডেনে ছদ্ম নামে আমি সপ্তাহভোর নাচলাম। দর্শকেরা খুব খুশী হ'ল। ম্যানেজার আমাকে আরও কিছুকালের জন্য

কাজ দিতে চাইলেন; কিন্তু আমি রাজি হলাম না। আমরা অনশন থেকে রক্ষা পেয়েছি। যা আমার আদর্শানুযায়ী নয় তা দিয়ে জনসাধারণকে খুশী যথেষ্ট করেছি। আর নয়। সেই আমার প্রথম ও সেই আমার শেষ— আর কখনও জীবনে এই নীতি আমি পালন করি নি।

আমার বোধ হয়, এই গ্রীষ্মকালটি আমার জীবনে সবচেয়ে দুঃখময় ঘটনাবলীর সৃষ্টি করেছিল। শিকাগোর রাস্তায় বার হ'লেই তার দৃশ্যে আমি ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করতাম।

কিন্তু এই ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যেও আমার দৃঢ়চিত্ত জননী একবারও বাড়ি ফিরে যাবার কথা বলেন নি।

শিকাগোতেও আমার জীবনে একটি লোক এসে পড়ে। তাঁর নাম, মিরোস্‌কি। তিনি ছিলেন কবি ও চিত্র-শিল্পী। কিন্তু আমাদেরই মতো দরিদ্র। শিকাগোয় ব্যবসা করে তিনি জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা করতেন। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় "বোহেমিয়া" নামে একটি ক্লাবে। বোহেমিয়ার সকলেই ছিলেন কবি, শিল্পী ও অভিনেতা এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন কপর্দ্দক-শূন্য। তাঁদের সামনে আমি নাচতাম। কিন্তু তাঁদের মধ্যে আমার আদর্শ ও নৃত্যকলা বুঝতেন একমাত্র মিরোস্‌কি। তিনি আমাকে ভালবাসতে শুরু করেন। একথা আমি তখন বুঝতে পারি নি। তিনি দরিদ্র হলেও মা ও আমাকে সময় সময় হোটেলে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন।

মিরোসকির বয়স ছিল পঁয়তাল্লিশ বৎসর। তাঁর চুল ও দাড়ি ছিল লাল। আমরা দু'জনে নির্জ্জনে বন-পথে বেড়াতাম, গল্প করতাম। এই অবস্থায় যে মানসিক রস সঞ্চারিত হয় তাঁরও মনে তা দেখা দিল। মা কোন-কিছুর আশঙ্কা করেন নি; কাজেই তিনি আমাদের বাধা দেন নি। মিরোসকি এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, নিজেকে আর সংযত করতে পারেন না। বনের মধ্যে একদিন আমাকে চুম্বন করে বিবাহের প্রস্তাব করেন। ভেবেছিলাম, আমার জীবনে এই প্রেম হবে মহান্‌।

কিন্তু গ্রীষ্মের অবসান হয়ে আসতে লাগল, আর, আমরাও হয়ে পড়লাম কপর্দ্দকহীন। সিদ্ধান্ত করলাম, শিকাগোয় আশা করবার আর কিছু নেই; আমাদের নিউ ইয়র্কে যেতেই হবে। কিন্তু কেমন করে? একদিন আমি কাগজে দেখলাম, বিখ্যাত অগাষ্টিন ডালি তাঁর দল নিয়ে শিকাগোয় আছেন। আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাঁর সহকারী আমাকে বাধা দিতে লাগলেন। আমিও নাছোড়বান্দা। প্রত্যহ ডালির কাছে আমার কার্ড পাঠাই। অবশেষে একদিন তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তাঁকে দেখতে অতি চমৎকার। তাঁর সামনে গিয়ে আমার ভয় করতে লাগল। কিন্তু সাহস সঞ্চয় করে আমি এক দীর্ঘ ও অসাধারণ বক্তৃতা দিলাম:

"আমার মনে এক মস্ত ভাব এসেছে। দেশে সম্ভবত আপনিই তা বুঝতে পারবেন। আমি নাচ আবিষ্কার করেছি। দু' হাজার বছর ধরে যে আর্ট হারিয়ে গেছে আমি তাকে আবিষ্কার করেছি।...কোথায় আমি এটাকে পেয়েছি? প্রশান্ত মহাসাগরের ধারে, দোদুল্যমান পাইন বনের কোলে। আমেরিকার আদর্শ তরুণ মূর্ত্তিকে পর্ব্বতশিখরে নাচতে দেখেছি। আমাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি হচ্ছেন, ওয়ালট হুইটম্যান। তাঁর কবিতার যোগ্য নাচ আমি আবিষ্কার করেছি। আমি হচ্ছি তাঁর মানস-কন্যা। আমেরিকার সন্তানদের জন্য আমি এক নূতন নাচের সৃষ্টি করব যাতে আমেরিকাকে প্রকাশ করা যাবে।..."

তিনি তো কিছুতেই আমার বক্তৃতা বন্ধ করতে পারলেন না; এই শীর্ণ, অদ্ভুত মেয়েটি, যে তাঁর সামনে বক্তৃতা দেবার স্পর্দ্ধা রাখে, তাকে নিয়ে যে কি করবেন বুঝতেও পারেন না। উত্তর দিলেন,

"নিউ ইয়র্কে আমি একটা মূক অভিনয়ের ব্যবস্থা করছি। তাতে আমি তোমাকে একটা ভূমিকা দিচ্ছি। তুমি পয়লা অক্টোবর মহলায় যোগ দিতে পার। যদি পার, তোমাকে কাজে লাগাব। তোমার নাম কি?"

উত্তর দিলাম, "আমার নাম ইসাডোরা।"

বললেন, "ইসাডোরা। চমৎকার নাম। দেখ, ইসাডোরা পয়লা অকটোবর আমি তোমার সঙ্গে নিউ ইয়রকে দেখা করব।"

আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমি মার কাছে ছুটে গেলাম।

মাকে বললাম, "অবশেষে আমার সমঝদার একজনকে পাওয়া গেল মা। বিখ্যাত অগাষ্টিন ডালি আমাকে কাজ দিয়েছেন। পয়লা অকটোবরের আগে আমাদের নিউ ইয়রকে পৌছতেই হবে।"

মা বললেন, "হাঁ ; কি করে রেলের টিকেট যোগাড় হবে ?"

এখন তাই হ'ল প্রশ্ন। তখন একটা মতলব মাথায় এল। সান ফ্রানসিসকোতে আমার এক বন্ধুর কাছে টেলিগ্রাম করলাম।...

অলৌকিক ঘটনা ঘটল। টাকা এল। তার সঙ্গে এসে পৌছল আমার বোন এলিজাবেথ ও ভাই অগাষ্টিন।...

আমার বিচ্ছেদ-চিন্তায় আইভান মিরোসকি দুঃখে মরিয়া হয়ে উঠল। কিন্তু আমরা অনন্ত প্রেমের শপথ গ্রহণ করলাম ; তাকে বুঝিয়ে দিলাম, নিউ ইয়রকে গিয়ে আমি টাকাকড়ি রোজগার করলে তখন আমাদের পক্ষে বিয়ে করা কি রকম সহজ হবে। এ নয় যে আমি বিবাহের পক্ষপাতী ছিলাম, কিন্তু সে সময়ে মনে হ'ল মা এতে খুশী হবেন। বন্ধনহীন প্রেমের পক্ষ নিয়ে আমি সে-সময়ে দ্বন্দ্বে নামি নি ; পরে নেমেছি।

৫

শিকাগোর চেয়ে নিউ ইয়রক শহরটিকে মনে হল আরও সুন্দর ও তাতে শিল্পকলা আছে। তারপর, আবার সমুদ্রের তীরে এসে আমি খুশী হয়ে

উঠলাম। সমুদ্রতীর থেকে দূরের শহরগুলোতে মনে হয় আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

আমরা একটা বোর্ডিংয়ে উঠলাম···সেখানে ছিল নানা লোকের অদ্ভুত সংমিশ্রণ। শিকাগোর বোহেমিয়ানদের মতো এক বিষয়ে তাদের সকলেরই ছিল মিল ; তাদের মধ্যে কেউই হোটেলের বিল শোধ করতে পারত না। সকলেই এমন অবস্থায় ছিল যে, হোটেলের কর্ত্তা তাদের যে-কোন সময় বা'র করে দিতে পারত।

একদিন সকালে আমি ডালির থিয়েটারে গিয়ে উঠলাম। চেষ্টা করলাম, তাঁকে আমার মনের ভাব বোঝাতে কিন্তু তাঁকে বোধ হ'ল খুব ব্যস্ত ও চিন্তান্বিত।

তিনি বললেন—"আমরা প্যারি থেকে বিখ্যাত অভিনেত্রী জেন মেকে এনেছি। তিনি মূক-অভিনয়ে সেরা। যদি তুমি মূক-অভিনয়ে অভিনয় করতে পার তাহলে একটা ভূমিকা তোমাকে দেওয়া হবে।"

মূক-অভিনয় আমার কাছে কখন আর্ট বলে বোধ হয় নি। দেহের গতি-ভঙ্গিমা হচ্ছে গীতিসদৃশ ও ভাবময় বিকাশ। তার সঙ্গে ভাষার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু মূক-অভিনয়ে লোকে ভাষার পরিবর্ত্তে অঙ্গ-ভঙ্গি করে থাকে। কাজেই ওটা নট বা অভিনেতা কারোই আর্ট নয়—এই দুইয়ের মাঝামাঝি, নিষ্ফল। যাহোক, তাতে অভিনয় করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না।···

এই মূক-অভিনয় আমার ও মিঃ ডালির পক্ষে আদৌ লাভের হয় নি। তার জন্য মহলা দিয়েছিলাম, দু সপ্তাহ। কিন্তু অনশনে নিদারুণ কষ্টের মধ্যে আমাকে তা করতে হয়েছিল। ভাড়া দিতে পারি নি বলে বোর্ডিং থেকে ম্যানেজার আমাদের একদিন রাস্তায় বার করে দিলে। এদিকে মহলাতেও আমার মন লাগছিল না···এক সময়ে এমন হ'ল যে, অভিনয়ে আমাকে নেওয়া হবে না। শেষ পর্য্যন্ত অভিনয় করলাম।···

অভিনয়ে মিঃ ডালির আর্থিক ক্ষতি হল। জেন মে প্যারিতে ফিরে গেলেন।

এখন আমার দশা কি হবে? আবার আমি মিঃ ডালর সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁকে আমার আর্ট বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বোধ হ'ল, তিনি আমার যে-কোন রকমের প্রস্তাবের প্রতি উদাসীন।

তিনি বললেন—"আমি একটা দল পাঠাচ্ছি। তারা মিড সামার নাইটস্‌ ড্রিম অভিনয় করবে। তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তাতে পরীর দৃশ্যে নাচতে পার।"

আমার লক্ষ্য হচ্ছে নাচের মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তরের রস ও অনুভূতি প্রকাশ করা। পরীতে আমার আদৌ অনুরাগ নেই। তবুও আমি প্রস্তাবে সম্মত হলাম···এবং নিউ ইয়রকে পরীর দৃশ্যে নাচলামও। দর্শকেরা এমন মুগ্ধ হয়ে গেল যে ঘন ঘন করতালিতে আমাকে অভিনন্দন জানাতে লাগল। আমি নাচ সেরে উইংসের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম। মনে করলাম মিঃ ডালি খুশী হবেন। কিন্তু তিনি ধমক দিয়ে উঠলেন—"এটা গানের মজলিশ নয়।" নাচে লোকে হাততালি দেবে! পরের রাত্রে আমি যখন জানতে গেলাম, তখন সব আলো নিবিয়ে দেওয়া হ'ল। লোকে দেখলে ষ্টেজে সাদা মতো কি একটা উড়ে বেড়াচ্ছে। এর পর থেকে মিড সামার নাইটস ড্রিমে আমি যত বারই নেচেছি সবই অন্ধকারে।

নিউ ইয়রকে দু সপ্তাহ মিড সামার অভিনয় হবার পর দলটি বেরিয়ে পড়ল পথে, নানা জায়গায় অভিনয় করবার জন্য। আমিও তার সঙ্গে চললাম। এ সময়ে পথে পথে কষ্ট পেয়েছিলাম খুব। তবে আমার মাইনে বেড়ে সপ্তাহে হয়েছিল পঁচিশ ডলার।···

এই ভাবে এক বৎসর কেটে যায়।

আমার অন্তর দুঃখে কানায় কানায় ভরে উঠেছিল। আমার স্বপ্ন, আমার আদর্শ, আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সব বৃথা বোধ হয়েছিল। দলে আমি

কারো সঙ্গে আলাপ করতাম না। তারা আমাকে ভাবত অদ্ভুত। পটভূমির আড়ালে বসে মারকাস অরেলিয়াসের গ্রন্থ নিয়ে পাঠ করতাম। যে-বেদনা অনুভব করতাম তা দূর করবার উদ্দেশ্যে আমি নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে থাকতাম। যাহোক, এই দলে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল—সে রানী টাইটানিয়া সাজত। মেয়েটি ছিল বড় মিষ্ট ও দরদী। কিন্তু তার এক বাতিক ছিল, কেবল কমলা খেয়ে বেঁচে থাকা। মনে হয় সে এই মর জগতের জন্য সৃষ্ট হয় নি ; কারণ কয়েক বৎসর পরে শুনি সে রক্ত-শূন্যতা রোগে মারা গেছে।

আমাদের দলের সব চেয়ে বড় অভিনেত্রী ছিল, আডা রেহান। সে সত্যই ছিল বড়। কিন্তু তার দেমাক ছিল বিষম। সকলকে সে অবজ্ঞা করত ; আমাদের কারো সঙ্গে কথাই বলত না। তার ধারণা ছিল আমরা (তার মধ্যে আমিও) কিছুই নয়। সে যে কি করে এই ভুলটা করলে জানি না।...

যাই হোক ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে একদিন শিকাগো এসে পৌছলাম। আমার বাগদত্ত মিরোসকিকে, দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লাম। তখন আবার গ্রীষ্মকাল এসেছে। আমরা দু' জনে নিভৃতে বনের মধ্যে বেড়াতে আরম্ভ করলাম। বহুক্ষণ দু'জনে গল্প করে কাটাতে লাগলাম। মিরোসকির প্রতিভার প্রতি আমার অনুরাগ ক্রমে বাড়তে লাগল। তার কয়েক সপ্তাহ পরে আমি নিউ ইয়রকে ফিরে যাবার সময় তাকেও সেখানে যাবার কথা বললাম। স্থির হ'ল সেখানে আমাদের দু' জনের বিয়ে হবে।

আমার ভাই এই কথা শুনে, সৌভাগ্যবশত, খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলে যে, লণ্ডনে মিরোসকির এক স্ত্রী আছে। মা ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন ; বিচ্ছেদের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

৫

আমাদের সমগ্র পরিবার তখন নিউ ইয়রকে।...মিঃ ডালি আমাকে থিয়েটারে একটা কাজে লাগালেন। কিন্তু সে কাজে আমার মন বস্‌ল না।...সাহসে ভর করে কিছুদিন পরে আমি তা ছেড়ে দিলাম। থিয়েটারের ওপর আমার বিতৃষ্ণা জন্মেছিল। রাতের পর রাত একই কথার চর্ব্বিত চর্ব্বণ, একই অঙ্গ-ভঙ্গি, একই খেয়াল, জীবনকে দেখবার সেই একই রীতি, সমগ্র অর্থহীন আলাপ, আমার মনে বিরক্তির উদ্রেক করলে।

মিঃ ডালির সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটল; টাকারও আমাদের তখন টানাটানি। তবুও আমি নিজের খেয়ালমতো নাচ সৃষ্টি করে আমার ষ্টুডিওতে সেগুলির মহলা দিতে লাগলাম। মা আমার নাচের সঙ্গে বাজাতে লাগলেন। ষ্টুডিওটা আমরা দিনের বেলা ব্যবহার করতে পারতাম না। মা সারারাত বসে বসে আমার সঙ্গে বাজাতেন। তাঁর এত কষ্ট হ'ত; তবুও তা গ্রাহ্যই করতেন না।

একদিন আমি ষ্টুডিওতে মহলা দিচ্ছি এমন সময় হঠাৎ তার দরজাটা খুলে গেল আর সেই পথে ঢুকল এক যুবক। তার চোখ দুটি উন্মত্তের মতো বিস্ফারিত, মাথার চুলগুলি খাড়া। বেচারা ভয়ঙ্কর রোগে ভুগছিল। পরে তাতেই তার মৃত্যু হয়।

সে আমার দিকে বলতে বলতে ছুটে এল, "তুমি আমার রচিত সুরের সঙ্গে নাচছ! খবরদার! খবরদার! ওটা নাচের সুর নয়, আমার সুর! কেউ ওর সঙ্গে নাচতে পারবে না।"

আমি তার হাত ধরে টেনে নিয়ে একখানা চেয়ারে বসালাম। "এখানে বস। আমি তোমার সুরের সঙ্গে নাচব। তুমি যদি সে নাচ পছন্দ না কর, প্রতিজ্ঞা করছি, আমি ও সুরের সঙ্গে আর নাচব না।"

আমি একটি নাচ রচনা করেছিলাম—নারকিসাস্।…নারকিসাস, সেই সুন্দর গ্রীক তরুণ। স্বচ্ছ জল ছোট নদীটির তীরে সে একদিন ছিল দাঁড়িয়ে। জলে পড়েছিল তার প্রতিচ্ছবি। নিজের ছবিখানি দেখতে দেখতে সে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে নিজেকে ভালবেসে ফেলে। তার পর থেকে নিজেকে পাবার জন্য আকুল হ'য়, এবং নানা দিকে খুঁজে বেড়ায়। শেষে সে হয়ে যায় ফুল।

যে-যুবকটি সেদিন আমার ষ্টুডিওতে এসেছিল, তার নাম নেভিন। তার সামনে আমি নারকিসাসের কল্পনাকে নাচে প্রকাশ করতে লাগলাম; তারই সঙ্গে বাজতে লাগল, নেভিনের সুর। তার শেষ ধ্বনিটি মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নেভিন চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে আমার কাছে ছুটে এসে আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলে। সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল; তার দু' চোখে জল।

সে বললে—"তুমি দেবদূত…আমি যখন সুরটি রচনা করি তখন ঠিক ঐ গতি-ভঙ্গিমা দেখেছিলাম।"

তারপর আরও দুটি নাচ নাচলাম; তারই "ওফেলিয়া" এবং "জল-বালা।" সে ক্রমে ভাবে এমন অভিভূত হয়ে গেল যে, নিজেই পিয়ানোতে বসে তখনই আমার জন্য একটি সুর রচনা করলে "বসন্ত।"…

নেভিন কনসার্টের ব্যবস্থা করলে। প্রতি সন্ধ্যায় সে এসে আমার সঙ্গে মহলা দিত...প্রথম কনসার্টটি সফল হ'ল। তারপর তা আরও কিছুদিন চলল। তাতে নিউ ইয়রকে খুব সাড়া পড়ে গেল। সে সময়ে যদি কোন ভাল ম্যানেজারের সন্ধান করতাম, তাহলে যথেষ্ট লাভ হ'ত। কিন্তু আমরা তখন ছিলাম কাঁচা।

অনেক বড় ঘরের মহিলাও আমার নাচ দেখতে এসেছিলেন। তাঁরা খুশী হয়েছিলেন। তার ফলে তাঁদের অনেকের বৈঠকখানায় আমার নাচ হতে লাগল। সেই সময়ে আমি ওয়ারথৈয়মের সমগ্র কবিতা—ফিটজ্‌জে-

সহানুভূতি দেখাতে রইলাম কেবল আমি।—দুঃখে বেচারী ম্লান হয়ে গিয়েছিল। তাকে বললাম, "তোমার কনে দেখতে যাব, চল।"

সে আমাকে নিয়ে গেল একটা নির্জ্জন, নিরানন্দ বাসা-বাড়িতে। আমাকে নিয়ে সে উঠল পাঁচতলায়। সেখানে মেয়েটিকে দেখলাম…সুন্দরী, ছিপছিপে ও রুগ্ন দেখতে। তারা আমাকে জানালে জুলিয়েটের সন্তান-সম্ভাবনা।

কাজেই অগাষ্টিনকেও আমাদের দল থেকে বাদ দেওয়া হল। পরিবারের সকলে মনে করতে লাগল, সে পথের মাঝে আমাদের দল-ছাড়া হয়ে পড়েছে এবং যে মহান্ ভবিষ্যৎ আমরা খুঁজছি তার অযোগ্য।

আমার মাথায় একটা মতলব এল। যে-সব ধনী মহিলাদের বৈঠকখানায় আমি নেচেছিলাম, তাঁদের প্রত্যেকের কাছে লণ্ডনে যাবার জন্য সাহায্য চাইতে লাগলাম। কিন্তু তাঁরা কেউই মুক্ত হস্তে সাহায্য করলেন না।

এক ধনকুবেরের স্ত্রী আমাকে ভৎর্সনা করলেন।…তাঁর বাড়িতে পৌঁছে…ক্লান্তি, গ্রীষ্ম ও ক্ষুধায় অবসন্ন দেহে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লাম। মহিলাটি এতে বড় বিচলিত হয়ে পড়লেন। ঘণ্টা বাজালে জমকালো পোষাক-পরা তাঁর সুন্দর বাটলারটি এসে দাঁড়াল। তাকে তিনি এক পেয়ালা চোকোলেট ও খানকয়েক টোষ্ট আনতে বললেন।…চোকোলেট-পেয়ালায় ও টোষ্টের ওপর আমার চোখের জল ঝরে পড়ল। তবুও মহিলাটিকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলাম লণ্ডনে যাওয়া আমাদের একান্ত দরকার।

বললাম, "দেখুন আমি একদিন বিখ্যাত হব। সেদিন আপনি তৃপ্তি পাবেন যে মার্কিন প্রতিভাকে আপনি চিনতে পেরেছিলেন।"

অবশেষে সেই আঠারো কোটি টাকার অধিকারিণী আমাকে একখানা চেক লিখে দিলেন…দেড়শ টাকার। কিন্তু সেই সঙ্গে বললেন :

"তুমি যখন টাকা রোজগার করবে তখন এটা আমাকে পাঠিয়ে দিও।"

সে টাকা আমি ফেরৎ দিই নি ; গরীবদের দিয়েছিলাম।

এইভাবে নিউ ইয়রকে ধনকুবেরদের স্ত্রীদের কাছে আমি টাকা চেয়ে বেড়িয়েছিলাম। তার ফল এই হয়েছিল যে, শেষে একদিন দেখলাম, লণ্ডন-যাত্রার পাথেয়স্বরূপ আমি সংগ্রহ করেছি মোট তিন শ' ডলার। কিন্তু এই টাকা একখানা সাধারণ ষ্টীমারের সেকেণ্ড ক্লাসের ভাড়ারও উপযুক্ত নয়।...

রেমণ্ডের মাথায় একটা চমৎকার মতলব এল। সে জাহাজঘাটে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করে একখানা পশু-বওয়া জাহাজের সন্ধান পেল। জাহাজ-খানা যাচ্ছিল ইংল্যাণ্ডের হাল বন্দরে। রেমণ্ডের কাহিনী জাহাজের ক্যাপটেনের অন্তর এমন স্পর্শ করলে যে, তিনি আমাদের সেই জাহাজের যাত্রী করে নিয়ে যেতে সম্মত হলেন যদিও তাঁর জাহাজে যাত্রী নেওয়া ছিল বে-আইনী কাজ। এবং একদিন সকালে কেবল কয়েকটি হাত-ব্যাগ নিয়ে, কারণ নিউইয়রকে আমাদের সবগুলো ট্রাংক সেই হোটেলে পুড়ে গিয়েছিল, আমরা জাহাজে উঠলাম।

আমার বিশ্বাস আমাদের এই যাত্রার প্রভাবেই রেমণ্ড হয়ে পড়ে নিরামিষাশী। কারণ জাহজখানিতে ছিল কয়েক শ' পশু। আমেরিকার মিডলওয়েষ্টের প্রান্তর থেকে লণ্ডনে যাবার পথে তারা পরস্পরকে শিঙ দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত করে, অতি করুণ স্বরে ডাকতে ডাকতে দিনরাত এমন দুঃখের সৃষ্টি করে ছিল যে, তাতে আমাদের মনে গভীর রেখা পাত করে। পরে প্রকাণ্ড জাহাজে বিলাস-সজ্জায় সাজানো কেবিনে বসে সমুদ্র-যাত্রাকালে আমাদের সেইদিনকার পশু-জাহাজে সমুদ্র পার হবার এবং তখনকার হাসিঠাট্টা ও আনন্দের কথা আমি মনে মনে ভেবেছি। তখন মনে প্রশ্ন জেগেছে, নিরবছিন্ন বিলাসিতা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ঘটায় কি না। আমাদের খাদ্য ছিল, লবণ-দেওয়া গো-মাংস ও চা। তার স্বাদ ছিল খড়ের মতো। বারথ্ ছিল শক্ত, কেবিন ছিল ছোট এবং খাদ্য ছিল সামান্য, তবুও

হালের পথে সেই দু' সপ্তাহ আমরা ছিলাম সুখী। এই জাহাজে স্বনামে যেতে আমাদের লজ্জা বোধ হয়েছিল ; সেইজন্য আমরা উপাধি নিয়েছিলাম আমাদের মায়ের মায়ের—ও'গোরম্যান। আমি হয়েছিলাম, ম্যাগি ও'গোরম্যান।

জাহাজের একজন কর্ম্মচারী ছিল আইরিশ। তার সঙ্গে আমি চাঁদনী রাতগুলি কাটাতাম তার কাজের জায়গায়। সে বলত…"তুমি যদি রাজী থাক ম্যাগি ও'গোরম্যান আমি তোমার স্বামী হব।" জাহাজের ক্যাপটেনও কোন কোন রাতে হুইশকির বোতল বার করে আমাদের তপ্ত তাড়ি তৈরি করে দিতেন। তিনি লোকটি ছিলেন চমৎকার। কষ্ট সত্ত্বেও মোটের ওপর আমরা সেবার ছিলাম সুখী ; কেবল গরু-ভেড়াগুলোর করুণ ডাক ও হাম্বা ধ্বনি আমাদের নিরানন্দ করে ফেলেছিল।…

মে মাসের একটি প্রভাতে ও'গোরম্যানারা হাল-বন্দরে এসে নামল, এবং ট্রেণে চড়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই লণ্ডনে এসে পৌছল ডানকানরা। লণ্ডনে পৌছবার পর থেকে কিছুদিন আমাদের কেটেছিল বাসে চড়ে নানা জায়গা ও দ্রষ্টব্য দেখে মহানন্দে। আমাদের মনেই ছিল না যে, আমাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নয়। আমাদের মনে হ'ত যেন আমরা মার্কিন পর্য্যটক। নিশ্চিন্ত মনে সব দ্রষ্টব্য দেখে বেড়াচ্ছি, খরচ করছি, বাড়িতে বাবা আছেন, দরকার হলেই তিনি টাকা পাঠাবেন।

৭

আমরা যদি আমাদের জীবনের ছবিগুলি বায়স্কোপের মতো দেখতে পারতাম, তাহলে কি বিস্ময়ে বলে উঠতাম না নিশ্চয়ই অমন দশা আমার হয় নি? লণ্ডনের পথে সঞ্চরণশীল যে-চারটি মানুষের কথা আমার

মনে পড়ে তারা নিশ্চয়ই চার্লস ডিকেন্‌সের কল্পলোকে বর্ত্তমান ছিল এবং উপস্থিত মুহূর্ত্তে আমি তাদের অস্তিত্বে বিশ্বাসই করতে পারি না।

আমরা ছোটরা যে সেই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে আনন্দিত থাকতে পারি তা আশ্চর্য্যের কিছু নয়, কিন্তু আমার হতভাগিনী মা যিনি জীবনে এত অভাব ও দুঃখ ভোগ করেছিলেন এবং বয়সেও আর তরুণ ছিলেন না, তিনি যে কি করে সেই অবস্থা সহজভাবে নিতে পারেন, সেই দিনগুলির কথা মনে করে এখন আমার কাছে তা অসম্ভব বোধ হয়।

লণ্ডনের পথে পথে আমরা ঘুরে বেড়াতে লাগলাম—অর্থ নেই, কোন বন্ধু নেই এবং রাতের বেলা কোথাও আশ্রয় পাবার সম্ভাব্য উপায়ও নেই। দু' তিনটি হোটেলে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তারা আগাম টাকার বদলে আমাদের মোট-ঘাটের জামিন ছাড়া আশ্রয় দিতে রাজি হল না। কয়েকটা বাসা-বাড়িতেও চেষ্টা করলাম; কিন্তু সেগুলোর বাড়িওয়ালারাও নির্দয় ব্যবহার করলে। অবশেষে গ্রীনপার্কে একখানা বেঞ্চিতে আশ্রয় নিলাম, কিন্তু এক লম্বা-চওড়া কনষ্টেবল এসে আমাদের সেখান থেকেও যেতে বললে।

এই ভাবে চলল তিন দিন ও তিন রাত। আমাদের খাদ্য হল দু' তিন পেনি, এমন আশ্চর্য্য আমাদের জীবনীশক্তি। কিন্তু চতুর্থ দিন সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে মা, রেমণ্ড ও এলিজাবেথকে চুপচাপ আমার অনুসরণ করতে বলে লণ্ডনের একটি চমৎকার হোটেলে ঢুকলাম। তার রাতের দ্বারোয়ানটির ঘুম তখনও ভাল করে ছাড়ে নি। তাকে বললাম যে, আমরা সবে রাতের গাড়িতে এসে পৌছেছি, আমাদের মোট-ঘাট আসছে লিভারপুল থেকে, ইতিমধ্যে সে আমাদের থাকবার জায়গা দিক। আমাদের সকলের খাবার যেন আমাদের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

সেই দিনটি সারা বেলা আমরা খুব জমকালো বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে কাটালাম। মাঝে মাঝে আমি টেলিফোন করে নিচে দ্বারোয়ানকে

ঝাঁঝের সঙ্গে জানাতে লাগলাম, আমাদের মোট-ঘাট তখনও এসে পৌঁছল না।

বললাম, "কাপড না ছেড়ে আমাদের বাইরে যাওয়া একেবারে অসম্ভব।" এবং সে রাতে আমরা খেলাম আমাদের ঘরে।

পরদিন সকালে বুঝলাম চালাকিটা পৌঁছেচে চরমে। যে-ভাবে হোটেলে ঢুকেছিলাম ঠিক সেইভাবে গেলাম বেরিয়ে; কিন্তু এবার রাতের দ্বারোয়ানটিকে আর জাগালাম না।

আমরা পথে বার হ'লাম খুব সুস্থ হয়ে। দুঃখ-কষ্ট সইবার শক্তি তখন আমাদের ফিরে এসেছে। সেদিন সকালে আমরা চেলসিয়ায় ঘুরে বেড়ালাম এবং পুরানো গির্জ্জাটির গোরস্থানে বসে থাকতে থাকতে চোখে পড়ল পথে একখানা খবরের কাগজ পড়ে আছে। সেখানা কুড়িয়ে নিতেই আমার নজর পড়ল একটি অনুচ্ছেদে। তাতে লেখা ছিল, জনৈকা মহিলা গ্রোভেনার স্কয়ারে বাসা নিয়েছেন এবং নিমন্ত্রিতদের খুব আদর-আপ্যায়ন করেছেন। নিউ ইয়রকে এই মহিলাটির বাড়িতে আমি নেচেছিলাম। হঠাৎ আমার মনে শক্তি এল।

সকলকে বললাম—"তোমরা এখানে থাক।"

লাঞ্চ খাবার ঠিক আগে আমি একা গিয়ে পৌঁছলাম তাঁর বাড়ি। মহিলাটি বাড়িতেই ছিলেন। তিনি আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। তাঁকে বললাম, আমি লণ্ডনে মহিলাদের বৈঠকখানায় নাচছি।

তিনি বললেন, "শুক্রবার রাতে আমি ভোজের আয়োজন করছি। এটা তার সঙ্গে মানাবে। ভোজের পর তুমি নাচতে পারবে?"

আমি রাজি হলাম; এবং আভাষে জানালাম, কাজটাকে পাকা করবার জন্য আমার সামান্য কিছু আগাম চাই। তিনি খুব মহত্ত্ব দেখালেন। তখনই দশ পাউণ্ডের একখানি চেক লিখে দিলেন।

আমি সেখানা হাতে নিয়ে ছুটলাম চেলসিয়ার গোরস্থানের দিকে। গিয়ে দেখলাম, রেমণ্ড দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করছে।...

তাদের বললাম—"আমি শুক্রবারে গ্রোভেনার স্কয়ারে নাচছি; সম্ভবত যুবরাজ সেখানে উপস্থিত থাকবেন। আমাদের বরাত ফিরে গেল।"

আমি তাদের চেকখানি দেখালাম।

রেমণ্ড বললে—"এই টাকা দিয়ে আমরা একটা ষ্টুডিও ভাড়া করব। সাধারণ বাসা-বাড়ির নিচ স্ত্রীলোকগুলোর অপমান আর সহ্য করব না।"

চেলসিয়াতেই একটা ষ্টুডিও খুঁজে বার করে আগাম টাকা দিয়ে সেটা ভাড়া করলাম। সে রাতে আমরা ঘুমোলাম ষ্টুডিওতে। খালি মেঝেতেই শুলাম কিন্তু মনে হতে লাগল, আমরা বাস করছি আর্টিষ্টের মতো।...ষ্টুডিওর ভাড়া দিয়ে যে টাকা বাঁচল, তাই দিয়ে কিনলাম, টিনেভরা খাবার।...

শুক্রবারে নাচলাম—"নারকিসাস্" ও "বসন্ত সঙ্গীত।" মা পিয়ানো বাজালেন।...

এটা ছিল খাঁটি বড় ঘরের মজলিশ; আমি যে মোজা পায়ে না দিয়ে স্যানডাল পরে, স্বচ্ছ ওড়না মাথায় নাচছিলাম, তা কেউই লক্ষ্য করলে না, যদিও কয়েক বছর পরে এই নিয়ে জার্ম্মানিতে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইংরেজেরা এমন ভদ্রলোক যে, কেউ আমার মৌলিকতার সম্বন্ধেও মন্তব্য করলে না ...তবে সেদিন থেকে আমি অনেক বিখ্যাত ঘরে আমন্ত্রণ পেতে লাগলাম। একদিন হয়তো নাচতাম রাজার সামনে বা কোন বিখ্যাত মহিলার বাগানে, পরদিন আমার খাবার-সংস্থান থাকত না। কখন কখন আমাকে টাকা দেওয়া হত, বেশির ভাগ সময় কিছুই দেওয়া হ'ত না। গৃহকর্ত্রীরা বলতেন, "তুমি অমুক ডাচেসের সামনে নাচবে, তোমার নাম হয়ে যাবে।"

মনে পড়ে চ্যারিটির জন্য একদিন আমি নাচি চার ঘণ্টা ধরে। তার পুরস্কারস্বরূপ এক সম্মানিতা মহিলা আমাকে স্বহস্তে চা ঢেলে দিলেন ও ষ্ট্রবেরি খেতে দিলেন। কিন্তু আমি ক'দিন কোন শক্ত কিছু খেতে না পেয়ে এমন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম যে, সেই চা ও ষ্ট্রবেরিতে বড় পেট ব্যথা করতে লাগল। সেই সময়ে আর একজন মহিলা স্বর্ণমুদ্রার একটা প্রকাণ্ড থলে তুলে ধরে বললেন, "আমাদের অন্ধ বালিকাদের আশ্রয়ের জন্যে তুমি যে টাকশাল গড়ে তুলেছ সেটা দেখ!"

আমার মা ও আমি দুজনেই এমন আত্মাভিমানী ছিলাম যে, এই সব লোক যে অশ্রুতপূর্ব্ব নিষ্ঠুরতা দোষে দুষ্ট ছিলেন তা বলতাম না। বরং উপযুক্ত খাদ্য না খেয়ে সেই টাকা দিয়ে পোষাক কিনতাম যাতে আমাদের ফিটফাট ও স্বচ্ছল দেখায়।

নিউ ইয়রক ছাড়বার আগে আইভান মিরোসকির সঙ্গে আমার দেখা হবার পর এক বৎসর কেটে গেলে আমার শিকাগোর এক বন্ধুর কাছ থেকে একখানি চিঠি পেলাম। তাতে সে লিখেছিল, মিরোসকি স্পেনযুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে যায় এবং ফ্লোরিডার সেনা-শিবির পর্য্যন্ত পৌঁছেছিল। কিন্তু সেখানে টাইফয়েডে মারা গেছে।

চিঠিখানি আমাকে গভীর আঘাত দিল। এই চিঠিতে মিরোসকির স্ত্রীর লণ্ডনের ঠিকানাও ছিল। আমি তাঁর সঙ্গে একদিন দেখা করলাম এবং মিরোসকিকে মনে করে দুজনেই গভীর দুঃখে অনেকক্ষণ কাঁদলাম··· মহিলাটি ছিলেন আমার চেয়ে অনেক বড়; দেখলাম, তাঁর মাথার সব চুল পেকে গেছে। তিনি প্রতীক্ষা করছিলেন, মিরোসকি কবে তাঁকে টাকা পাঠাবে। তিনি সেই টাকা নিয়ে আমেরিকায় মিরোসকির কাছে যাবেন। কিন্তু মিরোসকি তাঁকে আর টাকা পাঠাল না।···

চেলশিয়াতে আমাদের ষ্টুডিও ভাড়া নেবার পর প্রথম মাস কেটে গেল। আবহাওয়া খুব গরম হয়ে উঠেছে। আমরা কেনিংষ্টনে একটা সাজানো ষ্টুডিও ভাড়া নিলাম। কিন্তু হঠাৎ জুলাইয়ের শেষে অবকাশ পড়ে গেল। সামনে অগাষ্ট মাস, আমাদের কাছে টাকাকড়ি কিছু নেই বললেই চলে। সমস্ত অগাষ্ট মাসটা আমাদের কাটল ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও কেনিংসটন লাইব্রেরির মধ্যে। এই ছুটির দূরত্ব অনেকটা। আমরা হেঁটেই যাওয়া-আসা করতাম।...

সেপটেম্বর এল। এলিজাবেথের সঙ্গে নিউইয়রকে আমাদের প্রাক্তন ছাত্রীদের মায়েদের চিঠিপত্র চলছিল। তাঁদের মধ্যে একজন জাহাজ-ভাড়ার জন্য তাকে একখানি চেক পাঠালেন। সে স্থির করলে, আমেরিকায় ফিরে গিয়ে কিছু টাকা রোজগার করতেই হবে।

সে বললে, "কারণ যদি আমি টাকার সংস্থান করি তোমাদের কিছু পাঠাতে পারব। আর যেই তুমি বিখ্যাত হবে, অনেক টাকা-কড়ি রোজগার করবে, আমি আবার তোমার কাছে আসব।"

মনে পড়ে, তার জন্য কেনিংসটনে একটা দোকানে গিয়ে একটা গরম ট্র্যাভলিং কোট কিনে তাকে জাহাজে তুলে দিয়ে আমরা তিনজন ভারাক্রান্ত অন্তরে ষ্টুডিওতে ফিরে এলাম। তারপর কিছুদিন অমাদের কাটল বড় নিরানন্দে।

এলিজাবেথ ছিল হাশিখুশী ভরা ও কোমল। সামনে হিমশীতল ও নিরানন্দ অক্টোবর মাস। লণ্ডনের কুয়াশার আমেজ আমরা পেলাম সেই প্রথম; সামান্য খাদ্যের ফলে আমরা সম্ভবত হয়ে পড়েছিলাম, রক্তহীন। এমন কি বৃটিশ মিউজিয়ামেও আর মোহিনী ছিল না। আমরা কতদিন কম্বল জড়িয়ে ঘরে বসে দাবা খেলেছি।...

অতীতের সেই দিনগুলির দিকে তাকিয়ে যেমন আমাদের অসাধারণ সজীবতায় বিস্মিত হই তেমনি আমরা একেবারে দমে গিয়াছিলাম

সে কথা ভেবেও আশ্চর্য্য হয়ে যাই। বাস্তবিক এমন সব দিন এসেছিল যখন সকালে আমাদের উঠতেই সাহস হত না, আমরা সারা দিন ঘুমোতাম।

অবশেষে এলিজাবেথের কাছ থেকে চিঠি এল; তার সঙ্গে এল টাকা। সে নিউইয়রকে পৌঁছে তার স্কুল খুলেছিল; চলছে বেশ। আমরা এতে উৎসাহিত হলাম। এদিকে আমাদের ষ্টুডিওর ভাড়ার মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছিল; আমরা কেনিংসটন স্কয়ারে একটা আসবাব-পত্রে সাজানো ছোট বাড়ি ভাড়া নিলাম। তার ফলে স্কয়ারের বাগানে যাবার অধিকারও পেলাম।

একরাত্রে রেমণ্ড ও আমি যখন বাগানে নাচছিলাম তখন এক অপরূপ রূপবতী নারী কালো রঙের বড় একটি টুপি মাথায় এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই মর্ত্ত্যের কোথা থেকে তোমরা এসেছ?"

উত্তর দিলাম, "আদৌ মর্ত্ত্য থেকে নয়, চাঁদ থেকে।"

তিনি বললেন, "মর্ত্ত্য থেকে হোক বা চাঁদ থেকেই হোক তোমরা বড় শিষ্ট? আমার বাড়ি গিয়ে আমার সঙ্গে তোমরা দেখা করবে না?"

তাঁর সঙ্গে কেনিংসটন স্কয়ারে তাঁর সুন্দর বাড়িখানিতে গেলাম; সেখানে দেখলাম তাঁর ঘরে বারণ জোনস্, রসেটি ও উইলিয়াম মরিসের আঁকা চমৎকার ছবিগুলিতে তাঁরই প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হচ্ছে।

তিনি পিয়ানোয় বসে আমাদের বাজনা শোনাতে লাগলেন এবং প্রাচীন কালের ইংরেজী গান গাইলেন ও কবিতা আবৃত্তি করলেন; অবশেষে আমি তাঁকে নাচ দেখালাম।...

তিনি আমাদের সকলকে তাঁর ভালবাসায় মুগ্ধ হতে বাধ্য করলেন; আর, সেই পরিচয় আমাদের সকলকে বিষাদ ও নিরুৎসাহ থেকে রক্ষা করলে এবং তখন থেকে আমাদের ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত।...

খোলা আগুন, রুটি ও মাখনের স্যানডুইচ, খুব কড়া চা, বাইরে হলদে কুয়াশা এবং ভেতরে সুশিক্ষিত ইংরেজের একটানা মার্জ্জিত কণ্ঠস্বরে এমন

একটা কিছু আছে যা লণ্ডনকে খুবই আকর্ষণের বস্তু করে তোলে···সেই মুহূর্ত্ত থেকে আমি লণ্ডনকে ভালবাসতে শুরু করি···সেই বাড়িখানির স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা ও সুরুচির মাঝে নিজেকে মনে হতে লাগল যেন আমার যা আসল পরিবেষ্টনী তা আমি খুঁজে পেয়েছি। বাড়িখানিতে যে সুন্দর লাইব্রেরিটি ছিল তার প্রতি আমি অত্যন্ত আকৃষ্ট হলাম।

এই মহিলাটি হচ্ছেন, মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেল। তাঁর সুপারিশে মিসেস জর্জ উইনডহ্যামের সঙ্গে আমার পরিচয় হ'ল। তাঁরই বাড়িতে আমি ইংরেজী সন্ধ্যার স্বাদ লাভ করি।···

তাঁর বৈঠকখানায় তিনি এক দিন সন্ধ্যায় নাচের আয়োজন করলেন। লণ্ডনের প্রায় সমগ্র শিল্পী ও সাহিত্যিক সমাজ তাতে উপস্থিত হয়েছিলেন। এইখানে একটি লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার জীবনে গভীর ছাপ ফেলেছিলেন। তাঁর বয়স তখন হবে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর···তিনি চার্লস হ্যালি, বিখ্যাত পিয়ানো বাদকের ছেলে। তাঁর চেহারাটি ছিল সুন্দর ও সুমিষ্ট। খুবই আশ্চর্য্যের যে, সে সময়ে যে-সব যুবকদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হত, তারা সকলেই আমার অনুরাগ লাভ করবার জন্য উদগ্রীব ছিল, তাদের কেউ-ই আমাকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। বস্তুত তারা যে আছে সেদিকে আমি লক্ষ্যই করতাম না ; কিন্তু আমি মুহূর্ত্তে এই পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক লোকটির প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়ি।

তাঁর সঙ্গে প্রাগ্ র‍্যাফেল চিত্রশিল্পীদের পরিচয় ছিল ; টেনিসন প্রভৃতির সঙ্গেও তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল···সে সময়ে চার্লস হ্যালি নিউ গ্যালারির ডিরেকটার ছিলেন। সেখানে একালের চিত্র-শিল্পীরা তাঁদের চিত্রের প্রদর্শনী করতেন। হ্যালির গ্যালারিটি ছিল চমৎকার। তার মাঝখানে ছিল একটি আঙিনা ও একটি ফোয়ারা···হ্যালি সেইখানে একদিন আমার নাচের আয়োজন করলেন। সেদিন লণ্ডনের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি সেখানে

উপস্থিত ছিলেন। আমি মাঝ আঙিনায়, ফোয়ারাটির চারধারে, নানা রকমের দুষ্প্রাপ্য গাছপালা ও পাম শ্রেণীর কোলে নাচলাম···সংবাদ-পত্রে আমার সুখ্যাতি চারধারে ছড়িয়ে পড়ল ; অনেক বিখ্যাত লোক আমাকে চায়ের বা খাবার নিমন্ত্রণ করতে লাগলেন। হ্যালি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। এবং স্বল্পকালের জন্য আমাদের ভাগ্যদেবী মুখ তুলে তাকালেন।

একদিন শেষবেলার দিকে এক মহিলার বাড়িতে অনেক অতিথি সমাগম হ'ল। তাতে প্রিন্স অফ ওয়েলস্—পরে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড—এলেন। তিনি আমাকে বললেন "গেনস্‌বরোর সৌন্দর্য্য"। তাতে লণ্ডনের সমাজে আমাকে নিয়ে সাড়া পড়ে গেল।

আমাদের অবস্থা গেল ফিরে।···আমি ওয়ারউইককে একটা বড় ষ্টুডিও ভাড়া নিলাম। সেখানে আমার কাজে সারা দিন কাটতে লাগলো। ন্যাশনাল গ্যালারিতে ইটালীয় আর্ট দেখে আমি তার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলাম। সেটাই আমি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু আমার মনে হয়, এ সময়ে বারন জোনস ও রসেটির প্রভাবই ছিল আমার ওপর প্রবল।

সেই সময়ে আমার জীবনের মাঝে এসে পড়ে ছিল এক তরুণ কবি। তার কণ্ঠস্বর ছিল কোমল, চোখ দুটি ছিল স্বপ্নমাখা। সে সবে মাত্র বেরিয়েছিল অকস্‌ফোর্ড থেকে। সে ছিল ষ্টুয়ার্ট রাজবংশোদ্ভূত ; নাম ডগলাস এনস্‌লাই। প্রতি সন্ধ্যায় সে আসত আমার ষ্টুডিওতে বগলে দু' তিন খানি কবিতার বই নিয়ে এবং আমাকে পড়ে শোনাত সুইন বারন, কীটস, ব্রাউনিং ও রসেটির কবিতা। সে উচ্চৈঃস্বরে পড়তে ভালবাসত, আমিও তার পড়া শুনতে ভালবাসতাম···মাও সেখানে থাকতেন। তিনি কবিতা ভাল বাসলেও তার পড়ার ধরনকে পছন্দ করতেন না ; উইলিয়ম মরিসের কবিতা পড়া শুরু

হলেই তাঁর চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসত। তখন সেই তরুণ কবি আমার দিকে ধীরে নত হয়ে আমার গালে লঘু চুম্বন দিত।

তার সঙ্গে বন্ধুত্বে আমি অত্যন্ত খুশী হয়ে ছিলাম। এনসলাই ও হ্যালি এই দুজনের মাঝে আমি আর কাউকেই চাইতাম না। সাধারণত যুবকদের প্রতি আমার অত্যন্ত বিরাগ ছিল…তাদের অনেকে আমার সঙ্গে আলাপ করতে পারলে বা আমাকে নিয়ে বেড়াতে গেলে খুশী হ'ত বটে কিন্তু আমি এমন এক উঁচু ঠাট ধরে থাকতাম যে, তারা আমার কাছে ঘেঁসতে সাহস করত না।

চার্লস হ্যালি বাস করতেন একখানি পুরানো ছোট বাড়িতে। তাঁর এক বোনও থাকেতেন তাঁর সঙ্গে। এই মহিলাটির স্বভাব ছিল অত্যন্ত মধুর। তাঁরা আমাকে মাঝে মাঝে খাবার নিমন্ত্রণ করতেন। এই-খানেই আমি প্রথম দেখি সুবিখ্যাত অভিনেতা হেনরি আরভিং ও এলেন টেরিকে। আরভিংকে আমি দেখেছিলাম 'দি বেলস' অভিনয়ে। তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্য আমাকে এমন উৎসাহিত ও মুগ্ধ করেছিল যে আমি কয়েক সপ্তাহ কাটিয়েছিলাম তারই প্রভাবে; চোখে আমার ঘুম ছিল না। আর এলেন টেরি তখন এবং পরেও ছিলেন আমার জীবনের আদর্শ। যে আরভিংকে কখন দেখে নি সে বুঝতেই পারবে না তাঁর অভিনয়ের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্য ও মহনীয়তা।…

সে সময়ে এলেন টেরি ঐশ্বর্য্যময়ী নারীত্বে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন; তিনি আর সেই তন্বী তরুণী ছিলেন না যিনি শিল্পী ওয়াটসের চিত্তকে মুগ্ধ করেছিলেন। তাঁর বক্ষঃস্থল তখন হয়ে উঠেছিল নিবিড়, নিতম্ব পরিপূর্ণ ও স্থূল—সমস্ত মিলিয়ে ঐশ্বর্য্যময়ী—এখনকার দিনের আদর্শ থেকে অনেক পৃথক। এখনকার দর্শকেরা যদি এলেন টেরিকে তাঁর জীবনের পরিপূর্ণতার মাঝে দেখতেন তা হলে কি করে কৃশাঙ্গী হওয়া যায় সে বিষয়ে নানা পরামর্শ দিতেন। আর আমি সাহসে ভর করে বলছি আমাদের এখনকার

অভিনেত্রীরা কি করে তরুণী ও কৃশাঙ্গী দেখায় তিনি যদি সেই চেষ্টায় তাঁর সময় কাটাতেন তাহলে তাঁর মহান প্রকাশভঙ্গিমা ক্ষুণ্ণ হ'ত। তাঁকে ক্ষুদ্র বা কৃশ দেখাত না; তিনি নিঃসন্দেহে ছিলেন নারীত্বের চমৎকার নিদর্শন।

এই ভাবে আমি লণ্ডনের সেরা মনীষী ও শিল্পীদের সংস্পর্শে এসে ছিলাম।

সারাদিন আমি ষ্টুডিওতে কাজ করতাম। সন্ধ্যার দিকে হয় সেই তরুণ কবি আমাকে কবিতা পড়ে শোনাতো অথবা চার্লস হ্যালে আমাকে নিয়ে বেড়াতে যেতেন, কিম্বা আমি তাঁর সামনে নাচতাম। তাঁরা দু জনে কেউ কাউকে সহ্য করতে পারতেন না; তাঁরা কখন এক সঙ্গে আসতেন না। কবি বলত যে সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না, আমি কি করে সেই বৃদ্ধের সঙ্গে এতখানি সময় কাটাতে পারি; আর শিল্পী বলতেন যে, তিনি বুঝতে পারেন না, কোন বুদ্ধিমতী মেয়ে কি করে সেই ডেঁপো ছোকরাটার সঙ্গে মিশতে পারে। কিন্তু তাঁদের দুজনের সঙ্গে বন্ধুত্বেই আমি খুব খুশী ছিলাম; আর বস্তুত বলতে পারি না তাঁদের মধ্যে কার প্রণয়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম বেশি।

এই ভাবে শীত কেটে গেল।...

সর্ব্বদাই আমাদের আয়-ব্যয়ের মধ্যে সমতা না থাকলেও সে-সময়টা ছিল শান্তির। কিন্তু এই শান্ত আবহাওয়া রেমণ্ড করে তুলেছিল অশান্ত।

সে প্যারিতে চলে গেল এবং বসন্তকালে আমাদের টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম করতে লাগল, চলে এস। কাজেই মা ও আমি একদিন জিনিষ-পত্র বাঁধা-ছাঁদা করে ইংলিশ চ্যানেলের জাহাজে চড়ে বসলাম।

লণ্ডনের কুয়াশা ছেড়ে এক বসন্ত প্রভাতে এসে পৌছলাম শেরবুর্গে। ফ্রান্সকে আমাদের মনে হতে লাগল, একখানি বাগানের মতো। আমাদের গাড়ির তৃতীয় শ্রেণীর জানালা দিয়ে সারা পথ আমরা মুখ বাড়িয়ে রইলাম।

রেমণ্ড আমাদের নিতে এসেছিল ষ্টেশনে। সে মাথায় বড় বড় চুল রেখেছিল, জামার কলার দিয়েছিল নামিয়ে, আর টাইটাকে দিয়ে ছিল আলগা করে। তার এই পরিবর্ত্তনে আমরা কতকটা অবাক হয়ে গেলাম; কিন্তু সে বললে, এটি হচ্ছে লাটিন অঞ্চলের ফ্যাসান। সে বাসা নিয়েছিল সেখানে। সে আমাদের তার বাসায় নিয়ে গেল। সেখানে কিছু খেয়ে আমরা বার হলাম, ষ্টুডিওর সন্ধানে।

রেমণ্ড মাত্র দুটি ফরাসী শব্দ জানত। সেই দুটি সম্বল করে আমরা পথ দিয়ে চলতে লাগলাম। তাতে বেশ একটু অসুবিধাও ভোগ করতে হল। অবশেষে সন্ধ্যার সময় একটা আঙ্গিনায় একটি সাজানো ষ্টুডিও পেলাম···ভাড়াও খুব সস্তা। আমরা বুঝতে পারিলাম না সেটা এত সস্তা কেন কিন্তু রাত্রে তার কারণ জানতে পারলাম। রাতের বেলা আমরা ঘুমোবার জন্য সবে শুয়েছি এমন সময় প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ষ্টুডিওটা কেঁপে উঠল এবং বোধ হ'ল, সব কিছু শূন্যে লাফ দিয়ে উঠে মাটিতে সমান হয়ে পড়ে গেল।

ব্যাপার কি জানবার জন্য রেমণ্ড নিচে গিয়ে দেখে আমরা রয়েছি একটা ছাপাখানার ওপর। এই জন্যই ষ্টুডিওটার ভাড়া এত সস্তা। এতে আমরা কতকটা দমে গেলাম, কিন্তু সে সময়ে পঞ্চাশ ফ্র্যাংক আমাদের কাছে অনেক। তাই বললাম, শব্দটা সমুদ্র-গর্জ্জনের মতো; মনে করা যাক, আমরা সমুদ্রের ধারে আছি। আমরা এখানে খুব সস্তায় খাওয়া-দাওয়া সারতে লাগলাম।···

রেমণ্ড এখন আমাদের নিয়ে পড়ল।···আমরা সকলে রোজ ভোর পাঁচটায় উঠে লুক্সেমবুর্গের বাগানে নাচতাম; তারপর সারা প্যারিতে মাইলের পর মাইল হেঁটে বেড়াতাম এবং লুভারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতাম। গ্রীক ভাসের ছবি-ভরা রেমণ্ডের একটা পোরটফলিও ছিল। লুভারের মিউজিয়ামে যে-ঘরে গ্রীক ভাস ছিল সেই ঘরে আমরা অনেকক্ষণ

কাটাতাম। তার ফলে সেখানকার রক্ষক আমাদের সন্দেহ করত। আমি একদিন হাত-পা নেড়ে ইসারায় তাকে বুঝিয়ে দিলাম, আমরা সেখানে এসেছি নাচতে। তাতে সে বুঝল, তাকে বোঝা-পড়া করতে হবে কয়েক-জন নির্দ্দোষ পাগলের সঙ্গে; কাজেই আমাদের আর কিছু বললে না।

দিনের পর দিন আমরা যেতাম লুভারে; মিউজিয়ামটি বন্ধ হবার সময় রক্ষক আমাদের সেখান থেকে এক রকম জোর করেই বার করে দিত। প্যারিতে আমাদের টাকা-কড়ি ছিল না, কোন বন্ধুও ছিল না, কিন্তু আমরা কিছুরই প্রত্যাশী ছিলাম না। লুভার ছিল আমাদের স্বর্গ···বন্ধ হলে আমরা সন্ধ্যার ম্লান ছায়ায় হেঁটে ষ্টুডিওতে ফিরে যেতাম; তুইলরি বাগানে মূর্ত্তিগুলির সম্মুখে কিছুক্ষণ ঘোরা-ফেরা করতাম। তারপর সাদা বীন, স্যালাড ও লাল সুরায় ক্ষুধা দূর করে নিজেদের সুখী মনে করতাম।

রেমণ্ড চমৎকার পেনসিল-ড্রইং করতে পারত। সে লুভারের সমস্ত গ্রীক ভাসের ছবি তার পোরটফোলিওতে এঁকে নিয়েছিল। কিন্তু কতকগুলো শিলহুট, পরে এগুলো ছাপা হয়েছিল, আদৌ গ্রীক ভাস থেকে নেওয়া হয় নি। সেগুলো আমারই ছবি—আমি···নাচছিলাম রেমণ্ড তার ফটো তুলে এঁকে গ্রীক ভাস থেকে নেওয়া বলে চালিয়ে দেয়।···

বসন্তকাল গ্রীষ্মে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল। ১৯০০ সালের বিখ্যাত চিত্র-প্রদর্শনী শুরু হ'ল। এমনই সময়ে এক প্রভাতে আমাদের ষ্টুডিওতে এলেন চার্লস হ্যালি। আমার আনন্দ হল, কিন্তু রেমণ্ডের অসুবিধা ঘটল। তিনি এসেছিলেন প্রদর্শনী দেখতে; তারপর থেকে আমি হলাম তাঁর নিত্য সঙ্গী। তাঁর চেয়ে চমৎকার বা বুদ্ধিমান প্রদর্শক আমিও আর পেলাম না। সারা দিন আমরা প্রদর্শনীর মধ্যে ঘুড়ে বেড়াতাম এবং সন্ধ্যায় ইফেল টাওয়ারে উঠে খেতাম।

রবিবারে আমরা ট্রেনে চড়ে যেতাম গ্রামে ভার্সাইয়ের বাগানে বা সেনট জারমাঁর বনে বেড়াতে। আমি বনে নাচতাম আর তিনি আমার

রেখাচিত্র আঁকতেন। এই ভাবে গ্রীষ্ম কেটে গেল অবশ্য আমার মা ও রেমণ্ডের পক্ষে সময়টা তেমন সুখের ছিল না।

১৯০০ সালের সেই প্রদর্শনীটির একটি ছাপ আমার মনে রয়ে গেছে। তা হচ্ছে বিষাদ-জাগানো বিখ্যাত জাপানী নর্ত্তকী সাদি ইয়াক্কার নাচ। রাতের পর রাত হ্যালি ও আমি এই শ্রেষ্ঠ শিল্পীর বিস্ময়কর কলাচাতুর্য্যে চমৎকৃত হয়েছি।

আর একটি, তার চেয়েও বড়, হচ্ছে "রোদাঁ প্যাভিলনের" স্মৃতি। এখানে সেই প্রথমবার জনসাধারণকে দেখানো হয় অতুলনীয় ভাস্করটির সমগ্র ভাস্কর-শিল্প। আমি প্রথমে যখন প্যাভিলনে ঢুকি তখন ভয়ে, বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় সেই ওস্তাদের শিল্প-সৃষ্টির সম্মুখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। অনুভব করি যেন নূতন জগতে এসেছি।...

শরৎকাল এল। চার্লস হ্যালিকে লণ্ডনে ফিরে যেতে হ'ল। কিন্তু যাবার আগে তাঁর ভাগিনেয় চার্লস নুফ্লার্ডের সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিয়ে তাকে তিনি বললেন—"আমি ইসাডোরাকে তোমার তত্ত্বাবধানে রেখে যাচ্ছি।"

নুফ্লার্ড ছিল পঁচিশ বৎসর বয়স্ক তরুণ। সে এই মার্কিন বালিকাটির সারল্যে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফরাসী আর্টে আমার শিক্ষা সমাপ্ত করতে সে লেগে গেল।...

আমাদের আগেকার ষ্টুডিওটা ছেড়ে দিয়ে আমরা অন্য জায়গায় একটা বড় ষ্টুডিও নিয়েছিলাম। এই ষ্টুডিওটা রেমণ্ড সাজিয়ে ছিল সব চেয়ে মৌলিক ভাবে। টিনের পাত গোল করে মুড়ে সেগুলোকে গ্যাসের জেটের সঙ্গে লাগিয়ে দিয়েছিল। সেগুলোর ভেতর দিয়ে গ্যাস বার হয়ে প্রাচীন রোমক মশালের মতো জ্বলত। তার ফলে আমাদের গ্যাসের বিলও গিয়েছিল যথেষ্ট বেড়ে।

এই ষ্টুডিওতে মা আবার তাঁর সঙ্গীতকে জাগিয়ে তুললেন; এবং আমাদের শৈশবের দিনগুলির মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিয়ে যেতেন শোঁপ্যা,

শুমান ও বীটোফেনের সুর। আমাদের ষ্টুডিওতে কোন শোবার ঘর বা স্নানাদির ঘরও ছিল না। রেমণ্ড দেওয়ালের গায়ে গ্রীক-থাম এঁকে দিলে। আমাদের কয়েকটা কারুকার্য্য-করা সিন্ধুক ছিল। সেগুলোর ভেতর আমরা লেপ-তোষক রাখতাম। রাতে লেপ-তোষকগুলো বার করে পেতে শুতাম। এই সময়ে রেমণ্ড তার বিখ্যাত স্যানডাল উদ্ভাবন করে। সে একদিন আবিষ্কার করে বসে সব রকমের জুতোই বিশ্রী! তার ঝোঁক ছিল উদ্ভাবন করবার দিকে। সে রাতের তিন ভাগ কাটাতো তার উদ্ভাবন নিয়ে; ঘরের ভেতর ঠুক্‌ঠাক্‌, ঢক্ ঢক্ শব্দ হচ্ছে আর মা ও আমি তার মধ্যেই কোন রকমে ঘুমোচ্ছি।

আমাদের ষ্টুডিওতে মুফ্লারড প্রতিদিন আসত। সে দুটি যুবকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করে দিয়েছিল। তাদের একজন ছিল বিখ্যাত ভাস্কর মারসোর ছেলে। আর একজনের নাম ছিল আঁদ্রে বোনিয়া। মারসো তার বাবার ষ্টুডিওতে আমার নাচের ব্যবস্থা করেছিল। তার মায়ের চেষ্টায় একদিন আমি প্যারির শিল্প-রসিক ও মনীষীদের সামনে নাচলাম।···

মুফ্লারড, মারসো ও বোনিয়া—এই তিনজন যুবকের মধ্যে আমি ভালবেসেছিলাম বোনিয়াকে যদিও মুফ্লারড ও মারসো ছিল সুশ্রী। বোনিয়ার মুখখানি ছিল গোল, পাংশু; সে চষমা পরত। কিন্তু তার মনটি ছিল অতুলনীয়। যদিও লোকে আমার মস্তিষ্কের প্রণয়-কাহিনীতে বিশ্বাস করবে না—তার সংখ্যাও অনেক—তবুও সেগুলো হৃদয়ের প্রণয়-কাহিনীর চেয়ে কম রসাল নয়।

গ্রীসের গৌরবময় যুগে যেমন ছিল এথেনস আমাদের কালে সমগ্র জগতে তেমনই মহীয়ান হচ্ছে প্যারি নগরী।

রেমণ্ড ও আমি প্যারিতে বহুদূর বেড়াতে যেতাম। একদিন বেড়াতে বেড়াতে আমরা গিয়ে পড়লাম, ট্রোকাডেরাতে। একখানি পোষ্টারে

আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। দেখলাম, তাতে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, সেদিন বিকালে মুনে স্থলি সোফোক্লিসের 'ইডিপাস রেক্সে' অভিনয় করবেন। সে সময়ে মুনে স্থলির নাম আমাদের জানা ছিল না; কিন্তু আমাদের অভিনয়টি দেখবার ইচ্ছা হ'ল। পোষ্টারের তলায় প্রবেশ-মূল্যের দিকে তাকিয়ে আমাদের পকেটে যা ছিল তার হিসেব করলাম। আমাদের কাছে ছিল, ঠিক তিন ফ্র্যাংক; এবং ওপরে বসবার জায়গার সব চেয়ে কম মূল্য হচ্ছে পঁচাত্তর সেনটিম। তার মানে আমাদের সেদিন অভুক্ত থাকতে হবে; কিন্তু আমরা ডায়াসের পিছন দিকে দাঁড়াবার জায়গায় উঠে গেলাম।...

ট্রোকাডেরোর ষ্টেজে কোন যবনিকা ছিল না। আজকালকার কতক লোকে যাকে বলে গ্রীক আর্ট, দৃশ্যপট অঙ্কিত হয়েছিল তারই অক্ষম অনুকরণে। ষ্টেজে কোরাস্ এসে দাঁড়াল। পোষাকসম্বন্ধে যে-সব বই আছে সেগুলোতে গ্রীক পোযাকের যে বর্ণনা আছে তাদের গায়ে সেই পোষাক; কিন্তু পোষাকটি পরা হয়ে ছিল বিশ্রী করে। সঙ্গীতও সাধারণ; প্রাণহীন সুমিষ্ট স্বর, অর্কেষ্ট্রা থেকে আমাদের দিকে ভেসে আসতে লাগল।

রেমণ্ড ও আমি দৃষ্টি বিনিময় করলাম। বোধ হল সেদিন নিজেদের অভুক্ত রেখে আমরা যে-ত্যাগ স্বীকার করেছি তা বৃথা হয়েছে। এমন সময়ে বাঁ দিকের বারান্দা—সেটা হয়েছিল প্রাসাদ—থেকে বেরিয়ে এল একটি মূর্ত্তি।...

তার কণ্ঠস্বরের প্রথম ধ্বনিতে আমাদের মনে যে-ভাবের উদয় হল তা আমি কি করে বর্ণনা করব? আমার সন্দেহ হয়, তেমন কণ্ঠস্বর প্রাচীন কালের বিখ্যাত দিনগুলিতে, গ্রীসের ঐশ্বর্য্যময় যুগে, ডাইওনিসীয় থিয়েটারে অথবা সোফোক্লিসের গৌরবময় ক্ষণে রোমে বা আর কোন দেশে, কোন কালে ছিল। এবং সেই মুহূর্ত্ত থেকে মুনে স্থলির মূর্ত্তি ও মুনে স্থলির কণ্ঠস্বর, সমস্ত ভাষা, সমস্ত আর্ট ও সমস্ত নৃত্যকে

পরিবেষ্টন করে ক্রমেই বাড়তে বাড়তে আয়তনে এমন বিশাল, স্থূলতায় এমন গম্ভীর হয়ে গেল যে, সারা ট্রোকাডেরো, ওপর-নিচ, এই আর্টের বিরাটপুরুষের পক্ষে বোধ হতে লাগল অতি ক্ষুদ্র।

রেমণ্ড ও আমি রুদ্ধনিশ্বাসে রইলাম। আমরা হয়ে গেলাম পাংশু; দেহ-মন অবসন্ন। আমাদের চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল। প্রথম অঙ্ক শেষ হলে আনন্দের বিকারে আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলাম।...

দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হল; সেই মহান শোকাবহ গাথা আমাদের সম্মুখে আপনাকে বিকাশ করতে লাগল। বিজয়ী রাজার আত্ম-প্রত্যয়ে দেখা দিল প্রথম সন্দেহ, প্রথম চঞ্চলতা; তিনি সর্ব্বস্বের বিনিময়ে সত্যটি জানবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যাকুল হলেন; তারপর এল চরম মুহূর্ত্ত। মুনে-স্থলি নাচতে লাগলেন। এইখানে আমার যা সদাই মনে হয়েছে— মস্ত এক বীর নৃত্য করছে।

আবার একটি গর্ভাঙ্ক। আমি রেমণ্ডের দিকে তাকালাম। তার মুখখানি বিবর্ণ, চোখ দুটি জ্বলছে; আমরা টলতে লাগলাম। তৃতীয় অঙ্ক। আমরা তা বর্ণনা করতে পারব না। কেবল যারা সেটা দেখেছে, শ্রেষ্ঠ-শিল্পী মুনে স্থলিকে দেখেছে, তারাই বুঝতে পারবে, আমরা কি অনুভব করেছিলাম।...শেষ দৃশ্যে ট্রোকাডেরোর বিশাল জনতা, ছ-হাজার লোক, রুদ্ধ আবেগে কাঁদতে লাগল।...

রেমণ্ড ও আমি সিঁড়ি দিয়ে এত আস্তে ও অনিচ্ছায় নামছিলাম যে, দ্বারোয়ানকে আমাদের বার করে দিতে হল। তখন উপলব্ধি করলাম, আমার কাছে আর্টের মহান্ মর্ম্ম-বিকাশ ঘটল। তখন থেকে পথ আমি চিনে নিয়েছি। অনুপ্রেরণায় নেশাতুরের মতো আমরা পথ দিয়ে চলতে লাগলাম। এবং তারপর অনেক দিন আমরা এই দৃশ্যের প্রভাবাধীন হয়ে দিন কাটালাম। তখন আমি স্বপ্নেও ভাবি নি যে, একদিন ঐ ষ্টেজেই আমাকে মুনে স্থলির সঙ্গে দাঁড়াতে হবে!

* * * *

প্রদর্শনীতে রোদাঁর ভাস্কর্য্য দেখবার পর থেকে তাঁর প্রতিভার গূঢ় কথাটি আমার মনে নিয়ত ঘোরা-ফেরা করত। একদিন আমি তাঁর ষ্টুডিওতে গেলাম।...

রোদাঁ ছিলেন খর্ব্বাকার, চতুষ্কোণ, বলিষ্ঠ পুরুষ ; তাঁর মাথার চুলগুলো ছিল খুব ছোট করে ছাঁটা, মুখে প্রচুর দাড়ি। তাঁর সৃষ্টিগুলি তিনি আমাকে দেখালেন অতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সারল্যের সঙ্গে। সময়ে সময়ে তিনি মর্ম্মর মূর্ত্তিগুলির নাম অস্ফুট স্বরে বলতে লাগলেন, কিন্তু মনে হল নামের কোন মূল্যই তাঁর কাছে নেই। তিনি সেগুলোর গায়ে হাত বুলিয়ে সোহাগ করতে লাগলেন। আমার মনে পড়ে, তখন আমি ভেবেছিলাম, তাঁর হাতে পাথর গলা-সীসের মতো বয়ে যায়। পরিশেষে তিনি একটু কাদা নিয়ে দু' হাতের তালুর মাঝে রেখে চাপ দিলেন। সেই সঙ্গে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন। জ্বলন্ত চুল্লির মতো তার মধ্য থেকে তাপ বেরিয়ে আসতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তিনি গড়ে তুললেন, এক নারীর বক্ষঃস্থল, যা তাঁর অঙ্গুলিতে স্পন্দিত হতে লাগল।

তিনি আমার হাত ধরে বাইরে এসে একখানি গাড়ি ভাড়া করে আমার ষ্টুডিওতে এলেন। আমি তাড়াতাড়ি পোষাক ছেড়ে আমার টিউনিক পরে তাঁর সামনে নাচতে লাগলাম।...

তারপর নাচ থামিয়ে তাঁর কাছে আমার নূতন নাচের মত ব্যাখ্যা আরম্ভ করলাম কিন্তু অবিলম্বে জানতে পারলাম তিনি আমার কথা শুনছেন না। তিনি আমার দিকে নিমীলিত নেত্রে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখ দুটি জ্বলছে! তারপর তাঁর শিল্প-সৃষ্টির আগে মুখে যে-ভাব ফুটে ওঠে সেই ভাব নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন।

তিনি আমার ঘাড়ে, বুকে হাত বুলালেন ; তারপর আমার নিতম্ব, পা ও পায়ের পাতার ওপর দিয়ে হাত বুলিয়ে গেলেন। তিনি আমার সারা

দেহখানি ছানতে লাগলেন যেন তা কাদা দিয়ে তৈরী। আর তাঁর মধ্য থেকে বার হতে লাগল তাপ যেন তা আমাকে পুড়িয়ে, গলিয়ে ফেলছে। আমার সমগ্র বাসনা হচ্ছিল তাঁর কাছে আমার সমস্ত সত্তাকে সমর্পণ করতে। আমি তা করতামও যদি না শৈশবে আমি যে-শিক্ষা লাভ করেছিলাম, তা আমাকে শঙ্কিত করে তুলত। আমি সরে গেলাম এবং আমার টিউনিকের ওপর পোষাকটা পরে তাঁকে হতবুদ্ধি করে ফেললাম। তিনি চলে গেলেন।

তারপর দু' বছর, আমার বার্লিন থেকে ফিরে না-আসা পর্য্যন্ত, রোদাঁকে আর দেখি নি। তারপর বহু বৎসর ধরে তিনি ছিলেন আমার বন্ধু ও গুরু।

আর একজন মস্ত আর্টিষ্টের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। এই সাক্ষাৎ হচ্ছে রোঁদার সঙ্গে সাক্ষাতের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক, কিন্তু তার চেয়ে কম আনন্দের নয়। এই শিল্পীটি ইউজিন ক্যারিয়ারে। তাঁর ষ্টুডিওতে আমাকে নিয়ে যান লেখক কিইজারের স্ত্রী।...

একদিন আমরা গেলাম তাঁর বাড়িতে। একেবারে ওপরতলায় তাঁর ষ্টুডিওতে উঠলাম। দেখলাম, শিল্পী বসে আছেন, তাঁর চারধারে বই, পরিবার ও বন্ধুবর্গ। সে পর্য্যন্ত আমি যত আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করেছিলাম, তাঁর উপস্থিতি আমাকে সে-সবের চেয়ে বেশি করে অভিভূত করে ফেলল। জ্ঞান ও আলো। তাঁর কাছ থেকে বিকশিত হচ্ছে সকলের প্রতি ভালবাসা। তাঁর চিত্রের সকল সৌন্দর্য্য, সকল অনুপ্রাণনা, বিস্ময় হচ্ছে একেবারে তাঁর মহান অন্তরের বিকাশ। তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে আমার মনে হ'ল যেন খ্রীষ্টের সাক্ষাৎ লাভ করেছি। আমার অন্তর এমন শঙ্কাভরা শ্রদ্ধায় ভরে গেল।...

লুক্সেমবুর্গে তাঁর পরিবারবর্গের যে-ছবি আছে তার সামনে থেকে চোখের জল না ফেলে আমি আসতে পারি না। মনে পড়ে, আমি অল্প

সময়ের মধ্যেই তাঁর ষ্টুডিওতে প্রায়ই যাতায়াত আরম্ভ করি। আমার যৌবনের সব চেয়ে প্রিয় স্মৃতিগুলির মধ্যে এই একটি।...আমার সমগ্র জীবনে তাঁর প্রতিভা আশীর্ব্বাদের মতো বর্ষিত হয়ে আমার সর্ব্বোচ্চ আদর্শের দিকে আমাকে পরিচালিত করেছে; আমাকে আর্টের পবিত্র স্বপ্নের দিকে অগ্রসর হতে সর্ব্বদা ইঙ্গিত করেছে। আরও অদ্ভুত এই যে, দুঃখ-শোক যখন আমাকে একেবারে প্রায় উন্মাদাগারের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, তখন তাঁরই শিল্প আমাকে জীবনের প্রতি আগ্রহশীল করে তোলে।

তাঁর সৃষ্ট শিল্পের মতো আর কোন শিল্প এমন অনুপ্রেরণা জাগায় নি: আর কোন শিল্পীর জীবন তাঁর চারধারে যারা ছিল তাদের উদ্দেশ্যে এমন দিব্য করুণা ও শক্তি দান করে নি।

একদিন রাতের বেলা পশ্চিমের বুলবুল লোই ফুলারকে আমার ষ্টুডিওতে নিয়ে আসা হল। আমি তাঁর সামনে নাচলাম এবং তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম আমার নাচের ভাব-ভিত্তি কি। অবশ্য তাঁর কাছে কেন, একজন জল-কলের মিস্ত্রিও যদি আসত তাকেও আমি বুঝিয়ে দিতাম।

লোই ফুলার খুবই উৎসাহ প্রকাশ করলেন এবং জানালেন তিনি পরদিন রওনা হচ্ছেন বার্লিন। প্রস্তাবে করলেন, আমিও বার্লিনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দেব। তিনি নিজে কেবল খুব বড় আর্টিষ্ট ছিলেন না, সাদা ইয়াকোরও তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছিলেন। সাদা ইয়াকোর আর্টের আমি অত্যন্ত প্রশংসা করতাম। ফুলার কথা পেড়ে বসলেন,

জার্ম্মানিতে ইয়াঙ্কোর সঙ্গে আমি নাচ দেখাই না কেন? আমি খুবই আনন্দের সঙ্গে সম্মত হ'লাম।...

শেষ দিনে আঁদ্রে বোনিয়া আমাকে বিদায় দিতে এল। আমরা শেষবারের মতো নোৎর দামে তীর্থ-যাত্রা করলাম। সে আমাকে রেল ষ্টেশনে পৌছে দিলে! তার স্বভাবগত সংযমের সঙ্গে সে আমাকে বিদায়-চুম্বন দিলে; কিন্তু আমার বোধ হ'ল তার চষমা-জোড়ার পিছনে দেখলাম, বেদনার চমক।

আমি বার্লিনে এসে হোটেল ব্রিষ্টলে উঠলাম। সেখানে একটা জমকালো ঘরে লোই ফুলারকে পেলাম। তিনি ছিলেন তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ-পরিবেষ্টিতা হয়ে। দশ-বারোটি সুশ্রী মেয়ে তাঁকে ঘিরে ধরে ছিল। তাদের মধ্যে কতক তাঁর হাতে হাত বুলোচ্ছিল, কতক বা তাঁকে চুম্বন করছিল। মা আমাদের মানুষ করেছিলেন কতকটা সাদা-সিধে ভাবে। তিনি নিশ্চয়ই আমাদের ভালবাসতেন, কিন্তু আদর আমাদের এক রকম করতেনই না। সেজন্য এখানে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম; খোলাখুলি ভালবাসা দেখানো আমার কাছে একেবারে নূতন। এই রকমের প্রীতিকর আবহাওয়ার মধ্যে আমি কখন থাকি নি।

লোই ফুলারের বদান্যতা ছিল অপরিসীম। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘণ্টা বাজিয়ে খাবার আন্‌তে বল্‌লেন। খাবারগুলি দেখে আমি না ভেবে পারলাম না যে, সেগুলির দাম হবে কত। সে রাতে উইনটার গার্ডেনে তাঁর নাচবার কথা ছিল। কিন্তু তাঁর অবস্থা দেখে আমি বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না, তিনি কি করে তা পারবেন। আমার বোধ হ'ল তিনি শির-দাঁড়ার প্রচণ্ড বেদনায় কষ্ট পাচ্ছেন। যন্ত্রণা উপশমের জন্য তাঁর মনোরম দলটি মাঝে মাঝে আইস-ব্যাগ এনে তাঁর পিছন ও চেয়ারের পিঠের মাঝে রাখছে। আর তিনি বলছেন—"আর একটা আইস-ব্যাগ বাছা, মনে হচ্ছে ব্যথা কমছে।"

সে রাতে লোই ফুলারের নাচ দেখবার জন্য আমরা সকলে বক্সে বসলাম। এই উজ্জ্বল স্বপ্নময়ীমূর্ত্তিটির সঙ্গে কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের সেই ক্লিষ্ট রোগীটির কোন সম্পর্ক আছে কি? আমাদের চোখের সামনে তিনি রূপান্তরিত হয়ে গেলেন নানা রঙের উজ্জ্বল অরকিডে, দোদুল্যমান সামুদ্রিক কুসুমে এবং পরিশেষে ঘোরানো লিলিফুলে...আলো, রঙ ও বহমান রেখার মায়ার খেলায়। আমি ভাবাবেশে স্থির হয়ে গেলাম, কিন্তু উপলব্ধি করলাম তা হচ্ছে প্রকৃতির হঠাৎ বিকাশ; তার পুনঃ প্রকাশ আর হতে পারে না। দর্শকগণের চোখের সম্মুখে তিনি সহস্র রঙিনরূপে রূপান্তরিত হতে লাগলেন।...আমি বিভ্রান্তের মতো হোটেলে ফিরে এলাম; এই চমৎকার শিল্পীটি আমাকে অভিভূত করে ফেলে ছিলেন।

পরদিন আমি গেলাম বার্লিন শহর দেখতে সেই প্রথম। গ্রীস ও গ্রীক আর্টের সম্বন্ধে মনে মনে যে-স্বপ্ন রচনা করেছিলাম, বার্লিনের স্থাপত্য শিল্পে মুহূর্ত্তের জন্য মুগ্ধ হলাম।

বলে উঠলাম—"কিন্তু এটা যে গ্রীস!"

কিন্তু একটু নজর দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম, বার্লিনের সঙ্গে গ্রীসের সাদৃশ্য নেই। একটি নরডিক জাতির মনে গ্রীসের যে-ছবি প্রতিফলিত হয়েছে এটা তাই।...এগুলো হচ্ছে পাণ্ডিত্যাভিমানী, প্রত্নতাত্বিক জার্ম্মান অধ্যাপকের গ্রীসের সম্বন্ধে ধারণা।...

আমরা কিছুদিন বার্লিনে রইলাম; তারপর ব্রিষ্টল হোটেল ছেড়ে গেলাম লোই ফুলারের দলের কাছে লেইপজিক। আমাদের ট্রাংকগুলোকে রেখে যেতে হ'ল, এমন কি প্যারী থেকে আমি যে-সামান্য ট্রাংকটি এনেছিলাম সেটিকেও। সে সময়ে আমি বুঝতে পারি নি একজন যশস্বী শিল্পীর সঙ্গে থেকে কেন এমন ঘটবে। বড় মানুষের মতো খাওয়া-দাওয়ার পর, প্রাসাদোপম হোটেলে আরামে থেকে, বুঝে উঠতে পারলাম না,

কেন আমরা ট্রাংক রেখে যেতে বাধ্য হচ্ছি। পরে জানতে পারলাম, সাদা ইয়াক্কোর জন্য। লোই ফুলার তাঁর ম্যানেজার হয়েছিলেন। ইয়াক্কো অকৃতকার্য্য হওয়ার ফলে ফুলারের টাকা-কড়ি যা ছিল সব খরচ হয়ে যাচ্ছিল।...

লেইপজিকে আমি প্রতি রাতে যেতাম লোই ফুলারের নাচ দেখতে। তাঁর বিস্ময়কর স্বল্পস্থায়ী আর্টসম্বন্ধে আমি ক্রমেই উৎসাহিত হয়ে উঠছিলাম। তিনি কখন হতেন তরল; কখন হতেন আলো; কখন হতেন প্রত্যেক রকমের রঙ ও শিখা; পরিশেষে তিনি ঘূর্ণায়মান অগ্নি-শিখায় মিলিয়ে অসীমের দিকে লীলায়িত হয়ে উঠ্‌তেন।

মনে পড়ে, লেইপজিকে একদিন রাত দুটোর সময় কথা-বার্ত্তার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। শব্দটা ছিল অস্পষ্ট, কিন্তু একটি মেয়ের গলার স্বর চিনতে পারলাম। তার মাথার চুলগুলো ছিল, লাল। তাকে আমরা বলতাম, নারসি। কেননা যারই মাথা ধরত সে তাকে আরাম দিতে ও সেবা করতে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিল। তাদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর থেকে আমি বুঝলাম, নারসি বার্লিনে গিয়ে একজনের সঙ্গে পরামর্শ করতে চায় যাতে সে যথেষ্ট টাকা সংগ্রহ করে আমাদের মিউনিচে নিয়ে যেতে পারে।

তারপর মাঝ রাতে এই রক্ত-কেশা মেয়েটি আমার কাছে এসে আমাকে চুম্বন করে গাঢ় স্বরে বলে, "আমি বার্লিনে চলে যাচ্ছি।"

বার্লিন ছিল সেখান থেকে ঘণ্টা দুয়েকের পথ। সেজন্য বুঝতে পারলাম না কেন সে আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে বলে এমন উত্তেজিত ও বিচলিত হয়েছে। সে মিউনিচে যাবার জন্য টাকা নিয়ে শীঘ্রই ফিরে এসেছিল।

মিউনিচ থেকে আমরা ভিয়েনা যাবার ইচ্ছা করেছিলাম। আবার আমাদের প্রয়োজনমতো টাকার অভাব ঘটল; এবং বোধ হতে লাগল, এবার কিছুই সংগ্রহ করা একেবারে অসম্ভব। সেজন্য আমি মার্কিন

কনসালের কাছে সাহায্যের জন্য গেলাম। তাঁকে বললাম, আমাদের ভিয়েনা যাবার টিকিট তাঁকে কিনে দিতেই হবে; এবং আমারই যত্নে সকলে পরিশেষে গিয়ে পৌঁছলাম ভিয়েনায়। আমাদের সঙ্গে কোন জিনিষ-পত্র না থাকলেও ব্রিষ্টল হোটেলের খুব জমকালো, সাজানো-গোছানো ঘরে আমাদের থাকবার জায়গা করা হ'ল। কিন্তু এবারে লোই ফুলারের আর্টের প্রতি আমার আকর্ষণ স্বত্ত্বেও ভাবতে লাগলাম, মাকে কেন আমি প্যারীতে রেখে এসেছি।...

ভিয়েনাতে ব্রিষ্টল হোষ্টেলের যে-ঘরে ছিলাম, সেই ঘরে নারসিকেও থাকতে দেওয়া হ'ল। একদিন রাত চারটের সময় নারসি উঠে একটা মোমবাতি জ্বেলে আমার বিছানার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলতে লাগল, "ভগবান আমাকে বলেছেন তোমার গলা টিপে মারতে।"

আমি শুনেছিলাম, যদি কেউ হঠাৎ পাগল হয়ে যায়, তা হলে তার কথার প্রতিবাদ করতে নেই। ভীষণ ভয় পেলেও এই উত্তরটুকু দেবার মতো নিজেকে সংযত করলাম, "ঠিকই বলেছ। কিন্তু আগে আমাকে প্রার্থনা করে নিতে দাও।"

সে তাতে রাজি হ'ল; বললে, "বেশ" এবং আমার বিছানার পাশে সেই টেবিলটার ওপর মোম-বাতিটা রাখল।

আমি বিছানা থেকে নেমে পড়লাম, এবং যেন স্বয়ং শয়তান আমার পিছনে ধাওয়া করেছে এমনই ভাবে দরজা খুলে সুদীর্ঘ বারান্দা দিয়ে ছুটে চললাম; বারান্দা পার হয়ে প্রকাণ্ড চওড়া সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নেমে একেবারে গিয়ে পৌঁছলাম হোটেলের ক্লার্কদের অফিস-ঘরে। আমার পরনে তখন রাতের পোষাক, মাথার চুলগুলো উড়ছে। আমি হাঁফাতে হাঁফাতে বলে উঠলাম, "একজন মহিলা পাগল হয়ে গেছেন।"

নারসিও আমার পিছন পিছন ছুটছিল। ছ'জন কেরানি ছুটে গিয়ে তাকে চেপে ধরল এবং ডাক্তার না-আসা-অবধি তাকে ছাড়ল না।

তাঁদের আলোচনার ফলে আমি এমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম যে, মাকে প্যারী থেকে আসবার জন্য টেলিগ্রাম করলাম। মা এলে, তাঁকে আমার তখনকার পারিপার্শ্বিক অবস্থাটি জানালাম। আমরা দুজনেই স্থির করলাম, ভিয়েনা থেকে চলে যাব।

ভিয়েনায় থাকতে আমি এক রাত্রে আর্টিষ্টদের জন্য নেচেছিলাম। তাঁদের মধ্যে প্রত্যেকেই লাল গোলাপের একটি করে বোকে নিয়ে এসে ছিলেন; আমি যখন গ্রীকদের সুরা-দেবতার নাচ নাচছিলাম তখন লাল গোলাপে একেবারে ছেয়ে গিয়েছিলাম। তখন সেখানে একজন হাঙ্গেরীয় সমঝদার উপস্থিত ছিলেন। তাঁর নাম, আলেকজান্দার গ্রস। তিনি আমার কাছে এসে বলেন—"আপনি যদি ভবিষ্যতে উন্নতি করতে চান, আমাকে বুডাপেষ্টে খোঁজ করবেন।"

কাজেই সেই মুহূর্ত্তে, আমার গ্রসের কথা মনে পড়ল। আমি চাই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। মায়ের সঙ্গে আমি ভিয়েনা থেকে তাঁর কাছে গেলাম। ত্রিশ রাত্রি আমি ইউর‍্যানিয়া থিয়েটারে নাচব তিনি আমার সঙ্গে এই চুক্তি করলেন।

থিয়েটারে জনসাধারণের সামনে চুক্তি করে নাচা এই আমার প্রথম। আমি ইতস্তত করতে লাগলাম। বললাম—"আমার নাচ হচ্ছে যাঁরা শিল্পী, ভাস্কর, চিত্রশিল্পী ও সঙ্গীতবিদ তাঁদের জন্য; সাধারণের জন্য নয়।"

গ্রস আমার কথার প্রতিবাদ করে বললেন, আর্টিষ্টরা হচ্ছেন অতি মাত্রায় সূক্ষ্মবিচারক; তাঁরা যদি আমার নাচ পছন্দ করেন, তাহলে জনসাধারণের তা ভাল লাগবে একশ' গুণ।

আমাকে চুক্তিতে সই করানো হ'ল; গ্রসের ভবিষ্যদ্বাণীও হ'ল সফল। ইউরেনিয়া থিয়েটারে প্রথম রাত্রিটি হ'ল অবর্ণনীয় জয়। ত্রিশরাত্রি বুডাপেষ্টে আমি নাচলাম একেবারে ভরা ঘরে।

আহা! বুডাপেষ্ট। তখন এপ্রিল মাস। বসন্ত এসেছে। একদিন রাতে, প্রথম নাচের অল্পক্ষণ পরেই গ্রস আমাদের একটি রেস্তোরাঁতে খাবার নিমন্ত্রণ করলেন। সেখানে তখন বেদের সঙ্গীত চলছিল। আহা! বেদের সঙ্গীত! আমার যৌবন-নিকুঞ্জে সেই প্রথম ডাক পড়ল। সেই সঙ্গীতে যে আমার মুকুলিত অন্তর-ভাব পুষ্পিত হয়ে উঠবে, তাতে আর বৈচিত্র্য কি! এই সঙ্গীতের মতো—হাঙ্গেরির মাটিতে যে বেদের সঙ্গীতের উদ্ভব তার মতো—আর কোন সঙ্গীত আছে কি?…

১০

সুন্দরী বুডাপেষ্ট নগরী কুসুমিতা হয়ে উঠ্‌ছে, নদী-পারে, শৈলে শৈলে, প্রত্যেক বাগানে ফুটে উঠছে লিলাকের ভার। প্রতি রাতে উদ্দাম হাঙ্গেরীয় দর্শকেরা ষ্টেজের ওপর টুপি ছুড়ে ফেলে আমাকে বাহবা দিচ্ছে।…

সেদিন প্রভাতে দেখেছিলাম, সূর্য্যালোকে দানিয়ুব নদী উর্ম্মীবিক্ষুব্ধ দেহে বয়ে চলেছে। সেই দৃশ্যটি আমার মনশ্চক্ষে ভেসে ছিল। একদিন রাতে সেই দৃশ্যটি মনে করে আমি অর্কেষ্ট্রার ডিরেক্টারকে বলে পাঠালাম এবং নাচের শেষে তখনই রচনা করলাম "নীল দানিয়ুব"। তার ফল হ'ল, তড়িৎস্পর্শের মতো। সমগ্র দর্শক-জনতা এমন উৎসাহভরে লাফিয়ে উঠল, যে, তাদের উন্মাদনা শান্ত করবার জন্য আমাকে আরও কয়েকবার সেই নাচ নাচতে হ'ল।

সেদিন রাতে দর্শকগণের মধ্যে ছিল এক তরুণ। সেও সকলের সঙ্গে চীৎকার করছিল। তার মূর্ত্তি ও আকার ছিল দেবতার

মতো। আমি যে নিষ্কলুষ বনবালা ছিলাম, আমাকে সে পরিণত করেছিল উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্দাম নারীতে। এই পরিবর্ত্তনের জন্য সব কিছুই যোগ দিয়েছিল। বসন্তকাল, কোমল জ্যোৎস্নালোকিত রাত এবং আমরা যখন থিয়েটার থেকে বার হ'লাম, লিলাক-ফুলের গন্ধে ভারী বাতাস; দর্শকগণের উদ্দাম উৎসাহ এবং উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত লোকদের সঙ্গে আহার; বেদের সঙ্গীত; উগ্র সুস্বাদ হাঙ্গেরীয় সুরা —জীবনে এই প্রথম আমি পুষ্টিকর, অতিমাত্রায় পুষ্টিকর খাদ্য পেলাম এবং খাদ্যের প্রাচুর্য্যে উদ্দীপিত হয়ে উঠলাম। এই সব মিলে আমাকে সচেতন করে তুলল যে, আমার দেহ সঙ্গীত-যন্ত্র ছাড়া আরও কিছু।...সারা দেহ-মনে অনুভব করতে লাগলাম এক প্রবল তৃষ্ণা জেগে উঠছে। লক্ষ্য করলাম আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্ত্তন ঘটেছে।...

একদিন বিকালে, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বসে আছি। সোনালি রঙের সুরা চল্‌ছে। সেই সময় এক জোড়া কালো চোখের সঙ্গে আমার চোখাচোখি হ'ল। সে দুটি জ্বলছিল এবং আমার দৃষ্টির সঙ্গে মিলে হাঙ্গেরীয় মনোবেগে ও প্রশংসায় এমন ঝক্ ঝক্ করছিল যে, সেই একটি মাত্র দৃষ্টিতে প্রকাশিত হ'তে লাগল, বুডাপেষ্টের বসন্তের মর্ম্মকথা। সে ছিল দীর্ঘাকার; মনোরম তার অঙ্গ-সৌষ্ঠব, মাথায় কালো কুঞ্চিত কেশ, তার মাঝে মাঝে ফিকে লাল টান। সে স্বয়ং মাইকেল এনজেলোর সামনে ডেভিডের মডেল হয়ে দাঁড়াতে পারত। সে যখন হাসছিল, তার রক্তিম, কামাতুর ঠোঁট দুখানির মধ্য থেকে প্রকাশ পাচ্ছিল, শক্ত, শুভ্র দাঁতগুলি। আমাদের মধ্যে যে আকর্ষণী শক্তি ছিল আমাদের প্রথম দৃষ্টি থেকে তা উদ্দাম গতিতে বার হয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলে। সেই প্রথম দৃষ্টি থেকে, আমরা পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হ'লাম; জগতে কোন শক্তি আমাদের বাধা দিতে পারবে না।

সে বললে—"তোমার মুখখানি ফুলের মতো। তুমি আমার ফুল।" সে বার বার বলতে লাগল, "আমার ফুল, আমার ফুল।" হাঙ্গেরীয় ভাষায় ফুল মানে স্বর্গের দূত।

সে আমাকে একখানা চৌকো কাগজ দিল। তাতে লেখা ছিল, "বক্স, ন্যাশন্যাল থিয়েটার।"

সে রাতে মা ও আমি তার অভিনয় দেখতে গেলাম। সে ছিল চমৎকার অভিনেতা; আর, হাঙ্গেরীর মধ্যে হয়ে উঠেছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তার রোমিওর অভিনয় আমাকে একেবারে জয় করে ফেললে। আমি পরে সাজ-ঘরে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। দলের সকলে আমাকে কৌতুক হাস্যে লক্ষ্য করতে লাগল। বোধ হল প্রত্যেকেই ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে ও খুশী হয়েছে। কেবল একটি অভিনেত্রী আদৌ খুশী হ'ল না।

রোমিও মা ও আমার সঙ্গে হোটেল পর্য্যন্ত এল। সেখানে আমরা খেলাম। কেননা অভিনেতারা অভিনয়ের আগে খান না।...পরে যখন মা মনে করতে লাগলেন, আমি ঘুমোচ্ছি আমি ফিরে গেলাম এবং আমার রোমিওর সঙ্গে মিলিত হলাম আমার স্যালোনে। স্যলোন ও আমাদের শোবার ঘরের মাঝে ছিল একটা লম্বা বারান্দা।...

তারপর সে আমাকে বললে"...তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে আমি জানি ভালবাসায় রোমিওর কণ্ঠস্বর কেমন হবে। কেবল এখনই আমি তা জেনেছি। কারণ, ইসাডোরা, তুমি এই প্রথম আমাকে জানিয়ে দিলে রোমিওর ভালবাসা কি রকমের ছিল। এখন আমি সমগ্র ভূমিকাটি সম্পূর্ণ অন্য ভাবে অভিনয় করব।" এবং সে উঠে দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনয় করে যেতে লাগল...এই ভাবে সারারাত কেটে গেল; জানালা-পথে উষার আলো এসে উঁকি দিল।

হায়! যৌবন ও বসন্ত, বুডাপেষ্ট ও রোমিও! যখন তোমাদের কথা মনে পড়ে তখন বোধ হয় না তা সুদূর অতীতে, কিন্তু যেন ঘটেছিল মাত্র গত রজনীতে।

একদিন রোমিওর থিয়েটারের এবং আমার নাচের পর, আমরা দু' জনে মায়ের অজানিতে স্যালোনে ঢুকলাম; তিনি ভাবলেন, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি।...

পরদিন ভোরে আমরা এক সঙ্গে হোটেল থেকে বার হলাম; এবং একখানি দু' ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে শহর ছেড়ে চললাম দূরে গ্রামে। একজন চাষীর কুঁড়েতে গিয়ে থামলাম। চাষী-বউ আমাদের একখানা ঘর দিলে। তার মধ্যে ছিল সাবেক ধরনের একখানা চারপায়া খাট। সেদিন সারা বেলা আমরা রইলাম গ্রামে।...

বলতে ভয় হয়, সে রাতে আমি দর্শকদের আনন্দ দিতে পারি নি; কারণ বড় অস্বস্তি বোধ করছিলাম।...

বুডাপেষ্টের উৎসব শেষ হয়ে গেল। পরদিন রোমিও ও আমি পালিয়ে গেলাম গ্রামে এবং সেখানে থাকলাম চাষীর বাড়িতে। অভূত-পূর্ব্ব আনন্দে দিনরাত কেটে যেতে লাগল। আমরা দুজনে পরস্পরের অতি কাছে। কোন বাধা-বন্ধ নেই। তারপর আবার ফিরে এলাম বুডাপেষ্টে। এই স্বর্গে প্রথম মেঘ দেখা দিল আমার মায়ের মনোবেদনা এবং নিউ ইয়রক থেকে এলিজাবেথের প্রত্যাবর্ত্তন। সে ভাবতে লাগল, আমি কোন অপরাধ করেছি। তাঁদের দু'জনের উদ্বেগ এমন অসহনীয় হয়ে উঠল যে, আমি অবশেষে তাঁদের টাইরোলে দিন কয়েকের জন্য বেড়িয়ে আসতে রাজি করলাম।

তখন এবং পরেও আমি অনুভব করেছি যে, আমার সংচেতনা বা মনোবেগ যতই প্রখর হোক না, আমার মস্তিষ্ক বিদ্যুত-গতিতে ও বেশ ভাল ভাবেই কাজ করে থাকে। সেজন্য চলিত কথায় যাকে বলে

"মাথা বিগড়ে যাওয়া" তা কখন আমার হয় নি। বরং দৈহিক সুখ আমার যত বেশি হয়, মনন হয়ে থাকে ঠিক ততখানি স্পষ্ট।...

যাঁরা পারেন তাঁরা আমার বিচার করুন, কিন্তু আমার চেয়ে বরং দায়ী করুন প্রকৃতি বা ঈশ্বরকে, যে তিনি এই মুহূর্ত্তটিকে বিশ্বের আর সব কিছু থেকে সৃজন করেছেন অধিক মূল্যবান ও অধিক বাঞ্ছনীয় করে। আমরা যারা জানি তারা এটাকে উপভোগ করতে পারি। এবং স্বভাবতই গতি যত ঊর্দ্ধ হয়, চেতনার আঘাতও হয় ততখানি প্রচণ্ড।

আলেকজান্দার গ্রস আমার জন্য হাঙ্গেরি পরিভ্রমণের বন্দোবস্ত করেছিলেন। আমি বহু নগরে নাচলাম; সেগুলির মধ্যে সিবেন কারচেনও ছিল। এখানে শুনলাম, সাতজন বিদ্রোহী সেনাধ্যক্ষের কাহিনী। তাঁদের ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল; সেই সেনাধ্যক্ষদের সম্মানার্থে আমি শহরের বাইরে এক মস্ত খোলা মাঠে লিস্‌তের বীরত্বব্যঞ্জক ও গম্ভীর সঙ্গীতের সুরে একটি নাচ রচনা করলাম।...

এই যাত্রার আগাগোড়া আমি হাঙ্গেরীর ছোট ছোট শহরে পেলাম অভিনন্দন। প্রত্যেকবারেই গ্রস আমার জন্য একখানি করে সাদা ঘোড়ার ভিক্টোরিয়া গাড়ি প্রস্তুত রেখেছিলেন। গাড়িখানি থাকত সাদা ফুলে ভরা। আমিও আগাগোড়া সাদা পোষাক পরতাম। এবং আনন্দধ্বনি ও চীৎকারের মাঝে আমাকে সকলে নিয়ে যেত অন্য জগৎ থেকে অবতীর্ণা এক দেবীর মতো।

কিন্তু আমার আর্ট আমাকে যে-দিব্য আনন্দ দিয়েছিল, জনসাধারণ আমাকে যে-অভিনন্দন জানাতো তা সত্ত্বেও আমার অন্তর অবিরাম রোমিওর জন্য দুর্ব্বিষহ বেদনায় পীড়িত হতে থাকত। বিশেষ করে হ'ত রাতের বেলা যখন আমি থাকতাম, নিঃসঙ্গ। আমার মনে হ'ত, তাকে মুহূর্ত্তকালও কাছে পাবার জন্য আমি দেব আমার এই যশ,

এমন কি আমার আর্টও; কবে বুডাপেষ্টে আবার ফিরে যাব এজন্য আমার মন হয়ে থাকত বেদনাতুর।

সেই দিনটি উপস্থিত হ'ল। রোমিও অবশ্যই আমাকে আন্তরিক আনন্দের সঙ্গে ষ্টেশনে নিতে এল কিন্তু অনুভব করলাম তার মধ্যে অদ্ভুত এক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। সে আমাকে বললে, সে মারক্ অ্যানটনির ভূমিকায় নামবে; সে জন্য মহলা দিচ্ছে। তাই কি তার শিল্পীর আবেগভরা মন এই ভূমিকায় পরিবর্ত্তনে প্রভাবিত হয়েছে? জানি না, কিন্তু আমি এটা জানতে পেরেছিলাম যে, আমার রোমিওর সেই প্রথম মনোবেগ ও ভালবাসার পরিবর্ত্তন ঘটেছে। সে আমাদের দু' জনের বিবাহের কথা বললে, যেন তা একেবারে পাকা হয়ে গেছে। কি রকমের ঘরে আমরা থাকব তা পছন্দ করবার জন্য এমন কি সে আমাকে খান কয়েক ঘর দেখাতেও নিয়ে গেল। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে, ঘর দেখতে দেখতে আমার মন নিরুৎসাহ ও ভার হয়ে পড়ল।

জিজ্ঞাসা করলাম, "আমরা বুডাপেষ্টে থেকে কি করব?"

সে বললে, "তুমি প্রতি রাতে একটি করে বক্স পাবে আমার অভিনয় দেখবার জন্যে।...আমার পড়া-শুনায় তুমি সাহায্য করতে শিখবে।"

সে আমার কাছে মারক্ অ্যানটনির ভূমিকা আবৃত্তি করলে; এখন তার সারা মন কেন্দ্রীভূত হয়েছে রোমক জনসাধারণে; আমি, তার জুলিয়েৎ, আর তার অন্তরের অধিকারিণী নয়।

একদিন শহরের বাইরে অনেকক্ষণ বেড়াতে বেড়াতে আমরা গিয়ে বসলাম, একটা বিচালির পালার পাশে। অবশেষে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, সে তার ও আমি আমার আর্ট নিয়ে যদি থাকি তা হলে কি সেটা ভাল হবে বলে আমি মনে করি না? অবশ্য সে যে, ঠিক এই কথাগুলো বলে ছিল তা নয়, তবে তার মর্ম এই। আমার এখনও মনে পড়ে সেই বিচালির পালা, আমাদের সামনে খোলা মাঠ, আর আমার

অন্তরে যে আঘাত লেগেছিল সেই ভাবটি। সেদিন বিকালে আমি ভিয়েনা, বালিন ও জারমানির অন্যান্য শহরে নাচের জন্য আলেকজান্দার গ্রসের সঙ্গে একখানা চুক্তিতে স্বাক্ষর করি।

মারক অ্যানটনির ভূমিকায় রোমিওকে দেখলাম। তার শেষ ছবি হচ্ছে দর্শকগণের উন্মত্ত আনন্দ, আর, আমি বক্সে বসে কণ্ঠের অশ্রুরোধ করছি এবং মনে হচ্ছে যেন এক মুঠো ভাঙা কাচ খেয়ে ফেলেছি। পরদিন আমি ভিয়েনায় রওনা হলাম। রোমিও অদৃশ্য হয়েছে। মারক্ অ্যানটনিকে আমি বিদায় দিলাম। তাকে বোধ হ'ল, কঠোর ও অন্যমনস্ক। ...মনে হ'ল বিশ্বের সমস্ত আনন্দ হঠাৎ অন্তর্হিত হয়েছে। ভিয়েনাতে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম; আলেকজান্দার গ্রস আমাকে একটি ক্লিনিকে রাখলেন।

কয়েক সপ্তাহ আমি শয্যাশায়ী হয়ে রইলাম; ভীষণ যন্ত্রণায় আমার দিনরাত কাটতে লাগল। রোমিও বুডাপেষ্ট থেকে এল। এমন কি আমার ঘরে সে তার বিছানাও করলে।...কিন্তু নারস্ একদিন সকালে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিলে। আমি শুনতে পেলাম প্রেমের অন্ত্যেষ্টির ঘণ্টাধ্বনি।

আমার শরীর সারতে অনেক দিন লাগল; আলেকজান্দার গ্রস আমার স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য আমাকে নিয়ে গেলেন, ফ্রানজেনবাডে। আমার দেহ-মন অবসন্ন, অন্তর বিষন্ন। সেই সুন্দর দেশটি বা আমার চারধারে যে সহৃদয় বন্ধুবর্গ ছিলেন, তাঁদের কারো প্রতি আমি মন দিলাম না। গ্রসের স্ত্রী এসেছিলেন; তিনি কত বিনিদ্র রজনী সযত্নে আমার শুশ্রূষা করলেন। হয়তো আমার পক্ষে সৌভাগ্যের যে বড় বড় ডাক্তার ও ভাল নার্সরা ব্যাঙ্কে আমার সম্বল যা ছিল সব শেষ করে ফেলেছিলেন। গ্রস আমার জন্য ফ্রানজেনবাড, মারিয়েনবাড ও কার্লসবাডে নাচের বন্দোবস্ত করেছিলেন। কাজেই আমি আবার একদিন আমার ট্রাঙ্ক থেকে আমার নাচের টিউনিকগুলো বার করলাম। মনে পড়ে, আমার

চোখ ফেটে জল এল। এই পোষাকে আমি সব রকমের বিপ্লবাত্মক নাচ নেচেছিলাম। সেই ছোট লাল পোষাকটিতে চুম্বন দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম প্রেমের জন্য আর আমার আর্টকে পরিত্যাগ করব না। ততদিনে আমার নাম সারা দেশে যাদুর মতো হয়ে উঠেছিল। মনে পড়ে, এক রাত্রে যখন আমার ম্যানেজার ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমি খাচ্ছি, রেস্তরাঁটির কাচের জানালার সামনে লোকের ভিড় এত জমাট হয়ে উঠল যে, তারা সেই প্রকাণ্ড জানালাটা ভেঙে ফেললে।...

প্রেমের সেই বেদনা, যাতনা ও ইন্দ্রজালের ঘোর কাটিয়ে ওঠাকে আমার আর্টে রূপান্তরিত করলাম। আমি ইফিজেনিয়ার কাহিনীটি নাচে রূপ দিলাম। সে মৃত্যু-নদীতে জীবনকে ভাসিয়ে দিয়েছিল। পরিশেষে গ্রস মিউনিচে আমার নাচের আয়োজন করলেন। সেখানে আমার মা ও এলিজাবেথের সঙ্গে আবার যোগ দিলাম। তাঁরা আমাকে আবার নিঃসঙ্গ দেখে খুশী হলেন; কিন্তু লক্ষ্য করলেন আমার পরিবর্ত্তন হয়েছে। আমি বিষণ্ণ হয়ে গেছি।

মিউনিচে নাচবার আগে এলিজাবেথ ও আমি গেলাম আব্বাজিয়াতে। আমরা হোটেলে জায়গার জন্য রাস্তায় রাস্তায় গাড়ি করে ঘোরা-ফেরা করতে লাগলাম। কিন্তু কোথাও পেলাম না। এই শহরটি ছোট ও শান্ত। দু'জনে বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। সেই সময় গ্র্যাণ্ড ডিউক ফারডিন্যানড পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আমাদের দেখতে পেলেন। তিনিও আকৃষ্ট হলেন এবং সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের সম্ভাষণ করলেন; পরিশেষে হোটেল স্তেপানিতে তাঁর ভিলার বাগানে আমাদের থাকবার জন্য আমন্ত্রণ করলেন। সমস্ত ব্যাপারটিই একেবারে নির্দ্দোষ কিন্তু তাতে রাজসভায় কুৎসার সৃষ্টি হল।

বড় বড় মহিলারা অবিলম্বে আমাদের বাড়িতে আসতে লাগলেন। সে-সময়ে আমি সরল ভাবে মনে করেছিলাম যে, তাঁরা আমার আর্টে

অনুপ্রাণিত হয়েছেন; কিন্তু তাঁদের অভিপ্রায় ছিল ডিউকের ভিলাতে আমরা কি সম্পর্কে আছি সেটা দেখা। এই সব মহিলাই রাতে গ্র্যাণ্ড হোটেলের খাবার ঘরে ডিউকের টেবিলের সামনে নত জানু হয়ে তাঁকে অভিবাদানাদি জানাতেন। আমিও এই প্রথা পালন করতে লাগলাম, এবং অন্যে যতটা পারতেন তার চেয়ে বেশি করে।

সেই সময়েই আমি একটা স্নানের পোষাকের প্রবর্ত্তন করি। সেটা পরে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই পোষাকটা হচ্ছে খুব পাতলা নীল রঙের ক্রীপের টিউনিক;—গলা অনেকটা নামানো, দুটি কাঁধে দুটি সরু ফিতে, স্কারটা ঠিক হাঁটুর ওপর। পা দুখানা থাকবে একেবারে খালি। সে সময়ে মহিলাদের প্রথা ছিল বিশেষ রকমের জুতো-মোজা ও গাউন পরে জলে নামা। কাজেই আমি যে কি রকমের উত্তেজনার সৃষ্টি করলাম তা আপনারা কল্পনা করতে পারেন। গ্র্যাণ্ড ডিউক ফারডিন্যাণ্ড জলে ঝাঁপ দেবার সাঁকোটির ওপর "অপেরা গ্লাস" হাতে নিয়ে পায়চারি করতেন। সেটি তিনি আমার দিকে ফিরিয়ে ধরতেন।...

কিছুদিন পরে আমি ভিয়েনায় যখন কারল্ থিয়েটারে নাচি তখন গ্র্যাণ্ড ডিউক তাঁর সুপুরুষ এডিকঙ ও লেফটেন্যান্টবর্গকে নিয়ে প্রতি রাতে ষ্টেজ-বক্সে বসে আমার নাচ দেখতেন। স্বভাবতই লোকে এই নিয়ে আলোচনা করত। কিন্তু আমার প্রতি ডিউকের যে-অনুরাগ ছিল তা কেবল শিল্প ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধীয়। বোধ হত নারী-সমাজকে তিনি দূরে রেখে তাঁর সুপুরুষ তরুণ কর্ম্মচারিগণকে নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। কয়েক বৎসর পরে আমি যখন শুনতে পাই তাঁকে অষ্ট্রীয় রাজসভা একটি আইন বিধিবদ্ধ করে সালৎসবুর্গের নিরানন্দ স্যাতোতে অবরুদ্ধ করেছে তখন আমার মন সমবেদনায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। হয়তো অন্যের চেয়ে তিনি কিছু ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন; কোন্ দরদী লোকই বা একটু অপ্রকৃতিস্থ না হয়ে থাকে?

আব্বাজিয়ার সেই ভিলাতে আমাদের জানালার সামনে ছিল একটা তালগাছ। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় তালগাছ দেখলাম আমি সেই প্রথম। প্রভাত বাতাসে তার পাতাগুলোকে কাঁপতে দেখেছিলাম। সেই লঘু কম্পন থেকে আমার নাচে আমি বাহু, করতল ও আঙুলের কাঁপন জুড়ে দিয়ে একটি নাচের সৃষ্টি করি; কিন্তু যারা আমার এই নাচের অনুকরণ করে থাকে তারা এর অপব্যবহার করে।...

আব্বাজিয়া থেকে আমি ও এলিজাবেথ যাই মিউনিচে। সে সময়ে মিউনিচের প্রাণ কেন্দ্রীভূত ছিল কুনৎস্লার হাউসের চারধারে। সেখানে কারলবাক, লেমবাক, ষ্টাক প্রভৃতি গুণী ও শিল্পীরা সমবেত হয়ে প্রতি সন্ধ্যায় চমৎকার মুনচেনার বীয়ার পান এবং দর্শন ও শিল্পের আলোচনার রসাস্বাদ করতেন। গ্রসের ইচ্ছা ছিল তিনি কুনৎস্লার হাউসে আমার নাচের ব্যবস্থা করবেন। তাতে লেমবাক ও কারলবাকের সম্মতি ছিল, কেবল ষ্টাক আপত্তি করলেন। তিনি বললেন, কুনৎসলার হাউসের মতো আর্টের মন্দির নাচের যোগ্য স্থান নয়। একদিন সকালে আমি ষ্টাকের বাড়ি গিয়ে আমার আর্টের মূল্য বোঝাবার জন্য তাঁর সামনে নাচলাম; তারপর চার ঘণ্টা ধরে আমার কথা বোঝালাম। বোঝালাম যে, আমার এই কাজটি পবিত্র এবং নাচও আর্ট হতে পারে।

তিনি পরে তাঁর বন্ধুদের প্রায়ই বলতেন যে, জীবনে এত চমৎকৃত আর কখনও হ'ন নি। তাঁর বোধ হ'ল, যেন ওলিমপাস পর্ব্বত থেকে কোন বনদেবী হঠাৎ তাঁর সামনে নেমে এসেছে। অবশ্যই তিনি সম্মতি দিয়েছিলেন। আর কুনৎসলার হাউসে আমার নাচ এমন হয়েছিল যে বহুবৎসর শহরে লোকে তেমন উন্মাদনা ও শিল্পরস উপভোগ করে নি।

পরে আমি নাচলাম কাইম সালে। ছাত্রেরা হয়ে উঠেছিল একেবারে উন্মাদ। রাতের পর রাত তারা আমার গাড়ি থেকে ঘোড়া খুলে নিয়ে

নিজেরা রাস্তায় রাস্তায় টেনে নিয়ে বেড়াত, তাদের গান গাইত এবং মশাল জেলে আমার ভিক্টোরিয়ার দু' পাশে লাফাতে লাফাতে চলত। প্রায়ই তারা আমার হোটেলের জানালার বাইরে সমবেত হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে গান গাইত; আর আমি তাদের আমার ফুল ও রুমাল ফেলে দিলে তারা সেগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত।

এক রাত্রে তারা আমাকে ছাত্রদের কাফেতে নিয়ে গেল। সেখানে আমি নাচলাম। সেই সময়ে তারা আমাকে এক টেবিল থেকে আর এক টেবিলে তুলে নিতে লাগল। সারা রাত ধরে তারা গান গাইলে। সে গানের মূর্চ্ছনা থেকে থেকে ভেসে যেতে লাগল।...পরদিন কাগজে এই রাতটির সংবাদ বার হ'ল; তাতে দেখা গেল নগরের কতকগুলি শান্তপ্রকৃতির লোক মনে আঘাত পেয়েছেন। সমস্তটাই ছিল একেবারে নির্দোষ যদিও তারা যখন আমাকে সকালে বাড়িতে বয়ে নিয়ে গেল তখন আমার পোষাক ও শালখানা ছিঁড়ে একেবারে ফালি ফালি। তারা সেগুলো রিবনের মতো টুপিতে পরেছিল।

সে সময়ে মিউনিচ ছিল শিল্পী ও মনীষীগণের মধুচক্র। রাস্তায় ছাত্রদের ভিড়। প্রত্যেক তরুণীর হাতে একখানি করে পোর্টফোলিও বা গানের স্বরের কাগজ। প্রত্যেক দোকানের জানালাটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা ও পুরানো ছাপার পূরোদস্তর রত্ন-ভাণ্ডার...এ সবের সঙ্গে ছিল যাদুঘরে বিস্ময়কর সংগ্রহ, রৌদ্রোজ্জ্বল পর্ব্বতমালা থেকে শরতের শুকনো বাতাস, আমার ষ্টুডিওতে রজতশুভ্রকেশ মিষ্টার, লেমবাক প্রভৃতির উপস্থিতি, বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিতগণের আনা-গোনা। আমি জীবনকে যে দিব্য ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখেছিলাম, যা এতদিন সুপ্ত হয়েছিল, এই সবকিছু আবার আমাকে সেদিকে ফিরে যেতে অনুপ্রাণিত করলে। আমি জারমান পড়তে আরম্ভ করলাম। শোপেনহাওয়ার, কানট জারমান ভাষাতেই পড়তে লাগলাম। কুনৎসলার হাউসে যে-সব

সঙ্গীতবিদ, শিল্পী, দার্শনিক সমবেত হয়ে দীর্ঘ আলোচনা করতেন অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রগাঢ় আনন্দের সঙ্গে তা শুনতে ও বুঝতে লাগলাম। চমৎকার মিউনিচ বীয়ারও পান করতে শিখলাম। সম্প্রতি আমার মনে যে আঘাত লেগেছিল তা শান্ত হয়ে গেল।

এক রাতে কুনৎসলার হাউসে একটি বিশেষ শিল্প-উৎসব হ'ল। বুঝতে পারলাম প্রথম সারিতে একটি অসাধারণ ছায়া মূর্ত্তি বসে বাহবা দিচ্ছেন। এই ছায়া মূর্ত্তিটি আমাকে মনে পড়িয়ে দিল সেই ওস্তাদকে যাঁর সঙ্গীত সেই প্রথম আমার মনে প্রতিভাত হচ্ছে। সেই ধরনের উন্নত ললাট, উন্নত নাসা। কেবল ওষ্ঠ ও মুখ কিছু কোমল, কম দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক। নাচের পর আমি জানতে পারলাম, তিনি হচ্ছেন সিগফ্রিড ওয়ানার, রিচার্ড ওয়ানারের ছেলে। তিনি আমাদের মণ্ডলে যোগ দিলেন···পরবর্ত্তীকালে তিনি হয়েছিলেন, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের একজন। তাঁর কথাবার্ত্তা ছিল অতি চমৎকার; তিনি ঘন ঘন তাঁর বাবার স্মৃতিকথা বলতেন। তাঁর চারধারে সেটা যেন ছিল ছটার মতো।

যে-সব অনন্যসাধারণ ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, তাতে আমি প্রায়ই অনুভব করতাম যেন আমি উচ্চস্তরের ও দেব-তুল্য ভাবুকদের জগতে এসেছি। আমার পর্য্যটন-জগতে এ পর্য্যন্ত যা দেখেছি তাঁদের মস্তিষ্ক পরিচালনার ফল তার চেয়ে অনেক বড়, অনেক পবিত্র। এখানে দার্শনিক চিন্তাকেই মানুষের চরম পরিতৃপ্তি জ্ঞান করা হয়; আর তার সমকক্ষ, তার চেয়েও পবিত্র একমাত্র সঙ্গীতকে।

মিউনিচ মিউজিয়ামে ইটালির মহান শিল্পকলার কিছু কিছু ছিল। সেগুলোকে আমার বোধ হতে লাগল স্বর্গলোকের আভাস। আমরা সীমান্তের কত কাছে আছি অনুভব করে, চাঞ্চল্যকে আর সংযত করতে পারলাম না। এলিজাবেথ, মা ও আমি ফ্লোরেন্সের উদ্দেশ্যে একদিন ট্রেনে চড়ে বসলাম।

১১

টাইরোল পার হবার সেই অসাধারণ অভিজ্ঞতা আমি কখন ভুলব না। তারপর পর্ব্বতমালার রৌদ্র-মাখানো পাশটিতে নেমে আমব্রিয়ার সমস্থলীতে গিয়ে পৌছলাম।

ফ্লোরেন্সে ট্রেন থেকে নেমে আমরা গ্যালারি, প্রমোদ-কানন ও অলিভ-বাগানের মধ্যে কয়েক সপ্তাহ মহানন্দে বিচরণ করলাম। আমার তরুণ মনকে সে সময়ে আকর্ষণ করেছিলেন, বটিচেল্লি। তাঁর বিখ্যাত চিত্র "প্রাইমাভেরার" সম্মুখে আমি দিনের পর দিন বসে কাটালাম। চিত্রখানি আমার অন্তরে যে অনুপ্রেরণা দান করলে তার প্রভাবে একটি নাচ সৃষ্টি করে ছবিখানি থেকে যে কোমল ও চমৎকার গতিভঙ্গিমা বিকশিত হচ্ছে তা উপলব্ধির প্রয়াস পেলাম। কুসুমাস্তীর্ণ ধরণীর কোমল তরঙ্গায়িত রূপ, বনবালাগণের বেষ্টনী ও পশ্চিম-পবন-দেবতার আকাশে বিচরণ—কেন্দ্রস্থিত মূর্ত্তিটির চারধারে সব সমাবিষ্ট হয়েছে। আর সেই মূর্ত্তিটি, অর্দ্ধেক ভেনাস ও অর্দ্ধেক ম্যাডোনা, এক অর্থ ভরা ইঙ্গিতে বসন্তের সৃষ্টি বুঝিয়ে দিচ্ছে।

এই ছবিখানির সম্মুখে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে কাটিয়ে দিতে লাগলাম। ছবিখানি আমাকে মোহিত করে ফেলেছিল। এক বৃদ্ধ রক্ষক—লোকটি চমৎকার—আমার শ্রদ্ধা, ভক্তি সদয় দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে আমাকে একখানি টুল এনে দিয়েছিল। আমি সেখানে বসে থাকতে থাকতে প্রকৃতই দেখলাম, ফুলগুলি ফুটে উঠছে, নগ্ন পদগুলি নৃত্য করছে, দেহ-গুলি দুলছে। আমার অন্তরে এলেন আনন্দের দূত। আমি ভাবলাম, "এই ছবিখানি আমি নাচে প্রকাশ করব; অন্যকে এই ভালবাসার, বসন্তের, জীবন-সৃষ্টির বাণী দান করব"...নাচটির নাম দিলাম—ভবিষ্যতের নাচ।

একখানি প্রাচীন প্রাসাদের বিশাল কক্ষে ফ্লোরেন্সের শিল্প-রসিকগণের সম্মুখে আমি নাচলাম। তারই সঙ্গে বাজতে লাগল মনটিভারডির সঙ্গীত।

সাংসারিক কাজের দিকে আমরা স্বভাবতই উদাসীন বলে আবার আমাদের টাকার টানাটানি পড়ল; কাজেই আলেকজান্দার গ্রসের কাছে টাকার জন্য বার্লিনে টেলিগ্রাফ করতে বাধ্য হলাম যাতে তাঁর সঙ্গে আমরা যোগ দিতে পারি। সেখানে তিনি আমার নাচের আয়োজন করছিলেন।

বার্লিনে পৌছে পথ দিয়ে গাড়িতে যেতে যেতে আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। দেখলাম, সারা শহরে আমারই নামের উজ্জল পোষ্টার! তাতে লেখা, আমি ক্রোলস অপেরা হাউসে নাচব; সেই নাচের সঙ্গে বাজাবে ফিলহারমোনিক আরকেষ্ট্রা। আলেকজান্দার গ্রস আমাদের "আণ্টার ডেন লিনডেন" (লিনডেন গাছের তলায়) হোটেল ব্রিষ্টলে একটি চমৎকার স্থইটে নিয়ে গেলেন। সেখানে জারমানির সংবাদপত্র-জগতের সকলে আমার সঙ্গে দেখা করবার প্রতীক্ষায় ছিলেন। মিউনিচে আমি যে-পড়াশুনা করেছিলাম এবং ফ্লোরেনসে যে-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম তার ফলে আমার মন হয়ে উঠেছিল চিন্তাশীল ও আধ্যাত্মিক-ভাবে পূর্ণ। কাজেই আমি নাচের আর্ট-সম্বন্ধে যা বললাম, তা একেবারে নূতন। তাঁরা শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সঙ্গে আমার কথা শুনে গেলেন। আমি যা বলেছিলাম, তার মর্ম্ম হচ্ছে, নাচের আর্ট অন্যান্য আর্টকে নূতন চেতনা দান করবে। পরদিন সংবাদ-পত্রে আমার নাচের সম্বন্ধে গম্ভীর ও দার্শনিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ল।

আলেকজান্দার গ্রস ছিলেন সাহসী। বার্লিনে আমার নাচের আয়োজনে তাঁর সমস্ত মূলধন তিনি নিয়োগ করে ছিলেন। বিজ্ঞাপনে ব্যয় করতে কোন কার্পণ্য প্রকাশ করেন নি। প্রথম শ্রেণীর অপেরা হাউস এবং অতি চমৎকার সঙ্গীত-পরিচালককে নিযুক্ত করেছিলেন। কাজেই যবনিকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেজে আমার সাদা-সিধে দৃশ্য-পট, নীল পর্দাখানি ও তার সামনে আমার ক্ষীণ মূর্ত্তিটি দেখে বার্লিনের দর্শকবৃন্দ

যদি উল্লাস প্রকাশ না করত, তাহলে তার অর্থ হ'ত তাঁর সর্ব্বনাশ। কিন্তু তাঁর দূরদৃষ্টি ছিল চমৎকার। তিনি আগে থাকতে যা দেখেছিলেন, আমিও করলাম তাই, আমি বার্লিনকে সহসা জয় করলাম। দু' ঘণ্টা নাচবার পরও বার বার ধ্বনি উঠতে লাগল "আবার" "আবার"। পরিশেষে উৎসাহের আবেগে তারা ছুটে এল ফুটলাইটের কাছে। শত শত তরুণ ছাত্র উঠে এল ষ্টেজে। প্রশংসার আতিশয্যে পিষ্ট হয়ে আমার মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দিল।

তারপর থেকে রাতের পর রাত তারা আমার গাড়ির ঘোড়া খুলে বিজয়োল্লাসে আমাকে রাস্তায় রাস্তায় টেনে নিয়ে পরিশেষে দিয়ে আসত আমার হোটেলে।

একদিন সন্ধ্যায় রেমণ্ড হঠাৎ ফিরে এল আমেরিকা থেকে। আমাদের ছেড়ে সে আর থাকতে পারল না। আবার আমাদের সঙ্কল্প নিয়ে আলোচনা চালাতে লাগালাম। বহুদিন থেকে আমরা মনে মনে এই আশা পোষণ করছিলাম যে, আর্টের পবিত্রতম বেদি এথেনসে তীর্থযাত্রা করব। আমি অনুভব করতে লাগলাম, আর্ট-শিক্ষামন্দিরের যেন দ্বার-প্রান্তে আমি রয়েছি। বার্লিনে স্বল্পকাল নাচের পর, আলেকজান্দার গ্রসের অনুনয় ও রোদন সত্ত্বেও বারলিন ছাড়বার জেদ ধরলাম। আমরা আবার ট্রেনে উঠলাম ইটালির পথে। আমাদের হৃদয় আনন্দে দুল্‌তে লাগল, দৃষ্টি হল উজ্জ্বল। আমরা চলেছি ভেনিস হয়ে আমাদের দীর্ঘ-বিলম্বিত এথেনসে।

কয়েক সপ্তাহ আমরা ভেনিসে কাটালাম, কিন্তু তখন ভেনিস আমাদের মন অধিকার করতে পারল না।…বহু বৎসর পরে যখন আমি আমার এক প্রেমাস্পদের সঙ্গে যাই—তার বর্ণ ছিল ঈষৎ জলপাই রঙের মতো, চোখ দুটি ছিল কালো—তখন ভেনিস তার মর্ম্ম ও রমণীয়তা আমার কাছে বিকাশ করেছিল।

রেমণ্ড স্থির করেছিল আমাদের গ্রীস-যাত্রা হবে যথাসম্ভব প্রাচীনকালের রীতিতে। কাজেই আমরা বড় ও আরামদায়ক যাত্রি-জাহাজ ছেড়ে একখানি ছোট ডাক-ষ্টীমারে উঠলাম। এই ষ্টীমারখানি ব্রিন্দিসি ও সাণ্টা মরার মধ্যে যাতায়াত করত। আমরা সাণ্টা মরাতে নামলাম। কারণ এখানেই ছিল প্রাচীন ইথাকার দৃশ্যাবলী। আর ঐখানেই আছে সেই শৈলটি যার ওপর থেকে সাফো নৈরাশ্যে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিল। এখনও আমি যখন মনে মনে এই পথে যাত্রা করি তখন বাইরনের কবিতার সেই কয়েকটি চরণ আমার মনে পড়ে সে-সময়ে যা মনে এসেছিল।···

সাণ্টা মরাতে আমরা সকলে একখানি নৌকো ভাড়া করলাম। তখন জুলাই মাসের প্রখর রৌদ্র ছিল। নৌকোখানিতে ছিল দু'জন নাবিক। তারা আমাদের নীল আইয়োনীয় সমুদ্র দিয়ে নিয়ে গেল। আমরা অ্যামব্রেসিয়া উপসাগরে প্রবেশ করলাম। এবং কারভাসারাস শহরের ঘাটে নামলাম। শহরটি ছোট।

এখান থেকে ভাড়া করলাম, একখানি জেলেডিঙ্গি। রেমণ্ড হাত-পা নেড়ে ও দুটি চারটি গ্রীক ভাষার সাহায্যে মাঝিকে বুঝিয়ে দিলে, ইউলিসিস যে-ভাবে সমুদ্র-যাত্রা করেছিলেন, আমরা যথা-সম্ভব তেমন ভাবে সমুদ্র-পথে চলতে চাই। মাঝি যে ইউলিসিসের কথা বিশেষ বুঝল তা বোধ হল না, কিন্তু অনেকগুলি টাকা দেখে নৌকো চালাতে উৎসাহিত হ'ল। সমুদ্রে বেশি দূর যেতে তার ইচ্ছা হচ্ছিল না ; সে বহুবার আকাশের দিকে দেখিয়ে বলতে লাগল "বুম" "বুম", আর, সমুদ্রের দিকে হাত বাড়িয়ে বুঝিয়ে দিতে লাগল, ঝড় উঠবে ; সমুদ্রকে বিশ্বাস করা যায় না।···চলতে চলতে আমার ওডেসির অনেকগুলি চরণ মনে পড়তে লাগল।···তবে আমাদের সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরতে হল না।

আমরা থামলাম, এপিরাস উপকূলে, ছোট তুর্কী-শহর প্রিভেসাতে। সেখানে কিছু খাবার কিনলাম—এক তাল চীজ, পাকা জলপাই ও শুকনো

মাছ। নৌকোতে কোন আশ্রয় ছিল না; কাজেই প্রখর রৌদ্রে সেই চীজ ও শুকনো মাছের যে গন্ধ ভোগ করেছিলাম তা আমি মৃত্যুকাল অবধি ভুলতে পারব না। নৌকাখানিও আবার সেই সঙ্গে দুলছিল। মাঝে মাঝে বাতাস পড়ে আসছিল; সেইজন্য আমাদের বসতে হচ্ছিল দাঁড়ে। অবশেষে সন্ধ্যায় আমরা কারভারাসে এসে নামলাম।

শহরবাসীরা সকলে সমুদ্র-তীরে ছুটে এল আমাদের অভিনন্দন জানাতে। মাকিন-ভূমিতে খ্রীষ্টফার কলম্বাসের প্রথম পদার্পণ সেখানকার অধিবাসীদের মনে এর চেয়ে বেশি বিস্ময়ের সঞ্চার করে নি—রেমণ্ড ও আমি যখন তীরে নেমে মাটিতে চুম্বন করলাম, তখন তারা কৌতূহলে হতবাক হয়ে গেল। রেমণ্ড বায়রনের কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল।···

বাস্তবিক আনন্দে হয়েছিলাম অর্দ্ধোন্মাদ। আমাদের ইচ্ছা হচ্ছিল সেখানকার অধিবাসীদের সকলকে আলিঙ্গন করি।···

বহু দূর পরিভ্রমণ করে অবশেষে আমরা এসে পৌছলাম পবিত্র হেলাসে!...

কারভারাসে কোন হোটেল ছিল না, কোন রেলপথও নেই। সে রাতে আমরা একখানি ঘরে ঘুমোলাম; সরাইয়ে ঐ একখানি মাত্র ঘর পাওয়া গেল। তবে আমরা বিশেষ ঘুমোতে পারলাম না। প্রথমত, রেমণ্ড সারারাত ধরে সক্রেটিসের মনীষার এবং প্লেটোর নিষ্কাম প্রেমের স্বর্গীয় সুষমার আলোচনা করলে; দ্বিতীয়ত আমাদের শোবার জায়গা হয়েছিল শক্ত তক্তার ওপর; তৃতীয়ত হেলাসের হাজার হাজার ক্ষুদে বাসীন্দারা আমাদের শোষণ করবার চেষ্টায় রইল।

সকালে আমরা গ্রামখানি পরিত্যাগ করলাম; মা বসলেন, একখানা দু ঘোড়ার গাড়িতে; আমরা চললাম হেঁটে লরেল-শাখা কেটে নিয়ে তাঁর গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে। সারা গ্রামের লোক বহুদূর আমাদের পিছন পিছন

এল। দু' হাজার বছর আগে ম্যাসিডানাধিপতি ফিলিপস যে-পথ ধরে গিয়েছিলেন আমরা সেই প্রাচীন পথটি ধরে চলতে লাগলাম।

*   *   *   *

কারভাসারাস থেকে আগ্রিনন যেতে যে-পথটি আমরা ধরে ছিলাম সেটা ভীষণ, রুক্ষ, মহান্ পর্ব্বতমালার মধ্যদিয়ে ঘুরে-ফিরে গেছে। সুন্দর প্রভাত-বাতাস স্ফটিকের মতো নির্ম্মল। আমরা লঘুপদে উড়ে চলেছি, মাঝে মাঝে গাড়িখানির আগে লাফাতে লাফাতে চলি আর আনন্দে চীৎকার ও গান করি। সেই প্রাচীন অ্যাচেলাস নদীটি পার হবার সময় এলিজাবেথের সজল মিনতি সত্ত্বেও রেমণ্ড ও আমি তার স্বচ্ছ জলে ডুব দেবার বা দীক্ষিত হবার জন্য জিদ ধরলাম। আমরা বুঝতে পারি নি তার স্রোত কত প্রখর; নদীটি আমাদের প্রায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

পথের এক জায়গায় এক জোড়া ভীষণ মেষ-রক্ষী কুকুর দূর গোলাবাড়ি থেকে মাঠ পার হয়ে আমাদের দিকে ছুটে এল। আমাদের সাহসী কোচায়ানটি তার প্রকাণ্ড চাবুকখানা দিয়ে তাদের ভয় না দেখালে তারা নিশ্চয়ই আমাদের আক্রমণ করত।

পথের ধারে একটি সরাইয়ে আমরা জলযোগ করলাম। সেখানে সেই প্রথম পান করলাম কিসমিস্ দেওয়া সুরা। জিনিষটি ছিল প্রাচীনকালের চামড়ার বোতলে। সুরাটুকু লাগল কাঠের পালিশের মতো; কিন্তু মুখ বিকৃত করেও আমরা বললাম, উপাদেয়।

অবশেষে আমরা এসে পৌছলাম প্রাচীন ষ্ট্রাটোস নগরীতে। এই নগরীটি নির্ম্মিত হয়েছিল তিনটি পাহাড়ের ওপর। গ্রীক ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এই আমাদের প্রথম অভিযান। ডোরিক স্তম্ভসারি দেখে আমরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। পশ্চিম-পাহাড়ের ওপর ছিল দেবতা জিউসের মন্দির ও তার চত্বর। রেমণ্ড আমাদের সেদিকে নিয়ে যেতে লাগল।

আমাদের প্রথম কল্পনার সামনে অস্তমান সূর্যের লাল আলোয় ফুটে উঠল এক স্বপ্ন-ছবি—তিনটি পাহাড়ের ওপর সুন্দরী নগরীটি।

শ্রান্তদেহে আমরা রাত্রে অ্যাগ্রিননে এসে পৌছলাম; মন আনন্দে ভরপুর। পরদিন সকালে আমরা ঘোড়ার গাড়িতে রওনা হলাম, মিসোলোঙঘিতে। এই নগরীটির ভূমি হয়ে ছিল বীরদের রক্তে রঞ্জিত। তারই মাঝে আছে কবি বাইরনের সমাধি। এই নগরের সমস্ত অধিবাসী, পুরুষ, নারি ও শিশুকে তুর্কিরা হত্যা করেছিল। তারা নগরীটিকে অবরোধ করে। শত্রুর কবল থেকে দেশকে মুক্ত করবার জন্য নগরের সকলে প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়।

মনে বেদনার ভার ও চোখে জল নিয়ে মুমূর্ষু আলোকে আমরা মিসোলোঙঘি থেকে যাত্রা করলাম পাট্রাসের দিকে। ছোট ষ্টীমার-খানির ডেকে দাঁড়িয়ে দেখলাম, নগরটি দূরে সরে যেতে যেতে মিলিয়ে যাচ্ছে।

পাট্রাসে পৌছে আমরা দোটানায় পড়লাম, কোন দিকে যাব—ওলিমপিয়ায়, না, এথেনসে? কিন্তু পারথিননেরই পরিশেষে জয় হ'ল। আমরা এথেনস যাত্রা করলাম। ট্রেন উজ্জ্বল দেশটির মধ্য দিয়ে ছুটে চলতে লাগল। কখনও আমাদের চোখে পড়ে তুষার মৌলী ওলিমপিয়া পর্ব্বত, কখন আমাদের দু পাশে দেখা যায় জলপাইকুঞ্জ যেন বনবালাগণ নানাভঙ্গিতে নৃত্য করছে। আমাদের আনন্দের সীমা নেই। আমাদের চিত্ত প্রক্ষোভ থেকে থেকে এমন প্রবল হয়ে উঠ্‌তে লাগল যে, আমরা তা প্রকাশের জন্য সজল নেত্রে কেবল পরস্পরকে জড়িয়ে ধরতে লাগলাম। ছোট ছোট ষ্টেশনগুলিতে গাড়ি এসে থামে, আর জড়বুদ্ধি চাষীরা আমাদের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। সম্ভবত তারা ভাবছিল, আমরা উন্মাদ বা মাতাল; কিন্তু আমরা সন্ধানে বেরিয়েছিলাম শ্রেষ্ঠতম ও উজ্জ্বলতম জ্ঞানের—অ্যাথেনার নীল নয়ন দুটির।

সেদিন সন্ধ্যায় নীল-লোহিত কিরীটি এথেনসে এসে পৌছলাম। সকালে কম্পিত হৃদয়ে তার মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে উঠ্‌তে লাগলাম। আমাদের হাত-পা কাঁপতে লাগল। উঠ্‌তে উঠ্‌তে আমার বোধ হল, এতদিন আমি যে জীবন বয়ে বেড়িয়েছি তা নানা রঙের বসনের মতো খসে পড়েছে; যেন আমি আগে জীবিত ছিলাম না; যেন আমি সেই সৌন্দর্য্য-ভাঁরের মধ্যে এই প্রথম জন্মগ্রহণ করলাম।

পেনটেলিকাস পর্ব্বতের আড়াল থেকে সূর্য্য উঠছিল। আলোয় ফুটে উঠ্‌ছে পর্ব্বতটির নির্ম্মলতা আর ঝলমল করছে তাঁর মর্ম্মর দেহের ঐশ্বর্য্য। আমরা প্রপিলার শেষ ধাপটিতে উঠে দাঁড়ালাম, এবং উষালোকে উজ্জ্বল মন্দিরটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। আমরা পরস্পরের কাছ থেকে একটু সরে দাঁড়ালাম; কেননা এখানকার সৌন্দর্য্য এমন নিষ্কলুষ, পবিত্র যে ভাষায় মলিন হয়ে যায়। আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যানের আনন্দে মগ্ন হয়ে রইলাম।

এখন আমরা সকলে একজায়গায় সমবেত হয়েছি—আমার মা ও তাঁর চারটি সন্তান। আমরা স্থির করলাম, ডানকান-বংশের মধ্যে আর কাউকে আবশ্যক নেই। অপরে আমাদের এতদিন আদর্শ থেকে বিপথে পরিচালিত করেছে। পারথিনন দেখে আমাদের বোধ হতে লাগল, আমরা পরিপূর্ণতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছি। আমাদের মনে প্রশ্নের উদয় হতে লাগল, এথেনস ছেড়ে যাবার আমাদের আবশ্যক কি? আমাদের সৌন্দর্য্যবোধশক্তি চরিতার্থ করবার যা কিছু সবই তো রয়েছে এখানে। হয়তো লোকে একথা ভেবে বিস্মিত হতে পারে, জনগণের সম্মুখে আমার সাফল্য ও যশোলাভের পর, আমার মনে ফিরে যাবার বাসনা জাগে নি কেন। তার সার কথা হচ্ছে এই যে, আমি যখন এই তীর্থযাত্রা করি তখন আমার মনে যশোলাভ বা অর্থার্জ্জন এদুটির কোনটিই ছিল না। এটা ছিল একেবারে আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে তীর্থ-যাত্রা; আমার

বোধ হয়েছিল আমি যা অন্বেষণ করছি তা হচ্ছে অদৃশ্যলোকবাসিনী দেবী অ্যাথেনা যিনি এখনও পারথিননের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বাস করছেন তাঁকে। সেইজন্য আমরা সিদ্ধান্ত করলাম, ডানকান-বংশ চিরকাল এথেনসেই বাস করবে এবং এইখানেই একটি মন্দির নির্ম্মাণ করবে, যা হবে আমাদের বৈশিষ্ট্য।

বারলিনে আমার অভিনয় থেকে যে টাকা ব্যাঙ্কে জমে উঠেছিল আমার কাছে মনে হচ্ছিল তা অফুরন্ত। সেইজন্য আমরা মন্দিরের উপযোগী একটি জায়গা খুঁজতে বার হলাম। আমাদের মধ্যে যে সুখী হ'ল না, সে অগাষ্টিন। সে চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে রইল; অবশেষে বলে ফেলল, তার স্ত্রী ও মেয়েকে ছেড়ে সে থাকতে পারছে না। আমরা বললাম, তার এটা দুর্ব্বলতা। কিন্তু সে বিবাহিত এবং একটি সন্তানও আছে। কাজেই তাদের আনা ছাড়া আর উপায় নেই দেখে আমরা সম্মত হলাম।

ছোট মেয়েটিকে নিয়ে তার স্ত্রী এসে পৌছল। তার সাজ-পোষাক ফ্যাসান দোরস্ত, পায়ে পঞ্চদশ লুইর আমলের হিল-উঁচু জুতো। তার হিলের দিকে আমরা অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করতে লাগলাম; কারণ পারথিননের শ্বেত মর্ম্মর মেঝেটি যাতে নোঙরা না হয়, সে জন্য আমরা সকলে স্যানডাল পরতে আরম্ভ করে ছিলাম। কিন্তু সে স্যানডাল পায়ে দিতে অত্যন্ত আপত্তি জানালো। আমাদের পোষাকও আমরা বদলে ফেলে ছিলাম। একালের গ্রীকদের বিস্ময় জাগিয়ে সে কালের গ্রীকদের পোষাক আমরা পরতে আরম্ভ করেছিলাম।

গ্রীক পোষাক পরে মাথায় ফিতে বেঁধে আমাদের মন্দিরের জন্য আমরা জায়গার সন্ধান করে বেড়াতে লাগলাম। আটিকার সমস্ত উপত্যকা, প্রান্তর আমরা অন্বেষণ করলাম, কিন্তু আমাদের মন্দিরের উপযোগী জায়গা খুঁজে পেলাম না। অবশেষে একদিন হিয়েসটাসের দিকে যেতে যেতে—এখানে আছে বড় বড় মৌচাক এবং জায়গাটি মধুর জন্য বিখ্যাত—

আমরা একটা উঁচু জায়গায় উঠতেই রেমণ্ড হঠাৎ সেখানে তার হাতের লম্বা লাঠিখানা রেখে বললে-"দেখ, আমারা অ্যাক্রোপোলিসের সঙ্গে সমভূমিতে রয়েছি।"

সত্যই পশ্চিম দিকে তাকিয়ে আমাদের চোখে পড়ল, অ্যাথেনার মন্দিরটিকে। সেটিকে দেখাচ্ছিল একেবারে আমাদের কাছে যদিও বাস্তবিক পক্ষে আমরা ছিলাম তার কাছ থেকে প্রায় চার মাইল দূরে।

কিন্তু জায়গাটিতে গোলমাল ছিল। প্রথমত কেউ জানত না জায়গাটি কার। সেটা ছিল এথেন্স থেকে অনেক দূর; কেবল রাখালেরাই সেখানে মেষাদি চরাবার জন্য আসত। এই কথাটি বার করবার জন্য আমাদের অনেক সময় লাগল যে, তার মালিক হচ্ছে চারটি চাষী পরিবার। তাদের অধিকারে জায়গাটি আছে প্রায় এক শ' বছর। ওপর থেকে নিচে সেটা ছিল নানা ভাগে বিভক্ত। অনেক অন্বেষণের পর আমরা সেই পরিবার পাঁচটির কর্ত্তাদের বার করে জিজ্ঞাসা করলাম, তারা জায়গাটি বিক্রয় করতে চায় কি না। তারা অতিমাত্রায় বিস্মিত হল; কেননা সে পর্য্যন্ত কেউ জায়গাটার জন্য কোন আগ্রহ দেখায় নি। পাথুরে জায়গা; তাতে কাঁটা গাছ ছাড়া আর কিছু জন্মে না। তা ছাড়া, পাহাড়টার কাছে কোথাও জল নেই। সে অবধি কেউই জায়গাটাকে কোন কাজের বলে মনে করত না। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে আমরা জানালাম যে সেটা আমরা কিনতে চাই, তার মালিকরা একসঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলে জায়গাটি অমূল্য। তারা অসম্ভব একটা দাম চেয়ে বসল।

তাসত্ত্বেও ডানকান-গোষ্ঠী সেটা কিনতে দৃঢ়সংকল্প হয়েছিল। সেই পাঁচটি পরিবারকে আমরা হাত করবার চেষ্টা করলাম। তাদের ভোজে নিমন্ত্রণ করলাম; তাতে মেষ ও অন্যান্য লোভনীয় খাদ্যের ব্যবস্থা করা হল। আমরা তাদের 'রাকি'—সেদেশের সুরা—পান করালাম। ভোজের সময় এক জন এথেনীয় উকিলের সাহায্যে আমরা বিক্রয়-দলিল তৈরি

করলাম; চাষীরা সকলেই ছিল নিরক্ষর। সেজন্য তাতে টিপসই দিলে। জমির দামটা অনেক দিতে হলেও আমরা মনে করলাম, ভোজটা সার্থক হয়েছে। যে রুক্ষ টিপিটা প্রাচীনকাল থেকে কোপানোজ নামে পরিচিত ছিল, তার মালিক হল এখন—ডান্‌কান্‌ গোষ্ঠী।

তার পরের কাজ হ'ল কাগজ ও নক্সা আঁকবার যন্ত্রপাতি নিয়ে বাড়ির নক্সা তৈরি করা। আগামেমনের প্রাসাদ যে-নক্সা অনুসারে তৈরি হয়েছিল, রেমণ্ড এই বাড়িখানির নক্সাও করতে চাইল ঠিক তারই অনুকরণে। সে স্থপতিদের সাহায্য উপেক্ষা করে নিজেই মজুর ও পাথর টানা গাড়ি এবং লোকজন নিযুক্ত করলে। আমরা স্থির করলাম, আমাদের মন্দিরের ভিত্তি-প্রস্তরের উপযোগী হতে পারে কেবল মাত্র পেনটেলিকাস পর্ব্বতের পাথর। তারই উজ্জ্বল দেহ থেকে পারথিননের স্তম্ভসারি কেটে বার করা হয়েছিল। কিন্তু পর্ব্বতটির সানুদেশে যে লাল রঙের পাথর ছিল আমাদের সন্তুষ্ট হতে হল তাই কেটে নিয়ে।

সেদিন থেকে দেখা যেতে লা'গল পাহাড়টির কাছ থেকে আসছে লাল রঙের পাথর বয়ে গাড়ির সারি। প্রত্যেকটি গাড়ি আমাদের মন্দিরের জায়গাটিতে পাথর উজাড় করে দেয়, আর সেই সঙ্গে আমরা খুশী হয়ে উঠি।

অবশেষে ভিত্তি-স্থাপনার দিনটি এল। এই ঘটনাটি যোগ্য উৎসবে সম্পন্ন করতে হবে বলে আমরা স্থির করলাম। আমাদের মধ্যে একজনেরও অনুষ্ঠানাদির দিকে ঝোঁক ছিল না; আমরা প্রত্যেকে আধুনিক বিজ্ঞান ও স্বাধীন চিন্তায় সে বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলাম। তবুও আমরা মনে করতে লাগলাম গ্রীক প্রথায় একজন পুরোহিত ভিত্তি-স্থাপন করলে সুন্দর ও যোগ্য অনুষ্ঠান হবে। চারধারে কয়েক মাইলের মধ্যে যে-সব চাষী ছিল এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য আমরা তাদের আমন্ত্রণ করলাম।

বৃদ্ধ পুরোহিত এলেন; তাঁর গায়ে কালো পোষাক, মাথায় কালো টুপি, মুখে কালো ভেল। তিনি বলির জন্য আমাদের কাছে একটা কালো

মুরগী চাইলেন। এই প্রথাটি চলে আসছে অ্যাপোলোর মন্দিরের সময় থেকে বাইজানটাইন পুরোহিতগণের মারফৎ। কিছু কষ্টের সঙ্গেই কালো মুরগী সংগ্রহ করা হ'ল। আমরা সেটা ও বলিদেবার ছুরিখানা পুরোহিতের হাতে দিলাম। ইতিমধ্যে সেই অঞ্চলের নানা দিক থেকে চাষীর দল এসে পৌছেছিল; তাদের সঙ্গে এসেছিলেন শহরের জন কতক ফ্যাসান-দোরস্ত ব্যক্তি। শেষ বেলার দিকে লোকের ভিড় বেশ জমে উঠল।

বৃদ্ধ পুরোহিত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে অনুষ্ঠান আরম্ভ করলেন। বাড়ির ঠিক ভিত্তিটি তিনি আমাদের দেখিয়ে দিতে বললেন। আমরা চতুষ্কোণ জায়গাটার ওপর দিয়ে নেচে দেখিয়ে দিলাম; রেমণ্ড ইতিমধ্যে মাটির ওপর নক্সা এঁকেছিল। তারপর বাড়ির সব চেয়ে কাছে যে-ভিত্তি-প্রস্তরখানি পড়ে ছিল, সেখানির কাছে গেলেন এবং ঠিক যখন সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে তখন মুরগীটির গলা কেটে তার রক্তধারা পাথরখানার ওপর ছড়িয়ে দিলেন। একহাতে রক্তমাখা ছুরিখানা, আর একহাতে নিহত পাখীটি ধরে তিনি গম্ভীরভাবে তিনবার চতুষ্কোণ ভিত্তি-ভূমির ওপর ঘুরলেন। তারপর আরম্ভ হ'ল প্রার্থনা ও মন্ত্র উচ্চারণ।...বাড়িখানি মা ও আমাদের চার ভাইবোনের নাম সংকল্প করা হল। তাঁর প্রার্থনাদি শেষ হলে দেশের প্রাচীনকালের সঙ্গীত-যন্ত্রাদি নিয়ে উপস্থিত হ'ল গায়ক ও বাদকের দল। সুরা ও রাকির বড় বড় পিপে খোলা হ'ল। পাহাড়ের ওপর জ্বালা হ'ল, প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড। আমরা, প্রতিবেশী ও চাষাদের সঙ্গে মিশে সারা রাত সুরাপানে ও নাচে আনন্দ করলাম।

আমরা সংকল্প করলাম, চিরকাল গ্রীসে বাস করব। কেবল তাই নয়, শপথ করলাম, আমাদের মধ্যে আর কেউ বিয়ে করবে না। অগাষ্টিনের স্ত্রীকে আমরা ভাল চোখে দেখলাম না। আমরা নিয়ম করলাম, ডানকান-গোষ্ঠী ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কেউ থাকবে না। কোপানোজে

আমরা কিভাবে জীবন কাটাব তারও নিয়ম গঠিত হ'ল। প্লেটোর রিপাবলিকে যে-বিধি আছে আমাদের নিয়মগুলিও গঠিত হল তারই অনুকরণে। নিয়ম হল, আমরা সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে শয্যা ত্যাগ করব। উদীয়মান সূর্য্যের সম্বর্দ্ধনা করব নৃত্য ও আনন্দ সঙ্গীতে। তারপর পান করব একবাটি করে ছাগ-দুগ্ধ। সকালটি অতিবাহিত হবে সে অঞ্চলের অধিবাসীদের নাচ ও গানের শিক্ষায়। তারা গ্রীকদেবতাদের পূজাদি করবে এবং একালের ভয়ঙ্কর পোষাক-পরিচ্ছদ বর্জ্জন করবে। তারপর আমাদের শাকসব্জীর লঘু আহারের পর—কেননা আমরা নিরমিষাশী হবার সিদ্ধান্ত করে ছিলাম—বিকেলটা আমরা কাটাব ধ্যানধারণায়, সন্ধ্যা কাটবে দেবাদির উৎসবে তারই উপযুক্ত সঙ্গীতের সাহচর্য্যে।

তারপর কোপানোজের ইমারৎ তৈরির কাজ আরম্ভ হ'ল। আগামেমননের প্রাসাদের দেওয়াল ছিল দু' ফুট পুরু; কাজেই কোপানোজের দেওয়ালও হবে দু ফুট পুরু। দেওয়ালগুলোর কিছুদূর গাঁথা না হলে আমরা বুঝতেই পারলাম না, পেনটেলিকাস থেকে কত লাল রঙের পাথর দরকার হবে আর প্রত্যেক গাড়ি বোঝাই পাথরের খরচ লাগবে কত। কয়েক দিন পরে আমরা সেই জায়গাটির কাছে খোলা জায়গায় তাঁবুতে রাত কাটবার সিদ্ধান্ত করলাম।

তখন হঠাৎ এবং বেশ ভাল করেই আমরা সচেতন হয়ে উঠলাম যে, চারধারে কয়েক মাইলের মধ্যে কোথাও এক ফোঁটা জল নেই। হাইমেটাস পর্ব্বতের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, অনেকগুলি ঝরণা ও ছোট ছোট স্রোতস্বতী সেখান থেকে বয়ে আসছে। সেই পর্ব্বতেই আছে শত শত মৌচাক। তারপর তাকিয়ে দেখলাম, পেন্‌টেলিকাস্ পর্ব্বতের দিকে। তার চূড়ার চির-তুষার গলে ঝরণার আকারে ঝরে পড়ছে। হায়! কোপানোজ একেবারে শুষ্ক, জলহীন। সবচেয়ে কাছে যে ঝরণাটি আছে সেটিও প্রায় চার মাইল দূরে।

কিন্তু রেমণ্ড কিছুতেই দমল না ; সে আরও মজুর নিযুক্ত করে তাদের দিয়ে কূয়া খোঁড়াতে আরম্ভ করলে। খুঁড়তে খুঁড়তে সে নানা রকমের প্রাচীন জিনিষ-পত্রের ধ্বংসাবশেষ পেতে লাগল। সে বললে, এই পাহাড়টির ওপরে ছিল একখানি প্রাচীন গ্রাম। কিন্তু আমার ধারণা হ'ল সেখানে ছিল একটা গোরস্থান। সে যত খুঁড়তে লাগল, ততই নিচেটা দেখা যেতে লাগল শুষ্ক। অবশেষে কোপানোজে বৃথা জলের সন্ধান করে আমরা এথেনসে ফিরে এলাম অ্যাক্রোপলিসে যে অশরীরীগণ বাস করেন জল পাব কিনা তাঁদের কাঁছ থেকে তা জানবার উদ্দেশ্যে। রাত্রে সেখানে যাবার একখানা বিশেষ অনুমতি-পত্র শহর থেকে সংগ্রহ করলাম। তারপর থেকে আমরা ডাইওনিসাসের ক্রীড়া-ভূমিতে গিয়ে বসলাম। সেখানে অগাষ্টিন গ্রীক বিয়োগান্ত নাটক থেকে আবৃত্তি করত, আর আমরা প্রায়ই নাচতাম।

নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ। এথেনসের অধিবাসীদের কারো সঙ্গে আমরা মিশতাম না। এমন কি যেদিন চাষীদের কাছ থেকে শুনতে পেলাম, গ্রীসের রাজা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেড়াতে আমাদের মন্দির দেখতে এসেছিলেন সেদিনও বিচলিত হলাম না। কারণ আমরা তখন বাস করছি অন্য রাজাদের রাজত্বে—অ্যাগামেমনন, মেনেলস ও প্রাইয়াম এঁদের অধীনে।

১২

এক জ্যোৎস্নারাতে আমরা ডাইওনিসাসের রঙ্গশালায় বসে আছি এমন সময় শুনতে পেলাম একটি বালকের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর রাতের অন্তরে ভেসে চলেছে। তাতে আছে করুণ, অপার্থিব ভাব যা কেবল

বালকদের কণ্ঠস্বরেই থাকে। হঠাৎ তার সঙ্গে যোগ দিলে আর একটি, তারপর আর একটি। তারা একটি প্রাচীন গ্রীক গান গাইছিল। আমরা মুগ্ধ হয়ে বসে রইলাম।

রেমণ্ড বললে, "প্রাচীন গ্রীক কোরাসের ছেলেদের কণ্ঠস্বর নিশ্চয়ই ছিল এই রকমের।"

পরের রাতেও এই সঙ্গীতের পুনরনুষ্ঠান হ'ল। আমরা তাদের কিছু টাকা দিলে, তৃতীয় রাতে দলটি আরও বাড়ল। ক্রমে জ্যোৎস্নারাতে ডাইওনিসাসের রঙ্গশালাটি হয়ে উঠল এথেনসের কিশোরদের গানের আড্ডা। তারা আমাদের গান শোনাতে লাগ্‌ল।...

আমাদের মাথায় এল, এই সব গ্রীক কিশোরদের দিয়ে আবার সেই প্রাচীনকালের আদি গ্রীক কোরাস গড়ে তোলা যাক্। আমরা প্রতি রাতে সেই রঙ্গশালায় প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে দিলাম; যে কিশোর সব চেয়ে প্রাচীন গ্রীক গান এনে দিতে পারত তাকে পুরস্কার দিতে লাগলাম। একজন বাইজানটীয় সঙ্গীতের ওস্তাদেরও সাহায্য নিলাম। এই ভাবে আমরা দশটি গ্রীক বালককে দিয়ে গড়ে তুললাম একটি কোরাস। এই কিশোর দশটির সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের তুলনা সারা এথেনসে ছিল না।...আমাদের দিনগুলি বেশ আনন্দে কেটে যেতে লাগল। আমাদের অধ্যয়ন, গৃহনির্ম্মাণ ও ইস্‌চিলাসের কোরাসগানের সঙ্গে নাচের মধ্যে আমাদের আর কিছুর আবশ্যকও ছিল না। তবে আমরা মাঝে মাঝে প্রমোদ-ভ্রমণে যেতাম পাশের গ্রামগুলিতে।...

একদিন বন্দোবস্ত করলাম, এলিসিসে বেড়াতে যাবার। জায়গাটা এথেনস থেকে সাড়ে তেরো মাইল দূর। সমুদ্রের ধারে প্লেটোর প্রাচীন উপবনের পাশ দিয়ে যে সাদা, ধুলোভরা রাস্তাটা চলে গেছে আমরা তার ওপর দিয়ে স্যানডাল পায়ে নাচতে নাচতে চললাম। আমরা প্রাচীন গ্রীক দেবতাগণের কৃপাভিক্ষা করছিলাম; সেইজন্য না হেঁটে নাচতে

লাগলাম।…পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল সমুদ্র ও সালামিস দ্বীপ। এইখানে হয়েছিল, সুবিখ্যাত সালামিসের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে গ্রীকরা পারসিক বাহিনীকে ধ্বংস করে স্বাধীনতা অর্জ্জন করে। ঘটনাটি প্রায় চব্বিশশত শতাব্দী পূর্ব্বের।…

প্রকৃতপক্ষে প্রায় সারা পথই আমরা নেচে পার হলাম। পথে থামলাম কেবল একটি ছোট খ্রীষ্টীয় গির্জ্জায়। তার গ্রীক পুরোহিত আমাদের সবিস্ময়ে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে তাঁর গির্জ্জায় গিয়ে তাঁর সুরার স্বাদগ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করলেন। আমরা দুদিন এলিসিসে থাকলাম। সেখানে কত রহস্য জড়ানো রয়েছে। সেগুলিকে দেখে বেড়ালাম। তৃতীয় দিনে এথেনসে এলাম ফিরে, কিন্তু একক নয়, সঙ্গে এলেন ইস্‌চিলাস, ইউরিপাইডিস্ সোফোক্লিস ও অ্যারিসটোফেনেসের

প্রত্যহ প্রভাতে আমরা প্রপিলনে আরোহণ করি। এই শৈলটির সমগ্র ইতিহাস আমরা জানতে পেরেছিলাম। আমাদের গ্রন্থগুলি এনে তাদের পাঠের সঙ্গে প্রত্যেকখানি পাথর মিলিয়ে দেখতাম।…

রেমণ্ড তার নিজের কয়েকটি মৌলিক আবিষ্কার করেছিল। সে এলিজাবেথের সঙ্গে অ্যাক্রোপোলিসে কিছুকাল কাটিয়েছিল মন্দিরটি রচিত হবার আগে সেখানে যে-সব ছাগল চরতে আসত তাদের ক্ষুরের চিহ্ন আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে। বাস্তবিকপক্ষে তারা কতকগুলি ক্ষুরের ছাপ পেয়েও ছিল! কেননা অ্যাক্রোপোলিসটি নির্ম্মাণের সূচনা প্রথমে হয় একদল রাখালের দ্বারা। তারা নিজেদের ও ছাগ-পালের জন্য এখানে একটি আশ্রয় গড়ে তোলে। ছাগ-পাল যে-পথে যাওয়া-আসা করত রেমণ্ড ও এলিজাবেথ তাও খুঁজে বার করে।…

এথেনসে সে সময়ে বইছিল বিদ্রোহের হাওয়া। রাজা ও ছাত্রগণের মধ্যে বিরোধ ঘনিয়ে উঠেছিল এই নিয়ে যে, ষ্টেজে কোন্ ভাষা ব্যবহৃত

হবে, প্রাচীন বা আধুনিক। ছাত্রেরা প্রাচীন গ্রীক ভাষার পক্ষ নিয়ে নিশান হাতে দলে দলে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত। কোপানোজ থেকে এথেনসের হোটেলে আমাদের ফিরে আসবার দিন তারা আমাদের গাড়ি ঘিরে ধরলে এবং আমাদের প্রাচীন গ্রীক পোষাকের জয়ধ্বনি দিতে লাগল। গাড়ি থেকে নেমে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে বললে। প্রাচীন গ্রীসের খাতিরে আমরাও স্বেচ্ছায় তাই করলাম।···সেই দশটি গ্রীক বালক এবং বাইজানটীয় ওস্তাদটি নানারঙের ঢিলা টিউনিক পরে প্রাচীন গ্রীক ভাষায় ইসচিলাসের কোরাস গাইলে আর আমি নাচলাম। ছাত্রেরা আনন্দে পাগল হয়ে গেল।

রাজা এই খবর শুনে, রয়াল থিয়েটারে এই অনুষ্ঠানটি আবার করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু রাজপরিবার ও নানাদেশের রাজদূতগণের সম্মুখে রয়াল থিয়েটারে এই অনুষ্ঠানের অভিনয় আবার হ'ল বটে, কিন্তু জনসাধারণের থিয়েটারে ছাত্রদের সম্মুখে যেমনটি হয়েছিল তেমনটি আর হ'ল না; এর ভেতর না ছিল প্রাণ, না ছিল উন্মাদনা-শক্তি। সাদা দস্তানা-পরা হাতের তালিতে আমি অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলাম না।

অভিনয়ের শেষে রাজা এলেন আমার সাজঘরে। তিনি রয়ালবক্সে রাণীর সঙ্গে আমাকে দেখা করতে বললেন। যদিও তাঁরা খুব প্রশংসা করলেন, তবুও আমি অনুভব করলাম, আমার আর্টের প্রতি তাঁদের সত্যকারের দরদ নেই; তাঁরা সমঝদার ন'ন। রাজপুরুষগণের কাছে সেরা নাচ হচ্ছে ব্যালেট।

এই ঘটনাগুলি যখন ঘটছিল তখন আমি জানতে পারলাম, ব্যাঙ্কে আমার টাকা নিঃশেষিত হয়েছে। মনে পড়ে রাজকীয় অভিনয়ের পর সারারাত আমি ঘুমোতে পারলাম না। সকাল হলে আমি একক গেলাম অ্যাক্রোপোলিসে।

ডাইওনিসাসের রঙ্গশালায় গিয়ে আমি নাচলাম, অনুভব করতে লাগলাম এই শেষ। তারপর প্রপিলিয়াতে আরোহণ করে প্যারথিননের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালাম। হঠাৎ আমার বোধ হ'ল, আমাদের সকল স্বপ্ন সাবানের রঙিন বুদ্বুদের মতো ফেটে গেল; আমরা এ-যুগের মানুষ ছাড়া আর কিছু নয় এবং কিছু হতেও পারি না। প্রাচীন গ্রীকদের মনের অধিকারী হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই যে অ্যাথেনার মন্দিরটির সামনে দাঁড়িয়ে আছি এখানে এক সময়ে দাঁড়িয়ে ছিল অন্য ধাতের মানুষ। যতই হোক আমি একজন স্কচ-আইরিশ-মার্কিন। হয়তো গ্রীকদের চেয়ে রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গেই আমার সম্পর্ক বেশি। হেলাসে এক বৎসর বাস করবার চমৎকার স্বপ্নটি হঠাৎ ভেঙে গেল। বাইজানটীয় গ্রীক সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা ম্লান হতে ম্লানতর হয়ে যেতে লাগল।...

তিন দিন পরে, ষ্টেশনে আমাদের অনুরাগীদের ভিড়ের মধ্যে ও সেই দশটি গ্রীক বালকের মাতাপিতাকে কাঁদিয়ে আমরা এথেনস থেকে ভিয়েনা যাবার পথে ট্রেনে উঠলাম। ষ্টেশনে আমি গায়ে জড়িয়ে ছিলাম, সাদা ও নীল রঙের নিশান। সেই দশটি গ্রীক বালক ও জনতা চমৎকার গ্রীক প্রার্থনা-সঙ্গীত গাইতে লাগল।

যখন আমি গ্রীসের সেই বৎসরটির দিকে তাকাই সেই যে দু' হাজারেরও বেশি বৎসর পূর্ব্বে যে-সৌন্দর্য্য সুষমা ছিল, যা হয়তো আমরা বুঝি না বা অন্য কারোই বোধগম্য নয় তার কাছে আমাদের যাবার সেই প্রয়াস তখন মনে হয় সত্যই তা ছিল অতি সুন্দর।...

হেলাস ত্যাগ করে আমরা সেই দশটি গ্রীকবালক ও বাইজানটীয় ওস্তাদকে নিয়ে একদিন সকালে এসে পৌছলাম, ভিয়েনায়।

১৩

আমরা চেষ্টা করছিলাম গ্রীক কোরাস্ ও প্রাচীন শোকাবহ গ্রীক নাচকে পুনরুজ্জীবিত করতে। প্রচেষ্টাটি অবশ্যই মূল্যবান; কিন্তু কার্য্যকারিতার দিক থেকে একেবারে ব্যর্থ।

আমরা একদিন সকালে ভিয়েনায় ফিরে অষ্ট্রীয় জনসাধারণের সম্মুখে ইস্চিলাসের "মিনতির" কোরাস্ গানের ব্যবস্থা করলাম; গ্রীক ছেলে দশটি গাইলে, আর, আমি নাচলাম। এই অভিনয়ে ছিল, "ডানাউসের পঞ্চাশটি কন্যা।" কিন্তু একক আমার এই ক্ষীণ দেহের পক্ষে পঞ্চাশটি তরুণীর মনোভাব প্রকাশ কষ্টকর হয়ে উঠল; কিন্তু বহুর এক অনুভূতি ও ভাব ছিল আমার মধ্যে। আমি যথাসাধ্য করলাম।

বুডাপেষ্ট থেকে ভিয়েনা চারঘণ্টার পথ। কিন্তু পারথিননে আমার এক বৎসর বাস আমাকে বুডাপেষ্ট থেকে এমন বিচ্ছিন্ন করেছিল যে, রোমিও এই চারঘণ্টার পথ পার হয়ে আমাকে দেখতে এল না, এতে আমি অদ্ভুত কিছু দেখলাম না। ব্যাপারটি 'অসাধারণ'। আর বাস্তবিকপক্ষে এ কথা আমার মনেও হ'ল না যে, তার তা করা উচিত ছিল। আমি গ্রীককোরাসে এমন মগ্ন ছিলাম যে, তার প্রতি আমার অনুরাগ আমার সমস্ত শক্তি ও হৃদয়াবেগ হরণ করে নিয়েছিল। সত্য কথা বলতে কি, তার কথা আমি কখন ভাবিই নি। বরং আমার সারা সত্তা ব্যাপৃত ছিল জ্ঞানান্বেষণে···সেই সময়ে এইসব কিছু ছিল একটি লোকের সঙ্গে বন্ধুত্বে আবদ্ধ। এই লোকটি ছিলেন—হারমান বার। তিনি ছিলেন ধীমান।

তিনি বছর দুই আগে ভিয়েনায় কুনৎসলার হাউসে শিল্পীদের সম্মুখে আমাকে নাচতে দেখেছিলেন। আমি গ্রীক কোরাস বালকদের নিয়ে ফিরে এলে আমার আর্টের প্রতি তাঁর গাঢ় অনুরাগ জাগে। তিনি ভিয়েনায় সংবাদপত্রে একটি চমৎকার সমালোচনা লেখেন।

হারমান বারের বয়স সে সময়ে হবে হয়তো ত্রিশ বৎসর।...যদিও তিনি অভিনয়ের পর প্রায়ই আমার হোটেলে আসতেন; আমাদের দুজনের গল্প করতে করতে সকাল হয়ে যেত, যদিও আমি প্রায়ই তাঁর সামনে গ্রীক কোরাসের নাচের পর নাচে, আমি যা বলতে চাই তা বুঝিয়ে দিতাম, তবুও আমাদের মধ্যে এমন কিছু ছিল না যাকে হৃদয়াবেগ বা আর কিছু বলা যায়। কিন্তু সন্দিগ্ধমনারা একথা বিশ্বাস করতে চাইবেন না।...আমার সারা জীবন তখন কেন্দ্রীভূত হয়ে ছিল আমার আর্টে।

ভিয়েনার কার্‌ল্‌ থিয়েটারে আবার আমি সাফল্য লাভ করলাম। কিন্তু দর্শকেরা সেই দশটি গ্রীক ছেলেদের নিয়ে আমি যে-কোরাসের অভিনয় করতাম তার প্রতি তেমন আগ্রহবান ছিল না; অভিনয় শেষে আমি যখন "নীল দানিয়ুব" নাচ নাচতাম তখন তারা উল্লসিত হয়ে উঠত।...

অর্থে ও যশে পূর্ণ হয়ে ভিয়েনা থেকে আবার আমরা এলাম, মিউনিচে। সেখানে আমার গ্রীক কোরাসের আগমন অধ্যাপক ও মনীষীগণের মধ্যে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমহলেও বেশ সাড়া পড়ে গেল। কেবল আমি একক পঞ্চাশজন তরুণীর স্থান পূরণের পক্ষে হলাম অনুপযুক্ত।...

কিন্তু বার্লিনে আমি মিউনিচের মতোই কোন সাড়া পেলাম না; দর্শকেরা বলে উঠল, "নাচুন, নীল দানিউ; গ্রীক-কোরাস গড়ে তোলার কাজ থাক।"

ইতিমধ্যে নূতন পরিবেষ্টনী গ্রীকবালকগণের দেহেমনে প্রভাব বিস্তার করছিল। হোটেলের মালিক কয়েকবার তাদের অশিষ্ট আচরণ ও রুক্ষ মেজাজ সম্বন্ধে আমার কাছে অভিযোগ করেছিলেন। তারা চাইত কালো রুটি, কালো পাকা জলপাই ও কাঁচা পেঁয়াজ। তাদের দৈনিক খাদ্যের সঙ্গে এসব না থাকলে তারা হোটেলের ওয়েটারদের ওপর ভীষণ রেগে উঠত—কখন কখন তাদের মাথায় গোমাংসভাজা ছুড়ে মারত এবং ছুরি

নিয়ে তাড়া করত। কয়েকবার কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর হোটেল থেকে তাদের বার করে দেবার পর আমি বার্লিনে আমার ঘরগুলোর সম্মুখ দিকে বৈঠকখানায় দশখানা খাট পেতে তাদের জায়গা করে দিয়েছিলাম।

তাদের আমরা মনে করতাম শিশু। সেইজন্য তাদের প্রাচীন গ্রীক পোষাক ও স্যানডাল পরিয়ে প্রত্যহ সকালে টায়ারগারটেনে বেড়াতে নিয়ে যেতাম। এই বিচিত্র শোভাযাত্রার আগে আগে আমি ও এলিজাবেথ একদিন যেতে যেতে কাইজারিনকে দেখতে পেলাম। তিনি আসছিলেন ঘোড়ায় চড়ে। তিনি মনে এমন আঘাত পেলেন ও আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন যে, মোড়ের মাথায় গিয়ে ঘোড়া থেকে গেলেন পড়ে। কেননা তাঁর প্রুষীয় অশ্বটিও এই ধরনের দৃশ্য কোন দিন দেখে নি বলে ভড়কে গিয়ে লাফালাফি আরম্ভ করে দিয়েছিল।

এই সুন্দর গ্রীক ছেলেগুলি আমাদের সঙ্গে ছিল মাত্র ছ' মাস। তারপর আমরা লক্ষ্য না করে পারলাম না যে, তাদের দিব্যকণ্ঠ বেসুর হয়ে এসেছে। এমন কি বার্লিনের জনসাধারণও কানাঘুষা করছে। আমিও পঞ্চাশজন তরুণীর স্থান একক পূরণে আপ্রাণ চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু কাজটি অত্যন্ত গুরুভার। ছেলেগুলির ওস্তাদটিও কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। বাইজানটীয় সঙ্গীত থেকে তাঁর চিত্ত যেন ক্রমেই বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছিল। তার প্রতি সকল আগ্রহ, উৎসাহ তিনি রেখে এসেছিলেন, এথেনসে। তিনি মাঝে মাঝে অনুপস্থিত হতে লাগলেন; এবং তা হয়ে উঠল ঘন ঘন ও দীর্ঘকালের জন্য। আর ব্যাপারটি চরমে উঠল যখন পুলিশ আমাকে জানাল যে আমাদের ছেলেগুলি রাত্রে গোপনে জানালা দিয়ে বাইরে পালায়। আমরা যখন ভাবি তারা ঘুমোচ্ছে, তারা তখন সস্তার হোটেলগুলোতে যায় এবং সেখানে শহরের জঞ্জালগুলোর সঙ্গে আলাপ জমায়।

আরও এক কথা, ডাইওনিসাসের রঙ্গভূমিতে তাদের যে সরল, দিব্য-কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম, বার্লিনে পৌঁছবার পর থেকে তা একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেকেই দেহে বেড়ে উঠেছিল, ছ'ইঞ্চি করে। প্রত্যেক রাতেই অভিনয়ে তাদের সে স্বরলহরী আর ধ্বনিত হত না, তা হয়ে উঠেছিল এক ভয়ঙ্কর কোলাহল বিশেষ।...কাজেই একদিন বহু আলোচনার পর, আমরা তাদের আধুনিক পোষাকে সাজিয়ে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে গেলাম রেল ষ্টেশনে। এবং সকলকে সেকেণ্ড ক্লাস গাড়িতে চড়িয়ে এথেন্সের টিকিট কিনে দিয়ে সস্নেহ বিদায় প্রদান করলাম। তারা চলে গেল। গ্রীক-কোরাস পুনঃ প্রবর্ত্তনের কাজটিও আমরা তুলে রেখে দিলাম ভবিষ্যতের জন্য।

গোড়া থেকেই নাচকে আমি কল্পনা করে নিয়ে ছিলাম কোরাস বা সমষ্টির মনোভাবের বিকাশরূপে। সেইজন্য ডানাউসের পঞ্চাশটি কন্যার মনোবেদনা আমি একক দর্শকগণের সম্মুখে বিকাশ করতাম।...একটি অর্কেষ্ট্রাকেও সৃষ্টি করবার আশা করেছিলাম এই ভাবে।...

ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রাসে আমাদের বাড়িতে সাপ্তাহিক বন্ধু সমাগম হত। এখন তা হয়ে উঠল শিল্প ও সাহিত্যে আলোচনার কেন্দ্র। নাচকে সুকুমার কলারূপে এখানে অনেক আলোচনা হ'ত। কারণ জারমানরা প্রত্যেক কথাকেই অত্যন্ত আন্তরিকতা ও অনুরাগের সঙ্গে গ্রহণ করে এবং তা নিয়ে গভীর চিন্তা করে থাকে। আমার নাচ হয়ে উঠল প্রবল ও প্রচণ্ড তর্ক-বিতর্কের বিষয়। সমস্ত সংবাদ-পত্রে কলাম-ভরা আলোচনা থাকত। তাতে কখন আমাকে উল্লেখ করা হ'ত, এক নবাবিষ্কৃত নাচের প্রতিভারূপে, বা আমি প্রকৃত চিরন্তন নাচ অর্থাৎ ব্যালেটকে ধ্বংস করছি এই অনুযোগ দিয়ে। অভিনয়ের পর আমি হোটেলে গিয়ে বহু রাত অবধি কান্টের দর্শন পাঠ করতাম।...

যে-সব শিল্পী ও লেখক আমাদের বাড়িতে আসতেন তাঁদের মধ্যে একটি তরুণ ছিলেন। তাঁর ললাটখানি ছিল প্রশস্ত, চষমার পিছনে তীক্ষ্ণ এক

জোড়া চোখ। তিনি বলতেন, তাঁর ব্রত হচ্ছে আমার কাছে নিৎসের প্রতিভার মর্ম্ম প্রকাশ করা। আমি নাচের যে বিকাশ খুঁজছিলাম তিনি বলতেন, একমাত্র নিৎসের মধ্যেই তা সম্ভব। এই তরুণটির নাম ছিল—কারল ফেডারন।...আমার নাচের অনুষ্ঠাতা চাইছিলেন আমি জারমানির বড় বড় শহরে গিয়ে নাচ দেখাই। তাতে আমার যশ ও অর্থ দুই-ই বৃদ্ধি পেত। কিন্তু আমি তা চাইছিলাম না। আমি চাইছিলাম পড়াশুনা করতে, আমার গবেষণা চালিয়ে যেতে, একটা নাচের ও গতি-ভঙ্গিমার সৃজন করতে যার অস্তিত্ব তখনও ছিল না। তা ছাড়া একটা স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, যা আমার সারা শৈশবে মন জুড়ে ছিল, গাঢ় হতে ক্রমে গাঢ়তর হয়ে উঠতে লাগল।

আমার ষ্টুডিওতে থাকবার এবং পড়াশুনা করবার বাসনা অনুষ্ঠাতাটিকে একেবারে নিরাশ করে ফেলল। তিনি আমাকে দেশ-ভ্রমণের জন্য বিরামহীন মিনতিতে অস্থির করে তুললেন। লণ্ডন ও অন্যান্য দেশের সংবাদ-পত্রাদি দেখাতে লাগলেন। সেগুলিতে আমার পর্দ্দাখানির ও পোষাকের নকল ছিল। আমার নাচের অনুকরণে নাচেরও ছবি ছিল। কিন্তু সে-সব মৌলিক বলে তখন নির্ব্বিবাদে চলে যাচ্ছে। লোকে সেগুলি দেখে বাহবা দিচ্ছে। অতএব ঐ-সব দেশে আমার নিজের যাওয়া দরকার। তবুও আমি বিচলিত হলাম না।...আমি যখন তাঁকে জানিয়ে দিলাম, সারা সময়টা থাকব বেইরুথে, রিচার্ড ওয়ানারের সঙ্গীতের তালে আনন্দে নাচব, তখন তাঁর বিরক্তির সীমা থাকল না। এই সঙ্কল্প দৃঢ় হতেই একদিন আমার বাড়িতে এলেন রিচার্ড ওয়ানারের বিধবা পত্নী কোসিমা ওয়ানার।...

১৪

মে মাসের এক মনোরম প্রভাতে আমি এসে পৌঁছলাম, বেইরুথে। গোয়ারজ অ্যাডলার হোটেলে বাসা নিলাম। আমার একখানি ঘর ছিল সব চেয়ে বড় ; সেই ঘরে আমি রাখলাম একটি পিয়ানো। প্রত্যহ আমি ফ্রাউ কোসিমার কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেতে লাগলাম, হয় খাবার বা জল-যোগের অথবা সন্ধ্যাটা ভিলা ওয়ানফ্রাইডে তাঁর সঙ্গে গল্প করে কাটাবার। সেখানে রাজকীয় ভাবে অতিথির সম্বর্দ্ধনা করা হ'ত।···ফ্রাউ কোসিমার অতিথিগণের মধ্যে থাকতেন জারমানির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণী, জ্ঞানী, শিল্পী ও সঙ্গীতবিদ্। আবার ডিউক, ডাচেস বা নানাদেশের রাজ-পুরুষগণও আসতেন।

রিচার্ড ওয়ানারের সমাধিটি ছিল ওয়ানারের বাড়ি ভিলা ওয়ানফ্রাইয়েডের বাগানের মধ্যে। লাইব্রেরির জানালা থেকে সেটা দেখা যেত। জলযোগের পর ফ্রাউ কোসিমা আমার হাত ধরে আমাকে নিয়ে বেড়াতেন সমাধির চারধারে; আর গল্প করতেন মধুর, বিষণ্ণ ও অসীমের আশা নিয়ে।

সন্ধ্যায় সঙ্গীতের আসর বসত, একসঙ্গে চারজন করে যন্ত্র বাজাতেন। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন বিখ্যাত বাদক। সেই সকল গুণীগণের মধ্যে আমার সাদাসিধা পোষাকে যে তাঁরা আমাকে গ্রহণ করতেন তাতে আমি গর্ব্ব অনুভব করতাম। আমি ওয়ানারের বিখ্যাত অপেরা সঙ্গীত ট্যানহসার পাঠ শুরু করলাম।···

সকাল থেকে সন্ধ্যা, ছোট পাহাড়টির ওপর সেই লাল ইষ্টক-দেউলে অপেরা-সঙ্গীতের মহলায় আমি উপস্থিত থাকতাম। সেইজন্য সঙ্গীতের ঘোর সর্ব্বদাই আমার মনে লেগে থাকত। সেই সঙ্গীত ভাল

করে বুঝবার জন্য আমি অপেরাগুলির বিষয়-বস্তু কণ্ঠস্থ করেছিলাম; সেগুলির কাহিনীতে আমার অন্তর পরিসিক্ত হয়ে উঠেছিল।...

সোয়ার্জ অ্যাডলার (কালো ঈগল) হোটেলটিতে ছিল ভিড় ও আরামের অভাব। একদিন হারমিটেজের বাগানে বেড়াতে বেড়াতে একটি পাথরের বাড়ি আবিষ্কার করলাম। তার স্থাপত্যশিল্প ছিল অতি চমৎকার। এই বাড়িখানি নির্ম্মাণ করেন ব্যাভেরিয়ার রাজা "পাগলা" লাডউইগ। এইটে ছিল প্রাচীন মারগ্রেভ-(পবিত্র প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের কতকগুলি রাজপুরুষের উপাধি) গণের মৃগয়া-ভূমি। খুব বড় ও চমৎকার বাসের ঘর তাতে ছিল; সেখান থেকে পাথরের সিঁড়ি নেমে গিয়েছিল মনোরম উদ্যানে। বাড়িখানি পড়ে ছিল ভাঙা-চোরা অবস্থায়। তাতে এক বৃহৎ চাষী পরিবার বিশ বছর ধরে বাস করছিল। অন্তত গ্রীষ্মকালের জন্য বাড়িখানি ছাড়তে আমি তাদের প্রচুর চাপ দিলাম। তারপর আমি রাজমিস্ত্রি ও ছুতার লাগিয়ে দিলাম। ভিতরের দেওয়ালগুলোতে পলেস্তারা ও হালকা, কোমল সবুজ রঙ লাগানো হল। বার্লিনে গিয়ে কাউচ, কুশন, গভীর বেতের চেয়ার ও বইয়ের ফরমাজ দিলাম। পরিশেষে বাড়িখানির দখল নিলাম। বাড়িখানির নাম ছিল—ফিলিপের বিশ্রাম।

বেইরুথে আমি ছিলাম একক। মা ও এলিজাবেথ সুইৎজারল্যাণ্ডে গ্রীষ্মযাপন করছিলেন। রেমণ্ড কোপানোজ তৈরির কাজ চালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে ফিরে গিয়েছিল, তার প্রিয় এথেনসে। সে আমাকে প্রায়ই টেলিগ্রাম করত। "কুয়ার কাজ এগোচ্ছে। সামনের সপ্তাহে জল পাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত। টাকা পাঠাও।"

এই ভাবে চলতে লাগল। শেষে কোপানোজের খরচ এমন জমে উঠল যে আমি ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম।

বুডাপেষ্টের পর থেকে যে দুটি বৎসর কেটেছিল, সে দুটি বৎসরে

আমি নিষ্কলুষ জীবন-যাপন করছিলাম। আমার এমন অবস্থা হয়েছিল, যেন আমি কুমারী। এক সময়ে আমার সকল সত্তা, দেহ, মন সবই গ্রীসের প্রতি প্রবল উৎসাহে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, এখন হল ওয়ানারের প্রতি। আমার ঘুম হল পাতলা এবং বিগত সন্ধ্যায় যে গান শিখি তাই গাইতে গাইতে জেগে উঠি। কিন্তু আবার আমার অন্তরে সুপ্তি ভেঙে প্রেম জেগে উঠল; যদিও সম্পূর্ণ অন্যভাবে। অথবা এটা কি সেই একই কন্দর্প, কেবল তার মুখোশটি অন্য?

আমার বন্ধু মেরি ও আমি সেই বাড়িখানিতে একক থাকতাম। কেননা তাতে ভৃত্যদের কোন ঘর না থাকায় আমার ভৃত্য ও পাচক কাছেই এক সরাইয়ে থাকত।

এক রাত্রে মেরি আমাকে ডাকলে, "ইসাডোরা, আমি তোমাকে ভয় দেখাতে চাই না, কিন্তু জানালার কাছে এস। ঐ সামনে, একটা গাছ-তলায়, প্রত্যেক রাতে বারোটার পর ঐ লোকটা তোমার জানালা দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। আমার ভয় হয়, লোকটা চোর। ওর কু-মতলব আছে।"

সত্যই এক খর্ব্বাকৃতি, কৃশ ব্যক্তি আমার জানালার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি আশঙ্কায় শিউরে উঠলাম, কিন্তু হঠাৎ চাঁদখানি মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর মুখখানি আলোকিত করে তুলল। মেরি আমার হাত চেপে ধরল। আমরা দুজনেই হেনরিক থোডের আনন্দময় উজ্জ্বল মূর্ত্তিখানি দেখতে পেলাম। আমরা জানালা থেকে সরে এলাম। দুজনেই স্কুলের ছাত্রীর মতো খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলাম। হয়তো প্রথম শঙ্কার প্রতিক্রিয়া।

মেরি আমার কানে কানে বললে—"এক সপ্তাহ ধরে উনি ওখানে ঐ ভাবে দাঁড়াচ্ছেন।"

আমি মেরিকে অপেক্ষা করতে বললাম। আমার রাতের পোষাকের

ওপর ওভারকোটটা 'পরে আমি লঘুপদে ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে হেনরিক থোড যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সোজা সেখানে গেলাম।…

তখন আমি জানতাম না, পরে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তাঁর দ্বিতীয় বিখ্যাত গ্রন্থ সেন্ট ফ্রানসিসের চরিতকথা সেই সময়ে রচনা করছিলেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ হচ্ছে মাইকেল এঞ্জেলোর জীবনচরিত। শ্রেষ্ঠ শিল্পী যাঁরা তাঁদের মনে যখন যে ভাব ও কল্পনার উদয় হয় তারই মাঝে নিজদের সত্তাকে তাঁরা বিকিয়ে দিয়ে থাকেন। সেই মুহূর্তে তিনি ছিলেন সেনট ফ্রানসিস্।

আমি তাঁর হাত ধরে তাঁকে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে টেনে ভিলায় নিয়ে এলাম; কিন্তু তিনি তখন স্বপ্নাচ্ছন্ন মানুষের মতো। আমার দিকে তাকাতে লাগলেন মিনতি ও আলোমাখা চোখে। তাঁর দিকে আমি ফিরে তাকাতেই হঠাৎ উর্দ্ধে উন্নীত হ'লাম; তাঁর সঙ্গে আমি চলতে লাগলাম স্বর্গের উজ্জ্বল পথে, প্রেমের এমন অনুপম আনন্দ আমি পূর্ব্বে কখন অনুভব করি নি। তা আমার সমস্ত সত্তাকে রূপান্তরিত করে দিলে; সব উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেই দৃষ্টি কিছুক্ষণ থাকার পর—জানি না প্রকৃত সময়ানুসারে তা কতটুকু—নিজেকে দুর্ব্বল ও বিহ্বল বোধ হতে লাগল। আমার সকল ইন্দ্রিয় অবশ হয়ে এল এবং অব্যক্ত পরিপূর্ণ-স্বর্গ-সুখে আমি তাঁর বুকে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লাম। যখন আমি জেগে উঠলাম তখনও সেই আশ্চর্য্য চোখ দুটি আমার দিকে তাকিয়ে আছে।…

আবার আমি অনুভব করতে লাগলাম যেন স্বর্গের পথে উঠছি। থোড নত হয়ে আমার চোখদুটিতে ও ললাটে চুম্বন করলেন; কিন্তু এই চুম্বন পার্থিব ভোগবৃত্তির নয়। কোন কোন সন্দিগ্ধমনার পক্ষে একথা বিশ্বাস করা কঠিন। তা সত্ত্বেও একথা সত্য যে, সে রাতে বা তারপর থেকে প্রতি রাতে থোড পার্থিব ভোগবৃত্তির ঈষৎ বলের আভাষও দেন নি। আমার যে ইন্দ্রিয়গুলি দু' বৎসর ধরে সুপ্ত ছিল, সেগুলি অপার্থিব আনন্দে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আমার এই সময়কার দেহ-মনের অবস্থা অবর্ণনীয়।…

থোড আমার কাছে আর্টের আলোচনা করতেন। তিনি দান্তের ডিভাইন কমেডির সমগ্রটুকু আমাকে পড়ে শুনিয়েছিলেন এবং সেণ্ট ফ্রান্সিসের জীবন-চরিতের প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ লেখা শেষ হলে তা এনে আমাকে শুনিয়ে যেতেন। পাঠ ও আলোচনায় বহু রাত হত। অনেক সময় সকাল হয়ে যেত।

আমার অন্তর ছিল রণভূমির মতো; অ্যাপোলো, ডাইওনিসাস, খ্রীষ্ট, নিৎসে ও রিচার্ড ওয়ানার তার দখল নিতে দ্বন্দ্ব করতেন।...

আমি খুশী যে, যে-কালে আমার তারুণ্য ছিল, সে-কালে লোকে এখনকার মত এমন আত্ম-চেতন ছিল না; সেকালে তারা জীবন ও আনন্দকে এমন ঘৃণা করত না। লোকে বীয়ারপান ও সসেজ ভক্ষণ করলেও সেগুলি তার জ্ঞানানুশীলন ও আধ্যাত্মিক জীবনে বিঘ্ন ঘটাতো না...সে-সময়ে শারীরিক কৃশতাকেও আধ্যাত্মিকতার তুল্য বলে গণ্য করা হ'ত না।...সেজন্য অনেককে বীয়ার পান করতে ও সসেজ খেতে দেখেছি কিন্তু তার পরক্ষণেই দেখেছি তাঁরা আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক আলোচনা করছেন।

৯৫

আমি যখন লণ্ডনে ছিলাম, তখন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আরনেস্ট হেকেলের গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করি। তাতে বিশ্ব-রহস্য সম্বন্ধে তিনি যে-মনোরম ও পরিষ্কার আলোচনা করেছেন তা আমার মনে গম্ভীর রেখাপাত করে। তাঁর গ্রন্থগুলি আমার মনে যে গভীর ছাপ ফেলেছিল আমি তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে একখানি পত্র লিখি। সে চিঠিতে

নিশ্চয়ই এমন কিছু ছিল যা তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে; কারণ পরে আমি যখন বার্লিনে নাচি, তখন তিনি তার উত্তর দেন।

কাইজার সে-সময়ে আরনেষ্ট হেকেলকে নির্ব্বাসিত করেছিলেন। তাঁর স্বাধীন চিন্তার জন্য তিনি বার্লিনে আসতে পারতেন না! কিন্তু আমাদের মধ্যে চিঠি-পত্র চলত। আমি বেইরুথে থাকবার সময় যে উৎসবের আয়োজন হচ্ছিল তাতে উপস্থিত থাকবার জন্য তাঁকে নিমন্ত্রণ করি।

এক বাদল প্রভাতে আমি একখানা দু ঘোড়ার খোলা গাড়ি নিয়ে—সে সময়ে মোটর গাড়ি ছিল না—ষ্টেশনে যাই আরনেষ্ট হেকেলকে আনতে। শ্রেষ্ঠ পুরুষটি তো ট্রেন থেকে নামলেন। ষাট বৎসরের বেশি বয়স হলেও তাঁর দেহখানি ছিল চমৎকার ও ব্যায়াম-গঠিত; মুখে শুভ্র শ্মশ্রু, মাথার চুলগুলি সাদা। তিনি পরে ছিলেন বিচিত্র, ঢিলা পোষাক। তাঁর হাতে ছিল একটি ক্যামবিশের ব্যাগ। এর আগে আমরা কেউ কাউকে দেখি নি। তবুও আমরা নিমেষে পরস্পরকে চিনতে পারলাম। তৎক্ষণাৎ তাঁর বিশাল বাহু দিয়ে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন; আমার মুখখানি ডুবে গেল তাঁর শ্মশ্রুরাশির মধ্যে। তাঁর সারা দেহ থেকে বার হচ্ছিল স্বাস্থ্য, বল ও ধীশক্তির সুরভী; অবশ্য ধীশক্তির সুরভী আছে একথা যদি বলা যায়।

তিনি আমার সঙ্গে বাড়িতে এলেন; তাঁর ঘরখানি আমরা ফুলে সাজিয়ে রেখেছিলাম। তারপর আমি ছুটলাম, ভিলা ওয়ানফ্রাইয়েডে ফ্রাউ কোসিমাকে এই শুভ সংবাদটি দিতে যে, সুবিখ্যাত আরনেষ্ট হেকেল এসে পৌঁছেছেন এবং আমার আতিথ্যগ্রহণ করেছেন। তিনি 'পারসিফ্যাল' অভিনয় শুনতে আসবেন।

আমি আশ্চর্য্য হলাম যে, সংবাদটি তিনি খুশী মনে গ্রহণ করলেন না। আমি বুঝতে পারি নি যে, ফ্রাউ কোসিমার বিছানার ওপর ক্রুশ ও টেবিলের ওপর যে মালাটি ঝুলছিল, তা কেবল অলঙ্কার নয়। তিনি ছিলেন সত্যকারের ক্যাথলিক ও বিশ্বাসী। যে ব্যক্তি বিশ্ব-

রহস্য লিখেছিলেন, চার্লস ডারুইনের পর প্রচলিত বিশ্বাসে সব চেয়ে বেশি আঘাত দিয়েছিলেন যিনি তিনি ভিলা ওয়ানফ্রাইয়েডে আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা লাভ করতে পারলেন না। সরল ও সোজা ভাবে হেকেলের শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধার কথা আমি ব্যক্ত করলাম। ফ্রাউ কোসিমা কুণ্ঠার সঙ্গে ওয়ানার থিয়েটারে তাঁকে একটি আসন দিলেন; কারণ আমি ছিলাম তাঁর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমাকে তিনি বিমুখ করতে পারলেন না।

সেদিন বিকেলে বিস্মিত দর্শকগণের সম্মুখে, একটি অঙ্কের পর আমি গ্রীক টিউনিক পরে স্যানডাল পায়ে আরনেষ্ট হেকেলের সঙ্গে পাশাপাশি বেড়াতে লাগলাম। তাঁর শুভ্র মস্তকটি জনতার সকলের ওপর রইল উঁচু হয়ে।

"পারসিফ্যাল" অভিনয় চল্‌তে লাগল। হেকেল নির্ব্বাক হয়ে রইলেন। তৃতীয় অঙ্ক অবধি আমি বুঝতেই পারি নি যে, এই অতীন্দ্রিয়লোকানুভূতি তাঁর চিত্তকে স্পর্শ করছে না। তাঁর মন পরিপূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক; পুরাকাহিনীর মোহিনীকে স্বীকার করে না।

ভিলা ওয়ানফ্রাইয়েডে তিনি আহারের নিমন্ত্রণ পান নি বা তাঁর জন্য কোন উৎসবের আয়োজন হয় নি বলে আমি তাঁর সম্মানার্থে 'আরনেষ্ট হেকেল' উৎসবের কথা চিন্তা করছিলাম। আমার নিমন্ত্রিতবর্গের মধ্যে বুলগেরিয়ার রাজা ফারডিনানড থেকে আরম্ভ করে হেনরিক থোড প্রভৃতি নানা ধরনের ব্যক্তি ছিলেন।

উৎসবের সময় আমি হেকেলের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করে, তাঁর সম্মানার্থে নাচলাম। হেকেল আমার নাচ-সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন; তার তুলনা করলেন প্রকৃতির সর্ব্বব্যাপী সত্যের সঙ্গে এবং বললেন তা হচ্ছে একত্বের বিকাশ। তা উদ্ভূত হয়েছে একই উৎস থেকে এবং বিবর্ত্তনের গতিও এক। তারপর গান গাইলেন, এক বিখ্যাত গায়ক। আমাদের

ভোজ হ'ল; হেকেল বালকের মতো হাসি-খুশীভরা আচরণ করতে লাগলেন। আমরা পান-ভোজন করলাম ও ভোর অবধি গান গাইলাম।

তা সত্ত্বেও আমার বাড়িতে তাঁর প্রথামতো পরদিন তিনি সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে শয্যাত্যাগ করলেন। ঘুম থেকে উঠেই তিনি আমার ঘরে আসতেন। এবং তাঁর সঙ্গে আমাকে পাহাড়ের চূড়ায় বেড়াতে যেতে বলতেন। কিন্তু তাতে তাঁর মতো আমার আগ্রহ ছিল না। কিন্তু তাঁর সঙ্গে বেড়াতে গেলে জ্ঞানবৃদ্ধি হ'ত; তিনি যেতে যেতে পথের প্রত্যেকটি পাথর, প্রত্যেকটি গাছ এবং প্রত্যেক ভূস্তর-সম্বন্ধে মন্তব্য করতেন।

পরিশেষে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দেবতার মতো সেখানে দাঁড়িয়ে প্রশংসমান দৃষ্টিতে প্রকৃতির সৃষ্টি নিরীক্ষণ করতেন। তিনি পিঠে বয়ে নিয়ে যেতেন তাঁর ইজেল ও রঙের বাক্স। তিনি বনের গাছপালা এবং পাহাড়ের প্রস্তর-সমাবেশের স্কেচ করতেন। চিত্রকর হিসেবে তিনি ছিলেন ভালই কিন্তু শিল্পীর দৃষ্টি তাঁর ছিল না। ছবিগুলিতে থাকত বৈজ্ঞানিকের নিপুণ পর্য্যবেক্ষণের রূপ। আমি বলছি না যে, আরনেষ্ট হেকেল আর্টের সমঝদার ছিলেন না, কিন্তু তাঁর কাছে আর্ট ছিল প্রাকৃতিক বিবর্ত্তনের বিকাশমাত্র। আমি যখন পারথিননের বিষয় তাঁর কাছে আলোচনা করতাম, তখন তাঁর জানবার বিশেষ আগ্রহ হত তার পাথরগুলি কি রকমের এবং সেগুলি কোন্ স্তর ও পেনটেলিকাস পর্ব্বতের কোন্ দিক থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে।

এক রাত্রে ভিলা ওয়ানফ্রাইয়েডে বুলগেরিয়ায় রাজা ফারডিনানডের আগমন বার্ত্তা ঘোষিত হ'ল। প্রত্যেকেই উঠে দাঁড়ালেন এবং কানে কানে আমাকে উঠে দাঁড়াতে বললেন। কিন্তু আমি ছিলাম, প্রচণ্ড রকমে ডেমোক্র্যাটিক; বেশ চালের সঙ্গে কাউচে হেলান দিয়ে বসে রইলাম। ফারডিনানড অবিলম্বে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কে? এবং যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মনে বিরূপতার উদ্রেক করে আমার দিকে এগিয়ে

এলেন। তিনি বিনা আড়ম্বরে কাউচের ওপর আমার পাশে বসে তৎক্ষণাৎ গ্রীক পুরাবস্তুগুলির প্রতি তাঁর ভালবাসা সম্বন্ধে খুব চমৎকার ভাবে গল্প আরম্ভ করলেন। আমি তাঁর কাছে আমার স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপ্নটি ব্যক্ত করলাম, বললাম তার ফলে প্রাচীন জগৎকে পুনর্জীবন দান করবে।

তিনি উত্তরে এমন স্বরে বললেন, যাতে প্রত্যেকই শুনতে পায়, "চমৎকার কথা। আপনি আমার ওখানে চলুন। সেখানে কৃষ্ণসাগরের তীরে আপনার স্কুলটি স্থাপন করবেন।"

ব্যাপারটি চরমে উঠল যখন আমি তাঁকে একদিন রাত্রে আমার বাড়িতে আহারের নিবেদন জানালাম। আমার অভিনয়ের পর যদি তিনি আহার করেন, তাহলে আমার আদর্শের বিষয় তাঁর কাছে আমি আরও বেশি ব্যক্ত করতে পারি। তিনি নিজগুণে আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তাঁর কথাও রেখেছিলেন; আমাদের সঙ্গে আমার বাড়িতে এক মনোরম সন্ধ্যা যাপন করেছিলেন। এই বিশিষ্ট মানুষটিকে, এই কবি, শিল্পী, স্বপ্ন-বিলাসী ও সত্যকারের রাজকীয় ধীমান ব্যক্তিটির গুণের আদর করতে শিখেছিলাম।

আমার একটি বাটলারের কাইজারের মতো গোঁফ ছিল। ফারডিনানড আমার বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসায় সে খুব অভিভূত হয়ে পড়েছিল। সে যখন একখানা ট্রেতে শ্যামপেন ও স্যানডুইচ নিয়ে এল, তখন ফারডিনানড বললেন—"না, আমি শ্যামপেন কখনও ছুঁই না।" কিন্তু বোতলের গায়ে লেবেল দেখে বললেন—"ও—হাঁ—ফরাসী শ্যামপেন, আনন্দের সঙ্গে। সত্য কথা এই যে, এখানে জারমান শ্যামপেন খাইয়ে আমাকে বিষে জর্জরিত করা হয়েছে।"

আমার বাড়িতে ফারডিনানডের আগমন এবং তাঁর সঙ্গে নির্দোষভাবে বসে আর্টের বিষয় আলোচনাও বেইরুথে নানা মুখরোচক গুজবের সৃষ্টি করলে। কারণ ব্যাপারটা ঘটেছিল মাঝরাতে। প্রকৃতপক্ষে অন্য লোকে

যা করে তার চেয়ে একেবারে পৃথক ধরনে না হলে আমি কিছুই করতে পারতাম না, সেইজন্য তা লোকে সহ্য করতে পারত না।

আমার বাড়িতে অনেক কাউচ, কুশন ও গোলাপী রঙের আলো ছিল, কিন্তু কোন চেয়ার ছিল না। সেইজন্য কেউ কেউ সেটাকে দেখত অধর্ম্মের ফন্দি বলে। বিশেষ করে সুবিখ্যাত গায়ক ফন বারি প্রায়ই এসে সারারাত গান গাইতেন ও আমি নাচতাম বলে গ্রামের লোকে মনে করত সেটা ডাইনীর বাড়ি এবং আমাদের সেই নাচগানকে বলত "প্রচণ্ড মদ্য পানোৎসব।"

বেইরুথে একটি রেস্তোরাঁ ছিল। সেখানে শিল্পীদের জন্য নাচ-গানের ব্যবস্থা ছিল। রেস্তোরাঁটির নাম ছিল—"পেঁচা।" শিল্পীরা সেখানে বসে সারা রাত পান ও গান করতেন। কিন্তু সেই ব্যাপারটিতে লোকে কিছু মনে করত না। কারণ শিল্পীরা সকলে এমন আচরণ করতেন যা, লোকে বুঝতে পারত ; আর, তাঁদের পোষাকও ছিল, সাধারণ।

ভিলা ওয়ানফ্রাইয়েডে জন কয়েক পদস্থ তরুণ সৈনিকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তাঁরা প্রত্যহ সকালে তাঁদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন! আমি ঘোড়ায় চড়তাম টিউনিক ও স্যানডাল পরে, খালি মাথায়। ঘোড়াটি যখন ছুটে চলত, আমার চুলগুলো উড়ত বাতাসে। যেখানে ওয়ানারের অপেরা টান-হাউসারের মহলা চলছিল সেই বাড়িটা ছিল আমার বাড়ি থেকে দূর। সেইজন্য একজন সৈনিকের কাছ থেকে আমি একটা ঘোড়া কিনে ছিলাম। ঘোড়াটা পদস্থ সৈনিকের ছিল বলে তার অভ্যাস ছিল কাঁটার খোঁচা খাওয়া ; আর, তাকে চালানোও ছিল কঠিন। যখন সে দেখত তার সঙ্গে আমি একক আছি, সে নানা রকমের খেয়াল প্রকাশ করত। সেগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে, পথে প্রত্যেকটি পান-শালার দরজায় গিয়ে দাঁড়ান। ঐ সব জায়গায় সৈনিকেরা মদ্য পান করতেন। ঘোড়াটা সামনের পা দুখানা

মাটিতে চেপে যতক্ষণ না সেখান থেকে তার ভূতপূর্ব্ব মালিকের কোন বন্ধু বেরিয়ে এসে আমাকে পথে কিছুদূর এগিয়ে দিতেন ততক্ষণ সে কিছুতেই নড়তে চাইত না। আমার এই বেশে আমি পরিশেষে যখন মহলার জায়গায় গিয়ে পৌছতাম তখন শ্রোতাদের মধ্যে কি রকম সাড়া পড়ে যেত তা আপনারা কল্পনা করতে পারেন।

টানহসারের প্রথম অভিনয়ে আমার স্বচ্ছ টিউনিক, গোলাপী রঙের মোজাপরা ব্যালেট নর্ত্তকীগণের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। এবং শেষ মুহূর্ত্তে বেচারী ফ্রাউ কোসিমাও আর থাকতে পারেন নি। তাঁর এক মেয়ের হাতে তিনি আমাকে একটি সাদা সেমিজ পাঠিয়ে আমার স্বচ্ছ পোষাকটির নিচে পরবার মিনতি জানান।

কিন্তু আমি ছিলাম অটল। আমার নিজের ইচ্ছামতো আমি সাজব ও নাচব, নাহলে নাচবই না। "দেখবেন, বেশী দিন যাবে না, আপনাদের নর্ত্তকীরা আমি যেমন পোষাক পরছি ঠিক তেমন পোষাক পরবেন।" এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল।

কিন্তু সে-সময়ে আমার সুঠাম পদযুগল নিয়ে ঘোর দ্বন্দ্ব ও তুমুল আলোচনা চলছিল—আমার নিজের মখমলের মতো কোমল ত্বকই নীতি-সঙ্গত অথবা তাকে বীভৎস স্যালমন রঙের আঁট মোজা দিয়ে ঢেকে দেওয়া উচিত। সুন্দর চিন্তায় যখন নিষ্কলুষ দেহ অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে তখন ঐ কুৎসিত ও অশ্লীল স্যালমন-রঙের আঁট পোষাক দিয়ে তা ঢাকবার দরকার হয় না।

...গ্রীষ্মের অবসান হ'ল। শেষ দিনগুলি এল। থোড দেশের নানা জায়গায় বক্তৃতা দেবার জন্য চলে গেলেন। আমিও নিজে জারমানি ভ্রমণের আয়োজন করতে লাগলাম। আমি বেইরুথ থেকে রওনা হলাম; —কিন্তু আমার রক্তধারায় রয়ে গেল এক শক্তিশালী বিষ। সাইরেনের আহ্বান-ধ্বনি আমার কানে বাজতে লাগল...প্রেম ডাকছে মৃত্যুকে।...এরপর

গ্রীসের সৌন্দর্য্য ও ভাবধারা আমার মন থেকে চিরদিনের মতো মিলিয়ে গেল।

আমার ভ্রমণের পথে প্রথমে থামলাম হিডেলবুর্গে। এইখানে হেনরিককে ছাত্রগণের কাছে বক্তৃতা দিতে শুনলাম। তাদের কাছে তিনি আর্টের আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ সেই বক্তৃতার মাঝে তিনি আমার নামোল্লেখ করলেন; বললেন, একজন মার্কিন ইউরোপে সৌন্দর্য্যের এক নূতন রূপ এনেছেন। তাঁর প্রসংশায় আমার দেহ সুখে ও গর্ব্বে কাঁপতে লাগল। সে রাতে আমি ছাত্রদের সামনে নাচলাম। তারা পথে বিরাট শোভাযাত্রা করে আমাকে আমার হোটেলে নিয়ে এল।

থোডের পত্নী আমাকে অভ্যর্থনা করলেন, তিনি ছিলেন কোমলহৃদয়া নারী, কিন্তু থোড যে উচ্চস্তরে থাকতেন আমার বোধ হল তিনি একেবারেই তার যোগ্য নন। তিনি এত কাজের লোক ছিলেন যে, থোডের ভাবরাজ্যের সঙ্গিনী হয়ে উঠতে পারেন নি। বাস্তবিক পক্ষে জীবনের শেষভাগে থোড তাঁকে পরিত্যাগ করে এক বেহালাবাদিকা মহিলার সঙ্গে গার্ডাসীর তীরে বাস করতে চলে যান। ফ্রাউ থোডের একটি চোখ ছিল নীল, আর একটি চোখ ছিল ধূসর রঙের। তারফলে তাঁর চেহারাটিতে ছিল অসোয়াস্তির ভাব। পরে একটি বিখ্যাত মামলায় প্রকৃত পক্ষে এই মর্ম্মে পারিবারিক আলোচনা হয় যে, তিনি রিচার্ড ওয়াগনার বা ফন বুলোর সন্তান? তবে তিনি আমার প্রতি ছিলেন খুব সদয়; আর যদি তাঁর মনে কোন ঈর্ষার উদয় হয়ে থাকে, তা কখনও প্রকাশ করতেন না।...

যদিও থোডের সঙ্গে আমি বহু রাত্রি যাপন করে ছিলাম তবুও আমাদের মধ্যে কোন দৈহিক সম্পর্ক ছিল না। তা সত্ত্বেও আমার অনুভূতি তাঁর সাহচর্য্যে এমন সূক্ষ্ম ও প্রখর হয়ে উঠেছিল যে, মাত্র ঈষৎ স্পর্শ, কখন একটি দৃষ্টিতে প্রেমের গাঢ়তা ও সব চেয়ে তীব্র আনন্দ উপভোগ করতে পারতাম।...আমার মনে হয় এই অবস্থাটি এমন অনন্যসাধারণ ছিল

যে, বেশী দিন তা স্থায়ী হতে পারে না। কারণ অবশেষে আমি কিছুই খেতে পারতাম না; কেমন এক অবসন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। সেইজন্য আমার নাচ ক্রমেই হয়ে উঠছিল হাওয়ার মতো।

আমি এই ভ্রমণে চলেছিলাম একক; আমাকে দেখা-শুনা করবার জন্য আমার সঙ্গে ছিল কেবল একজন পরিচারিকা। ক্রমে আমার অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াল যে, রাত্রে আমি অনবরত শুনতে লাগলাম, হেনরিক আমাকে ডাকছেন এবং পরদিনই তাঁর কাছ থেকে চিঠি পেতাম। আমি কত রোগা এই নিয়ে লোকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল: এবং আমার শীর্ণ চেহারা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে লাগল। আমি আর ঘুমোতে বা খেতে পারতাম না, প্রায়ই সারা রাত জেগে থাকতাম।...এই অবস্থা দূর করবার বা এই যন্ত্রণা উপশমের কোন উপায় আমি করে উঠতে পারলাম না। অনবরত আমি দেখতে পেতাম হেনরিকের চোখ দুটি এবং শুনতে পেতাম তাঁর কণ্ঠস্বর। যে রাত্রে এমন অবস্থা হ'ত আমি যাতনায় নৈরাশ্যে বিছানা থেকে উঠে কেবল একটি ঘণ্টা, থোড়ের কাছে থাকবার জন্য রাত দুটোর সময় ট্রেনে চড়ে অর্দ্ধেক জারমানি পার হয়ে যেতাম। আবার সকালে আমার কাজে ফিরে আসতাম আরও যন্ত্রণা অন্তরে নিয়ে।...

এই ভয়ঙ্কর অবস্থার অবসান হ'ল আমার ম্যানেজার যখন রুষিয়ার জন্য একটি চুক্তি-পত্র আনলেন। বার্লিন থেকে সেণ্ট পিটারসবুর্গ (লেনিনগ্রাড) মাত্র দুদিনের পথ; যে মুহূর্ত্ত থেকে সীমান্ত পার হওয়া যায় তখনই মনে হয় যেন সম্পূর্ণ এক নূতন জগতে এসেছি। তখন থেকে দেশটিকে দেখা যায় তুষার প্রান্তর ও বিশাল বনরাজ্যে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। সেই তুষার, এত শীতল—উজ্জ্বল, বহুদূর বিস্তৃত—বোধ হ'ল আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক শীতল করে দিলে।

হেনরিক! হেনরিক! তিনি আছেন হিডেলবুর্গে, সুন্দর বালকগণের কাছে; বলছেন মাইকেল এনজেলোর "রাত্রি" ও অপরূপ "বিশ্ব জননী"র

কথা। আর এখানে এই যে আমি তাঁর কাছ থেকে চলে যাচ্ছি দূরে এক সুবিশাল, শীতল শুভ্রতার রাজ্যে; তার মাঝে মাঝে রয়েছে কেবল শ্রীহীন, অপরিচ্ছন্ন গ্রাম (ইসবাস); সেগুলির তুষারাচ্ছন্ন জানালায় জ্বলছে অস্পষ্ট আলো। এখনও আমি শুনতে পাচ্ছি তাঁর কণ্ঠস্বর কিন্তু আগের চেয়ে অস্পষ্ট। অবশেষে সব তুষারের একটি স্বচ্ছ গোলকে জমাট হয়ে গেল।...

১৬

যখন সকালে খবরের কাগজে পড়া যায় বিশটি লোক রেল দুর্ঘটনায় মারা গেছে, যারা তাদের সেই মৃত্যুর কথা আগের দিনে চিন্তাও করে নি; অথবা একটা গোটা শহর সামুদ্রিক তুফানে বা বন্যায় নষ্ট একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে তখন বিধাতা বা ভাগ্য নিয়ন্তাকে বিশ্বাস করা অসম্ভব; তাই নয় কি? তাহলে একথা কল্পনা করবার মতো এমন অসম্ভব আত্মম্ভরিতা কেন হবে যে, একজন বিধাতা আমাদের ক্ষুদ্র জীবনকে পরিচালিত করছেন?

তবুও আমার জীবনে এমন সব অনন্যসাধারণ ঘটনা ঘটেছে যে, সেগুলি সময়ে সময়ে আমাকে বিশ্বাসী করে তোলে। সেগুলি যেন আগে থাকতেই স্থির হয়ে ছিল। উদাহরণস্বরূপ সেনট পিটারসবুর্গে যাবার সেই ট্রেনখানি তার নির্দিষ্ট সময় বিকেল চারটেয় না পৌঁছে তুষার-পাতের ফলে পথে দাঁড়িয়ে রইল এবং পৌঁছল পরদিন ভোর চারটেয় বারো ঘণ্টা দেরিতে। ষ্টেশনে আমাকে কেউ নিতে আসে নি। আমি যখন ট্রেন থেকে নামলাম, তখন তাপ হিমাঙ্কের দশ ডিগ্রি নিচে। এমন শীত আমি জীবনে কখন

অনুভব করি নি। মোটা জামাপরা রুষীয় কোচম্যানগুলি ধমনীতে রক্ত চলাচল অব্যাহত রাখবার জন্য বাহুতে ঘুষি মারছিল। তাদের হাতেও ছিল মোটা গ্লাভস।

আমার পরিচারিকাটিকে মোট-ঘাটের কাছে রেখে একখানি এক ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে, কোচম্যানকে হোটেল ইউরোপার দিকে চালাতে বললাম। আমি চললাম রুষিয়ার আঁধারভরা প্রভাতের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ একক। এমন সময় পথে হঠাৎ যে-দৃশ্য দেখলাম, এডগার অ্যালান পোয়ের কল্পিত দৃশ্যগুলির একটিও ভীষণতায় তার সমান নয়।

দূর থেকে দেখলাম, একটি দীর্ঘ শোভা যাত্রা, কালো ও বিষণ্ন, ধীরে এগিয়ে আসছে। লোকগুলি বোঝার ভারে নুয়ে পড়েছে; সেগুলি কফিন—আসছে একটির পর একটি। কোচম্যান তার ঘোড়ার গতি মন্দীভূত করে নত হয়ে খ্রীষ্টকে স্মরণ করলে। সেই অস্পষ্ট ভোরের আলোয় আমি আতঙ্কে তাকিয়ে রইলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সেটা কি। আমি রুষভাষা না জানলেও সে আকার-ইঙ্গিতে আমাকে বুঝিয়ে দিল, তারা হচ্ছে, শ্রমিক; আগের দিন—৫ই জানুয়ারি ১৯০৫ সাল—রুষ সম্রাটের শীতমহলের সম্মুখে এদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। কারণ এরা নিরস্ত্র এসেছিল সম্রাটের কাছে নিজেদের দুঃসময়ে সাহায্য চাইতে, পরিবার ও সন্তানগণের জন্য অন্ন ভিক্ষা করতে।

আমি কোচম্যানকে গাড়ি থামাতে বললাম। আমার চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ল এবং দুটি গালে তা জমে গেল, আর, সেই অফুরন্ত শোভা যাত্রাটি আমার সম্মুখ দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল ধীরে। কিন্তু কেন তাদের ভোরে সমাধিস্থ করা হচ্ছে? কারণ দিনের বেলায় আরও বিপ্লবের সৃষ্টি করতে পারে। অশ্রুধারায় আমার কণ্ঠে রুদ্ধ হয়ে এল। অশেষ ক্রোধের সঙ্গে আমি এই হতভাগ্য শোকক্লিষ্ট শ্রমিকদের দিকে তাকিয়ে রইলাম—তারা চলেছে তাদের শহীদ সাথীদের মৃতদেহগুলি পিঠে নিয়ে।

ট্রেনখানা যদি বারো ঘণ্টা দেরি না করত তাহলে আমি এদৃশ্য কখন দেখতে পেতাম না।...

যদি আমি কখন এটা দেখতে না পেতাম, তাহলে আমার জীবনটি হ'ত ভিন্ন প্রকারের। সেখানে, সেই অফুরন্ত শোভা-যাত্রাটির সামনে সেই শোভারই দৃশ্যের সম্মুখে আমি শপথ করলাম নিজকে ও আমার সমস্ত কর্ম্মকে জনসাধারণের, পদদলিতদের সেবায় নিযুক্ত করলাম। আহা, আমার ব্যক্তিগত প্রেমাকাঙ্ক্ষা ও যাতনা এখন কত তুচ্ছ বোধ হচ্ছে। এমন কি কত মূল্যহীন আমার আর্ট যদি না তা এর সহায় হয়! পরিশেষে শেষ বিষণ্ণ মূর্ত্তিগুলি চলে গেল, কোচম্যান অবাক হয়ে ফিরে আমার চোখের জল দেখলে। আবার সে খ্রীষ্টকে স্মরণ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘোড়াটাকে হোটেলের দিকে চালাতে লাগল।

আমার প্রাসাদোপম কক্ষে প্রবেশ করে শান্ত শয্যাটিতে শুয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু সেদিনকার সেই ভোরের করুণা, সেই নিষ্ফল রোষ পরে আমার জীবনে ফলপ্রসূ হয়ে উঠল।

হোটেল ইউরোপার ঘরখানি ছিল প্রকাণ্ড, ছাদ ছিল অনেক উঁচু। তাঁর জানালাগুলো ছিল একেবারে বন্ধ, কখন খোলা হ'ত না। বাতাস আসত দেওয়ালের একেবারে ওপরে ভেনটিলেটার দিয়ে। আমি অনেক বেলায় উঠলাম। ম্যানেজার ফুল নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। অবিলম্বে আমার ঘরখানি ফুলে ভরে গেল।

দু রাত্রি পরে সেন্ট পিটারসবুর্গ সমাজের যাঁরা সেরা তাঁদের সম্মুখে সাল ডি নোবলসে আমি উপস্থিত হলাম। প্রচুর সাজ-সজ্জা ও দৃশ্যপট সমেৎ জমকালো ব্যালেট নাচের সমঝদারদের পক্ষে একটি সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ টিউনিক পরা তরুণীকে নীলরঙের সামান্য একখানি পর্দ্দার সামনে শোঁপ্যার গানের সুরে নাচতে দেখা কত বিচিত্র। সেই তরুণী শোঁপাঁর মনলোককে যেমন জানতে পেরেছিল তেমন তার মনলোককে নাচে প্রকাশ করবে!

তিনি আমার করকোষ্ঠী গণনা করলেন; বললেন, "আপনি মহা যশের অধিকারিণী হবেন; কিন্তু পৃথিবীতে যে দুজনকে আপনি সবচেয়ে ভালবাসেন তাদের হারাবেন।" তিনি আমার করতলে দুটি ক্রশ দেখতে পেয়েছিলেন। সে সময়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী আমার কাছে রহস্যের মতো বোধ হয়েছিল।

আহারের পর, শ্রান্তি, ক্লান্তিহীনা পাভলোবা তাঁর বন্ধুদের আনন্দ বর্দ্ধন করে আবার নাচলেন। আমরা বিদায় নিলাম সকাল পাঁচটায়; তবুও তিনি কিভাবে কাজ করেন তা দেখবার জন্য আমাকে সেই দিনই সকাল সাড়ে আটটায় আসতে আমন্ত্রণ করলেন। আমি তিন ঘণ্টা পরে এলাম। স্বীকার করছি, আমি তখন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছিলাম। দেখলাম, তাঁর কোমল সূক্ষ্ম পোষাক ও ভেল পরে তিনি বারে অত্যন্ত কঠোর ব্যায়াম অভ্যাস করছেন। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বেহালায় তাল দিচ্ছেন, আর তাঁকে আরও শক্তি, চেষ্টা ও উৎসাহ প্রয়োগের জন্য ভৎর্সনা করছেন। এই ভদ্রলোকটি হচ্ছেন, বিখ্যাত ওস্তাদ পেটিটপাস।

আমি তিনটি ঘণ্টা হতবুদ্ধি হয়ে বসে পাভলোবার বিস্ময়কর ব্যায়াম-কৌশল দেখতে লাগলাম। বোধ হতে লাগল, তিনি ইস্পাতে গঠিত ও স্থিতিস্থাপক। তাঁর সুন্দর মুখখানি বীর কর্মীর মুখের মতো কঠোর হয়ে উঠেছে। তিনি ক্ষণিকের জন্যও বিরত হলেন না। এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনার উদ্দেশ্যটি, বোধ হল যেন মন থেকে তাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা। কিন্তু এই কঠোর পেশী-চালনায় বিচ্ছিন্নতার মাঝে মন সুস্থ থাকে না। যে-মতের ওপর আমার নৃত্য-ধারা প্রতিষ্ঠিত এটি হচ্ছে ঠিক তার বিপরীত। আমার রীতির ফলে দেহ স্বচ্ছ হয় এবং তা মন ও শক্তির মাধ্যম হয়ে ওঠে।

বারোটা বাজতে চলল, জলযোগের আয়োজন হতে লাগল;—কিন্তু পাভলোবা টেবিলে বসলেন ফ্যাকাসে ও ম্লান মুখে। তিনি খাদ্য বা সুরা

কিছুই স্পর্শ করলেন না। আমি স্বীকার করছি, বড় ক্ষুধার্ত্ত হয়ে পড়েছিলাম ; অনেকগুলো কাটলেট খেয়ে ফেললাম। পাভলোবা আমাকে হোটেলে নিয়ে গেলেন ; তারপর গেলেন রয়াল থিয়েটারে তাঁর অফুরন্ত মহলাগুলির একটিতে। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম এবং গাঢ় নিদ্রা দিলাম। ধন্যবাদ যে আমার ভাগ্যে ব্যালেট নর্ত্তকী হওয়া ঘটে নি।...

এক সপ্তাহ সেন্ট পিটারসবুর্গে কাটিয়ে আমি গেলাম মস্কোতে। কিন্তু সেখানে প্রথমে দর্শকেরা সেন্টপিটারসবুর্গের মতো উৎসাহ দেখায় নি ; ষ্ট্যানিলাভস্কির থিয়েটারের অধ্যক্ষ ষ্ট্যানিলাভস্কি ও ভাস্কর মামনটভের প্রশংসা তাদের দৃষ্টি খুলে দেয়। ষ্ট্যানিলাভস্কি আমার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে আলোচনাও করেছেন।...

ব্যালেট নাচ আমাকে যেমন আতঙ্কে পূর্ণ করে তুলেছিল তেমনই ষ্ট্যানিলাভস্কি থিয়েটারে আমি খুশী হয়ে উঠেছিলাম। যে-রাত্রে আমি নাচতাম না, সে রাত্রেই যেতাম সেখানে। অভিনেতারা সকলেই আমাকে গভীর অনুরাগভরে অভ্যর্থনা করতেন। ষ্ট্যানিলাভস্কি আমার সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতে আসতেন। তিনি মনে করেছিলেন, পুঙ্খানুপুঙ্খপ্রশ্নে আমার নাচকে তাঁর থিয়েটারে এক নূতন ধরনের নাচে রূপান্তরিত করতে পারবেন। কিন্তু আমি তাঁকে বলি, তা হতে পারে কেবল মাত্র শিশুদের দিয়ে আরম্ভ করলে। পরের বার আমি যখন মস্কোয় আসি, তখন দেখি তাঁর একদল বালিকা নাচবার চেষ্টা করছে কিন্তু তার ফল হচ্ছে শোচনীয়।

ষ্ট্যানিলাভস্কি তাঁর থিয়েটারে মহলা নিয়ে সারাদিন অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতেন বলে অভিনয়ের পর প্রায়ই আমাকে দেখতে আসতেন। তাঁর গ্রন্থে তিনি এই সকল বিষয় লিখেছেন। "মনে হয়, আমি ডানকানকে আমার প্রশ্নে নিশ্চয়ই ক্লান্ত করে তুলতাম।"

না; তিনি আমাকে ক্লান্ত করেন নি। আমার ছাপ কারো মনে দেবার জন্য আমি উৎসাহে ফেটে পড়তাম।

প্রকৃতপক্ষে তীক্ষ্ণ, তুহীন শীতল বাতাস, রুষীয় খাদ্য, বিশেষ করে মাছের ডিমের খাদ্য, খোডের আধ্যাত্মিক প্রেম আমাকে যেমন শীর্ণ করে তুলেছিল, তা থেকে সম্পূর্ণ নিরাময় করে তুললে। এখন আমার সারা সত্তা সবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একটি মানুষের সন্ধানে ছিল। ষ্ট্যানিলাভস্কি যখন আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন তখন তাঁর মধ্যে তেমনই মানুষের সন্ধান পেলাম।

এক রাত্রে আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম; তাঁর সুন্দর মূর্ত্তি, প্রশস্ত স্কন্ধ, কালো চুল, দুটি রগের ওপর সবে সাদা হয়ে আসছে। দেখতে দেখতে আমার মধ্যে কি যেন বিদ্রোহ করে উঠল।···তিনি আমার কাছ থেকে চলে যাবেন, এমন সময় আমি তাঁর কাঁধের ওপর হাত দুখানি রাখলাম; তারপর তাঁর সবল, পুষ্ট গলাটি জড়িয়ে ধরে তাঁর মাথাটি আমার দিকে টেনে নামিয়ে অধরে চুম্বন দিলাম। তিনি সস্নেহে আমার চুম্বন ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর মুখে ফুটে উঠল গভীর বিস্ময়, যেন এটা আশা করেন নি। তারপর আমি যখন তাঁকে আরও কাছে টানবার চেষ্টা করতে লাগলাম, তিনি ত্রস্তে সরে গেলেন এবং আমার দিকে শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "কিন্তু সন্তানটিকে নিয়ে আমরা করব কি?"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কোন্ সন্তান?"

—"কেন, আমাদের সন্তান। সেটাকে নিয়ে আমরা করব কি? দেখ" তিনি গম্ভীর ভাবে বলে যেতে লাগলেন "আমার অধিকারের বাইরে আমার কোন সন্তানকে আমি রাখতে চাই না; আমার বর্ত্তমান সাংসারিক অবস্থায় তা হওয়া কঠিন।"

এই সন্তানটির বিষয় তাঁর অনন্যসাধারণ চিন্তায় আমি নিজেকে আর সম্বরণ করতে পারলাম না, হাসিতে ফেটে পড়লাম। তাতে তিনি বেদন-ভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। রাত্রে মাঝে

মাঝে তবুও আমি হাসতে লাগলাম। কিন্তু হাসি সত্ত্বেও উত্তেজিত এবং রুষ্টও হলাম।...সারারাত বিছানায় পড়ে ছটফট করলাম; সকালে গেলাম রুষীয় বাথে; সেখানে উষ্ণ বায়ু ও ঠাণ্ডা জল আমার শরীরকে আবার সুস্থ করে তুলল।

চিনস্কির বাড়িতে যে-সব তরুণদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'ত—তারা আমার সঙ্গে প্রেম করতে পেলে সবই দিতে পারত—তাদের প্রথম সম্ভাষণেই আমার এমন বিরক্তি ধরত যে, আমার কামনার উৎস যেত শুকিয়ে।...চার্লস হ্যালি ও হেনরিক থোডের সঙ্গে মিশবার পর আর কারো সাহচর্য্য আমার ভাল লাগত না। তাঁদের সাহচর্য্য অনুপ্রেরণা ও রুচির উৎকর্ষতা দান করে।

বহু বৎসর পরে আমি ষ্ট্যানিলাভস্কির স্ত্রীকে এই ঘটনাটির কথা বললে তিনি কৌতুকে অভিভূত হয়ে পড়েন এবং বলেন, "ওঁর স্বভাবই এই। জীবনকে উনি গ্রহণ করেন গুরুত্বের সঙ্গে।"

ষ্ট্যানিলাভস্কি থিয়েটারের পর আর আমার ঘরে আসবার বিপদ ঘাড়ে করতেন না, কিন্তু একদিন তিনি আমাকে একখানি খোলা শ্লেতে গ্রামের এক রেস্তোরাঁয় নিয়ে সুখী করেছিলেন। সেখানে আমরা একখানি পৃথক ঘরে বসে জলযোগ করেছিলাম। আমরা ভদ্‌কা ও শ্যামপেন পান এবং আর্টের বিষয় আলোচনাও করেছিলাম; কিন্তু পরিশেষে আমার এই দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল যে, ষ্ট্যানিলাভস্কির নিষ্কলুতার সুদৃঢ় ভিত্তি টলাতে স্বয়ং সারসিকে দরকার।

আমি অনেক সময় শুনে থাকি, তরুণীরা থিয়েটারী জীবন গ্রহণ করায় যথেষ্ট বিপদ ঘাড়ে নিয়েছেন; কিন্তু পাঠকগণ আমার কর্ম্মজীবনে দেখছেন, ব্যাপারটা ঠিক তার বিপরীত। আমার গুণগ্রাহীদের মনে যে শ্রদ্ধা, সম্মান ও প্রশংসার অনুপ্রেরণা দান করেছিলাম, সেগুলি হয়ে উঠেছিল আমার পক্ষে পীড়াদায়ক।

মস্কোর পর কিয়েফে অতি অল্পকালের জন্য যাই। সে সময়ে একদিন শত শত ছাত্র থিয়েটারের সামনে স্কয়ারে এসে দাঁড়ায়। আমার অভিনয় দেখবার মূল্য ছিল অনেক। তারা তা দিতে পারত না। সেজন্য যে-অবধি-না আমি তাদের এমন একটা জায়গায় নাচের প্রতিশ্রুতি দিই যেখানে তারা উপস্থিত থাকতে পারে সে-অবধি আমার পথ ছেড়ে দেয় না। আমি থিয়েটার থেকে চলে গেলেও তারা সেখানে দাঁড়িয়ে ম্যানেজারের ওপর রোষ প্রকাশ করতে থাকে। আমি স্লের ওপর উঠে দাঁড়াই এবং তাদের বলি, আমার আর্ট যদি রুষিয়ার ধীমান তরুণদের অনুপ্রাণিত করতে পারে, তাহলে আমি কত গৌরব অনুভব করব ও সুখী হ'ব; কেননা রুষিয়া ছাড়া পৃথিবীর আর কোন দেশের ছাত্রেরা আদর্শ ও আর্টের বিষয় এত চিন্তা ও তার জন্য চেষ্টা করে না।

এবারকার রুশিয়া-ভ্রমণ সংক্ষেপ করতে হ'ল, আমার আগের একটি চুক্তির জন্য। তার ফলে আমাকে আবার ফিরে যেতে হ'ল বার্লিনে। রুশিয়া ছাড়বার আগে আমি বসন্তকালে ফিরে আসব বলে একটি চুক্তিতে সই করি। আমি স্বল্পকাল থাকলেও সেখানে যথেষ্ট ছাপ ফেলেছিলাম। আমার আদর্শের পক্ষে ও বিপক্ষে বহু কলহ হয়েছিল। প্রকৃতই এক ব্যালেটোন্মাদ ও এক ডানকান-ভক্তের মধ্যে দ্বি-রথ যুদ্ধ হয়। সেই সময় থেকে শোপ্যাঁ ও শুম্যানের সঙ্গীত রুষীয় ব্যালেটের অন্তর্গত হয় এবং তারা গ্রীক পোষাক পরতে আরম্ভ করে।...

১৭

যে স্কুলের স্বপ্ন আমি দীর্ঘকাল ধরে দেখছিলাম, তা আরম্ভ করবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আমি জার্মানিতে ফিরে এলাম। কাজটাতে আর দেরি করা হবে না, অবিলম্বে আরম্ভ করতে হবে। মা ও এলিজাবেথকে আমার পরিকল্পনাটি জানালাম। তাঁরাও আমার মতো উৎসাহী হয়ে উঠলেন। আমরা সকল কাজেই তাড়াহুড়া করতাম। কাজেই তৎক্ষণাৎ আমাদের ভবিষ্যৎস্কুলের জন্য বাড়ি খুঁজতে বার হলাম। এক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা একটা ভিলা খুঁজে বার করলাম। সেটা সবে রাজমিস্ত্রিদের হাত থেকে বার হচ্ছিল। আমরা সেটা কিনলাম।

আমরা ঠিক গ্রিসের রূপকথার মানুষগুলির মতো আচরণ করতে লাগলাম। দোকানে গিয়ে সাদা মসলিন পর্দায় ঘেরা এবং সেগুলি নীল ফিতে টানা চল্লিশটি ছোট ছোট বিছানা ও খাট কিনলাম। ভিলাখানিকেও শিশুদের স্বর্গ করে গড়ে তোলবার কাজে লেগে গেলাম। ছবি, ভাস্করমূর্তি, বই ইত্যাদি দিয়ে ঘরগুলি সাজিয়ে তোলা হ'ল। ছাত্রীদের দৈনিক আচরণের জন্য কতকগুলি নিয়মও বিধিবদ্ধ করলাম।...

আমাদের স্কুলের ছাত্রী-সংগ্রহের জন্য প্রধান সংবাদপত্রগুলিতে বিজ্ঞাপন দিলাম। তাতে লেখা হ'ল, যাতে তারা আর্টের অনুগামী হয় সেই উদ্দেশ্যে ইসাডোরা ডানকানের স্কুলে বুদ্ধিমান শিশুদের নেওয়া হবে।... আগে ভাল করে না ভেবে, মূলধন সংগ্রহ বা সঙ্ঘ সংগঠন না করে হঠাৎ এই স্কুলটা খোলা আমাদের পক্ষে ধারণার অতীত হঠকারিতা হয়েছিল। আমার ম্যানেজারও অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি অনবরত আমার পৃথিবী পরিভ্রমণের পরিকল্পনা গঠন করছিলেন, আর আমি অনবরত সেটা নষ্ট করছিলাম; প্রথমে, একবৎসর গ্রীসে কাটিয়ে। তিনি সেটাকে বললেন, সময়

নষ্ট ; আর এখন এখানে তাঁর মতে একেবারে অপদার্থ শিশুদের শিক্ষা দিয়ে আমার কর্ম্মজীবনের একেবারে পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে। কিন্তু ব্যাপারটা হয়েছিল আমাদের অন্যান্য কাজেরই মতো।...

কোপানোস থেকে রেমণ্ড আমাদের খবর পাঠাচ্ছিল ক্রমেই ভয়ের। কুয়াটিতে খরচ লাগছিল দিন দিনই বেশি। প্রত্যেক সপ্তাহে জল পাবার আশা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছিল। আগামেমননের প্রাসাদের খরচ এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছিল যে, পরিশেষে আমি নিরস্ত হতে বাধ্য হ'লাম। কোপানোস এখন পাহাড়ের ওপর একটি সুন্দর ধ্বংসাবশেষের মতো দাঁড়িয়ে আছে ; গ্রীক-বিপ্লবীদের এক একটি দল সেটিকে ব্যবহার করছে তাদের দুর্গের মতো। কোপানোস দাঁড়িয়ে আছে হয়তো ভবিষ্যতের আশার মতো।

আমি স্থির করলাম, বিশ্বের তরুণগণের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠায় আমার সমস্ত কিছু কেন্দ্রীভূত হবে ; আর, জার্মানিকে আমি দর্শন ও কৃষ্টির কেন্দ্র নির্ব্বাচন করলাম। তখন আমি বিশ্বাস করতাম তাই বলে।

বিজ্ঞাপনের উত্তরে দলে দলে শিশুরা আসতে লাগল। মনে পড়ে, একদিন সকালের অভিনয় থেকে ফিরে দেখি, শিশু ও তাদের মাতাপিতার ভিড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে।...

ঠিক জানিনা কেমন করে আমরা সে-সব শিশুদের নির্ব্বাচন করেছিলাম। আমি স্কুল বাড়িটা ও সেই চল্লিশটি শয্যা পূর্ণ করে তুলতে এমন ব্যাকুল হয়েছিলাম যে, কোন বাছ-বিচার না করেই তাদের নিয়েছিলাম। অথবা একটু মিষ্ট হাসি বা দুটি সুন্দর চোখ হয়েছিল তাদের নেবার কারণ। নিজের মনে এ প্রশ্ন জাগে নি, তারা ভবিষ্যতে নর্ত্তকী হতে পারবে কি না।

উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, হামবুর্গে একদিন আমার হোটেলের বৈঠকখানায় একটি লোক ঢুকলেন। তাঁর কোলে শালে জড়ানো একটি পোঁটলা।

তিনি সেই পোঁটলাটি টেবিলের ওপর রাখলেন। আমি সেটা খুলে দেখি, এক জোড়া থরথরে চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে—একটি বছর চারেকের শিশু। তার মতো নীরব শিশু আমি আর কখন দেখি নি। সে একটি শব্দও উচ্চারণ বা একটি কথাও বল্‌লে না। ভদ্রলোকটিকেও মনে হ'ল তাঁর খুব তাড়া আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়েটিকে আমি নিতে রাজী আছি কি না; এবং আমার উত্তরের অপেক্ষা করতেও তিনি নারাজ। শিশুটির মুখ থেকে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম, সে দুটিতে অর্থপূর্ণ সাদৃশ্য আছে। সেই জন্যই তাঁর গোপন ও তাড়াতাড়ি করবার ইচ্ছা। আমার স্বভাবসিদ্ধ অদূরদর্শিতার সঙ্গে আমি মেয়েটিকে রাখতে সম্মত হলাম; আর তিনিও অদৃশ্য হলেন। তারপর আমি তাঁকে আর কখন দেখি নি।

এই ভাবে মেয়েটিকে আমার হাতে তুলে দেওয়া, যেন সে একটি পুতুল, রহস্যময় উপায়। হামবুর্গ থেকে বার্লিনে আসবার পথে আমি জানতে পারলাম মেয়েটির শরীরে প্রবল জ্বর রয়েছে; তারপর বার্লিনে তিন সপ্তাহ ধরে দুজন নার্স ও বিখ্যাত শল্যচিকিৎসক হোফার সহযোগিতায় তার জন্য মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করলাম। আমার নাচের শিক্ষায়তনের পরিকল্পনায় তিনি এমন উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন যে, বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে দিয়েছিলেন।

তিনি আমাকে প্রায়ই বলতেন, "এটা স্কুল নয়, হাসপাতাল। এই শিশুগুলোর সকলেরই বংশগত দোষ আছে। দেখতে পাবেন ওদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই যত্ন ও চেষ্টার দরকার হবে অনেক, নাচ শেখাতে লাগবে কম।"

ডাঃ হোফা ছিলেন মানুষের পরম হিতকারী বন্ধুগণের অন্যতম; তিনি ছিলেন খ্যাতিমান শল্যচিকিৎসক। তাঁর চিকিৎসার জন্য লোকে তাঁকে দিত প্রচুর পারিশ্রমিক। তাঁর সমস্ত টাকা-কড়ি তিনি ব্যয় করতেন দরিদ্র

শিশুদের জন্য একটি হাসপাতালে। তার সকল ব্যয়-ভার বহন করতেন তিনি নিজে। সেটি ছিল বার্লিনের উপকণ্ঠে। আমার স্কুল আরম্ভ হওয়া থেকে তিনিই হয়ে ছিলেন স্কুলের ছাত্রীদের শল্যচিকিৎসক এবং স্কুলের স্বাস্থ্যবিধিবিষয়ে পরামর্শ-দাতা; প্রকৃতপক্ষে, তাঁর সাহায্য না পেলে ছাত্রীরা যে পরে সুন্দর স্বাস্থ্য লাভ করেছিল ও চমৎকার নর্ত্তকী হয়ে উঠেছিল, তা হতে পারত না। তিনি মানুষটি ছিলেন বিশাল, বলিষ্ঠ ও প্রিয়দর্শন। তাঁর গাল দুখানি ছিল লাল এবং মুখে এমন স্নিগ্ধ হাসি লেগে থাকত যে, সকল শিশুই তাঁকে ভাল বাসত আমারই মতো।

স্কুলের কাজেই আমাদের সমস্ত সময় ব্যয় হত। আমার ম্যানেজার আমাকে জানাতেন, আমার নাচের নকল লণ্ডন ও অন্যান্য জায়গায় চড়া দামে বিকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই আমাকে বার্লিন থেকে নড়াতে পারত না। প্রত্যহ পাঁচটা থেকে সাতটা পর্য্যন্ত আমি এই সব শিশুদের নাচ শেখাতাম।

তারা আশ্চর্য্য উন্নতি করেছিল। আমার বিশ্বাস তাদের চমৎকার স্বাস্থ্য ডাঃ হোফার পরামর্শের ফলেই হয়ে থাকবে। তাঁর মত, শিশুদের শিক্ষার সময় তাদের খাদ্য হওয়া উচিত টাটকা শাক-শব্জি ও প্রচুর ফল, কিন্তু মাংস নয়।

—

সে-সময়ে বার্লিনে আমার জনপ্রিয়তা হয়ে উঠেছিল প্রায় অবিশ্বাস্য রকমের। লোকে আমাকে বলত—দেবী-প্রতিমা ইসাডোরা। এই গুজবও ছড়িয়ে পড়েছিল যে, আমার থিয়েটারে রুগ্ণকে আনলে সে সুস্থ হয়ে ওঠে। আর প্রত্যহ দিনের অভিনয়ে দেখা যেত লোকে রুগ্ণ, পীড়িতদের খাটিয়ায় করে আমার থিয়েটারের ভেতরে আনছে। আমি গায়ে ছোট সাদা টিউনিক ও খালি পায়ে স্যানডাল ছাড়া আর কিছু পরতাম

না। আমার দর্শকেরা আমার অভিনয় দেখতে আসত পরিপূর্ণ ধর্ম্মভাব মনে নিয়ে।

এক রাত্রে আমি অভিনয় থেকে ফিরে আসছিলাম। ছাত্রেরা আমার গাড়ি থেকে ঘোড়া দুটো খুলে নিয়ে আমাকে সুবিখ্যাত সীজ অ্যালীর মধ্য দিয়ে টেনে আনল। অ্যালীর মাঝখানে এসে তারা বক্তৃতা শুনতে চাইলে। আমি ভিকটোরিয়ার মধ্যে উঠে দাঁড়ালাম—সেকালে মোটর গাড়ি ছিল না —এবং ছাত্রগণকে সম্বোধন করে বললাম—

"ভাস্করের শিল্পের চেয়ে শ্রেষ্ঠ শিল্প আর নেই; কিন্তু তোমরা কলা-রসিকেরা, তোমাদের শহরের মাঝখানে এই ভয়ঙ্কর অত্যাচার হতে দিচ্ছ কেন? এই সব মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে দেখ! তোমরা কলা-বিদ্যার ছাত্র; কিন্তু তোমরা যদি সত্যই শিল্পের ছাত্র হও তবে আজ রাত্রেই পাথর দিয়ে ওগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও। আর্ট? ওগুলো আর্ট? না! ওগুলো হচ্ছে কাইজারের স্বপ্ন।"

ছাত্রদেরও সকলের মত ছিল তাই। তারা চীৎকার করে আমাকে সমর্থন করলে; কিন্তু তখন যদি পুলিশ এসে না পড়ত, তাহলে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হত; বার্লিনের সেই সব ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিগুলো যেত গুঁড়িয়ে।

১৮

১৯০৫ সালে একদিন আমি বার্লিনে নাচছি। যদিও আমি যখন নাচি প্রথামতো আমি দর্শকগণের দিকে তাকাই না—তাদের সর্ব্বদাই মনে হয় এক মহান্ দেবতার মতো, মানবত্বের প্রতিনিধি—কিন্তু সে রাত্রে সামনের সারিতে বসে একটি মানুষের বিষয় সচেতন হয়ে উঠলাম। আমি

যে তাকালাম বা দেখতে পেলাম তা নয়; তার উপস্থিতি মনে মনে অনুভব ভাবলাম। অভিনয় শেষ হয়ে গেলে আমার কক্ষে এল একটি সুন্দর মানুষ। কিন্তু সে অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে ছিল।

সে বলে উঠল, "আপনি অপূর্ব্ব, সুন্দর! আপনি চমৎকার! কিন্তু আপনি আমার ভাব চুরি করেছেন কেন? আমার দৃশ্যপট আপনি কোথায় পেলেন?"

বললাম, "আপনি কি বলছেন? এগুলো হচ্ছে আমার নিজের নীল পর্দ্দা। আমার যখন পাঁচ বছর বয়স তখন আমি এগুলোর উদ্ভাবন করি; আর, তার পর থেকে আমি ওগুলোর সামনে নাচছি।"

—"না, ওগুলো হচ্ছে আমার দৃশ্যপট, আমার ভাব! কিন্তু সেগুলির মাঝে আমি কল্পনা করেছি আপনাকে। আমার সকল স্বপ্নের জীবন্ত প্রতীক আপনি।"

—"কিন্তু আপনি কে?"

তারপর তার মুখ থেকে বার হ'ল এই আশ্চর্য্য কথাগুলি, "আমি এলেন টেরির ছেলে!"

এলেন টেরি, আমার নারীত্বের পরিপূর্ণ আদর্শ! এলেন টেরি···।

আমার মা, সরল বিশ্বাসে বললেন, "আপনি আমাদের বাড়িতে চলুন; আজ আপনার নিমন্ত্রণ। আপনি যখন ইসাডোরার আর্টে এত আগ্রহ দেখাচ্ছেন তখন চলুন আমাদের সঙ্গে খাবেন।"

এবং ক্রেগ আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যায় খেতে এল।

সে তখন ছিল উৎসাহে উত্তেজনায় অস্থির। তার আর্ট, তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সে বুঝিয়ে দিতে চাইছিল···।

আমিও অতিমাত্রায় আগ্রহশীল ছিলাম।

কিন্তু, একে একে আমার মা ও অন্যান্যদের চোখে তন্দ্রা নেমে আসতে লাগল; নানা ওজর দেখিয়ে একে একে তাঁরা শুতে গেলেন। আমর

রইলাম একক। ক্রেগ থিয়েটারের আর্টসম্বন্ধে বলে যেতে লাগল। সে ইঙ্গিতে তার আর্টের উদাহরণ দিলে।

এই সবের মাঝখানে হঠাৎ বলে উঠল—

"কিন্তু তুমি এখানে কি করছ? তুমি, শ্রেষ্ঠ শিল্পী, এই পরিবারের মাঝে বাস করছ? এ বিচিত্র! আমিই তোমাকে দেখেছি, আবিষ্কার করেছি। তুমি আমারই দৃশ্য পটের।"

ক্রেগ ছিল দীর্ঘাকার, শীর্ণ ও নমনীয়। তার মুখখানি দেখলে তার মায়ের কথা মনে পড়ে। কিন্তু তার মুখ তাঁর চেয়েও সুন্দর। সে দীর্ঘাকার হলেও তার মধ্যে নারীত্বের ভাব ছিল; বিশেষ করে তার মুখটুকুতে। তার ঠোঁট দুখানি ছিল পাতলা। তার ছেলেবেলেকার সেই সোনালি কোঁকড়া চুলগুলি—এলেন টেরির সেই সোনালি-চুল-ছেলেটি যার সঙ্গে লণ্ডনের দর্শকেরা এত পরিচিত ছিল—কতকটা গাঢ় হয়ে এসেছিল। তার চোখের দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ, চশমার পিছনে চক্ চক্ করত। তার চেহারা দেখলে মনে হ'ত সে নারীর মতো ক্ষীণশক্তি। কেবল তার হাত দুখানা ছিল চওড়া, বৃদ্ধাঙ্গুলিতে প্রকাশ পেত শক্তি। সে সহাস্যে সে দুটিকে উল্লেখ করে বলত, "খুনীর বুড়ো আঙ্গুল। তোমার গলা টিপে মারবার উপযুক্ত..."

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকে আমার ছোট সাদা টিউনিকটির ওপর আমার কোটটি চাপাতে দিলাম। সে আমার হাত ধরলে, দুজনে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নেমে রাস্তায় পৌছলাম। সে একখানা ট্যাক্সি ডেকে আমাদের পটস্‌ডামে নিয়ে যেতে বললে।

কয়েকখানি ট্যাক্সি আমাদের নিতে চাইলে না; অবশেষে একখানি পাওয়া গেল এবং আমরা ছুটলাম পটস্‌ডামের দিকে। আমরা পৌছলাম সকালে একটি ছোট হোটেলে সবে তার দরজা খোলা হচ্ছিল। সেখানে আমরা কফি পান করলাম। তারপর, বেলা তখন বাড়ছে, আমরা ফিরে চললাম বার্লিনে।

আমরা বার্লিনে ফিরে এলাম, নটার সময়। তারপর ভাবলাম, "কি করা যাবে?" মার কাছে তখন ফিরে যেতে পারি না; সেজন্য গেলাম আমার এক বান্ধবীর বাড়ি। সে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করলে। সে আমাদের কিছু খেতে দিলে—ডিমভাজা ও কফি। সে আমাকে তার শোবার ঘরে শুইয়ে দিলে। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম এবং সন্ধ্যার আগে উঠলাম না।

তারপর ক্রেগ আমাকে নিয়ে গেল তার ষ্টুডিওতে বার্লিনের একটা উঁচু বাড়ির একেবারে ওপরতলায়। তার ষ্টুডিওর মেঝেটা ছিল পালিশ করা; তার ওপর ছড়ানো ছিল নকল গোলাপ-পাতা।

এই আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, যৌবন, শ্রী ও প্রতিভা। হঠাৎ প্রেমের আগুনে আমার অন্তরে সব কিছু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমি তার আলিঙ্গনাবদ্ধ হলাম।...আমার যোগ্য যা তা আমি আজ লাভ করলাম।...

তার ভালবাসা ছিল নবীন, সজীব ও সরল; আর তার সংচেতনা বা স্বভাব লম্পটের মতো ছিল না। পরিতুষ্টির পূর্ব্বেই সে প্রেম প্রকাশে বিরত হ'ত এবং তার তারুণ্যের উদগ্র শক্তি তার আর্টের মায়ায় রূপান্তরিত করত।

তার ষ্টুডিওতে কোন কাউচ, কোন চেয়ার বা কোন খাদ্য ছিল না। সে রাত্রে আমরা মেঝেয় ঘুমোলাম। সে ছিল কপর্দ্দকহীন; আমিও টাকার জন্য বাড়ি যেতে সাহস করলাম না। আমি সেখানে দু' সপ্তাহ থাকলাম। আমাদের যখন খাবারের দরকার হত, সে ওপরে তার ঘরে পাঠাবার ফরমাজ দিত ধারে। খাবার যখন আসত আমি ব্যালকনিতে লুকোতাম। তারপর চুপি চুপি ঘরে ঢুকে তার সঙ্গে ভাগ করে খেতাম।

আমার হতভাগিনী মা সমস্ত থানায় ও এমব্যাসিতে গিয়ে আমাকে খুঁজতে লাগলেন; তাদের বললেন, এক নিচ শয়তান তাঁর মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। আর, আমার ম্যানেজার আমার হঠাৎ অন্তর্দ্ধানে উদ্বেগে

উন্মাদ হয়ে উঠলেন। শত শত দর্শককে ফিরিয়ে দেওয়া হল; কেউ জানে না, কি ঘটেছে। যাহোক, সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে বিবৃতি দেওয়া হ'ল, মিস্ ইসাডোরা ডানকান কণ্ঠগ্রন্থির রোগে মারাত্মক রকমে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন।

দু' সপ্তাহ কেটে গেলে আমার মায়ের বাড়িতে আমরা ফিরে এলাম এবং সত্য কথা বলতে কি, আমার উদ্দাম প্রবৃত্তি সত্ত্বেও শক্ত মেঝেতে শুয়ে বা বিশেষ কিছু না খেয়ে আমি একটু ক্লান্ত, দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলাম।

মা গরডন ক্রেগকে দেখেই বলে উঠলেন, "নিচ, লম্পট, বেরোও আমার বাড়ি থেকে।"

তার ওপর তিনি ভয়ানক রকম ঈর্ষান্বিত হয়ে ছিলেন।

গরডন ক্রেগ হচ্ছে আমাদের যুগের এক অসাধারণ প্রতিভা—শেলীর মতো মানুষ, তেজ ও শক্তিতে গঠিত। একালের থিয়েটারের সমগ্র ধারায় সে প্রাণসঞ্চার করেছিল। সত্য যে সে থিয়েটারের ষ্টেজে কোন কার্য্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে নি। সে দূরে সরে থেকে স্বপ্ন দেখত; আর, আজকাল থিয়েটারের যা কিছু সুন্দর সবই তার স্বপ্নে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। তার অভাবে এখনও আমাদের সেই পুরানো ঢঙের দৃশ্যপট নিয়ে চলতে হত।...

ক্রেগ ছিল অতি চমৎকার সঙ্গী। সময়ে সময়ে সে আনন্দে, উত্তেজনায় উন্মাদের মতো হত; আবার কখন কখন হত ঠিক তার বিপরীত।...

দুর্ভাগ্যবশত, যত দিন যেতে লাগল, তার এই ভাব প্রকাশ পেতে লাগল ঘন ঘন। কেন? সে প্রায়ই বলত—"আমার কাজ! আমার কাজ!"

আমি তখন ধীরে, কোমল কণ্ঠে উত্তর দিতাম, "হাঁ, তোমার কাজ। কি চমৎকার! তুমি একটি প্রতিভা।—কিন্তু জান তো আমার স্কুল আছে।"

সে টেবিলে ঘুষি মেরে বলে উঠত, "হাঁ, কিন্তু আমার কাজ।"

আমি উত্তর দিতাম—"নিশ্চয়ই, খুব দরকারী। কিন্তু তোমার কাজ হচ্ছে পরিবেশ, পটভূমি; কিন্তু প্রথমে জীবন্ত প্রাণী। মন থেকেই বিকীর্ণ হয় সব। প্রথমে আমার স্কুল, উজ্জ্বল মানবমূর্ত্তি, পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে চলছে, ফিরছে; তোমার কাজ তারপর, পূর্ণাঙ্গপটভূমির।"

এই সব আলোচনার সমাপ্তি হত বিষণ্ন নীরবতায়। তখন আমার মধ্যকার নারীটি শঙ্কিতা হয়ে সচেতন হত; বলত, "হায় প্রিয়, আমি তোমার মনে কষ্ট দিলাম কি?"

সে বলে উঠত, "কষ্ট দিয়েছ? না। সব সময়েই জঘন্য জঞ্জাল। তুমি হচ্ছ জঘন্য জঞ্জাল; আমার কাজে বাধা দিচ্ছ। আমার কাজ! আমার কাজ!"

সে দরজাটা ধড়াস করে বন্ধ করে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেত। দরজার সেই শব্দে আমি ভয়ঙ্কর বিপদের বিষয় সজাগ হয়ে উঠতাম। তার প্রতীক্ষায় থাকতাম; সে ফিরে না এলে সারারাত কেঁদে কাটাতাম। এমনই ছিল শোচনীয় অবস্থা। এই দৃশ্যগুলি ঘটত প্রায়ই; আর এগুলির পরিসমাপ্তি হত জীবনকে একেবারে দুর্ব্বহ করে। তার মধ্যে কোথাও মিল থাকত না।

আমার অদৃষ্টে ঘটেছিল এই প্রতিভাটির অন্তরে মহান ভালবাসা জাগিয়ে তোলা; আর তার ভালবাসার সঙ্গে আমার কর্ম্মজীবনের মিলন ঘটিয়ে চলার চেষ্টা হয়ে উঠেছিল আমার ভাগ্য। মিলনটি অসম্ভব। কয়েক সপ্তাহ পর···গরডন ক্রেগের প্রতিভা ও আমার আর্টের উদ্দীপনার মধ্যে বাধল ঘোর দ্বন্দ্ব।

সে বলত, "তুমি এটা ছেড়ে দাও না কেন? কেন তুমি ষ্টেজে গিয়ে হাত দোলাতে চাও? বাড়িতে থেকে আমার পেনসিল কেটে দাও না কেন?"

তবুও গরডন ক্রেগ যেমন আমার আর্টের সমঝদার, এমন আর কেউ

নয়। কিন্তু শিল্পী-হিসাবে তার মনে যে ঈর্ষা ছিল তা তাকে স্বীকার করতে দিত না যে কোন নারী সত্যই শিল্পী হতে পারে।

* * *

আমার বোন এলিজাবেথ বার্লিনের প্রধান ও সম্ভ্রান্ত বংশীয়া নারীদের নিয়ে স্কুলের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিল। তাঁরা যখন ক্রেগের বিষয় জানতে পারলেন, আমাকে গম্ভীর ভর্ৎসনা বাক্যভরা একখানি লম্বা চিঠি পাঠালেন। তাতে জানালেন, ভদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তাঁরা, যে-স্কুলের নায়িকার নৈতিক আদর্শ এমন হীন, সে-স্কুলের পৃষ্ঠপোষকতা আর করতে পারেন না।

এই মহিলারা চিঠিখানি আমাকে দেবার জন্য ফ্রাউ মেনডেলসনকে নির্ব্বাচন করলেন। ফ্রাউ মেনডেলসন ছিলেন, বিখ্যাত ব্যাঙ্কারের স্ত্রী। তিনি সেই লম্বা কাগজখানি নিয়ে আমার কাছে এলেন; এবং আমার দিকে একটু অস্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে হঠাৎ কেঁদে ফেললেন; চিঠিখানা মেঝেতে ফেলে দিয়ে আমাকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন, "মনে করো না, ঐ লক্ষ্মীছাড়া চিঠিতে আমি সই করেছি। আর ঐ-সব মহিলাদের কথা, তাদের কিছুই করবার নেই। তারা আর এই স্কুলের পৃষ্ঠপোষক থাকবে না। তবে তারা এখনও তোমার বোন এলিজাবেথকে বিশ্বাস করে।"

এলিজাবেথের নিজস্ব মতামত ছিল; সে লোকের কাছে তা প্রকাশ করত না। কাজেই দেখলাম, এই সব মহিলাদের মত হচ্ছে যদি তুমি লোকের কাছে প্রকাশ না কর তা হলে সবই ঠিক। এই নারীগুলি আমাকে এমন ক্রুদ্ধ করে তুলল যে, আমি ফিলহারমোনিক থিয়েটারে বক্তৃতা দিলাম, নাচের বিষয়। বললাম নাচ মুক্তির কলা-বিদ্যা। বক্তৃতা শেষ করলাম, নারীর খুশীমতো ভালবাসার ও সন্তানবতী হবার অধিকার বিষয়ে আলোচনা করে।

অবশ্য লোকে বলবে, "কিন্তু সেই সন্তানদের কি হবে?" আমি অনেক বিখ্যাত লোকের নাম করতে পারি, যাঁরা বিবাহের সন্তান নয়। তাতে খ্যাতি ও সম্পত্তি লাভে তাঁদের বাধা ঘটে নি। আমি আরও অনেক কথা

এই বক্তৃতায় যথেষ্ট গোলমালের সৃষ্টি হল। শ্রোতাদের মধ্যে অর্দ্ধেক হ'ল আমার পক্ষে, অবশিষ্ট অর্দ্ধেক হ'ল বিপক্ষে। তারা শিষ দিতে ও গোলমাল করতে লাগল এবং হাতের কাছে যা পেল তাই আমার ষ্টেজে ছুড়ে মারতে আরম্ভ করল। পরিশেষে তারা ঘর থেকে বার হয়ে গেল।...

আমি ভিকটোরিয়া ষ্ট্রাসে আমার ঘরেই থাকতে লাগলাম, আর এলিজাবেথ গেল স্কুলে বাস করতে। মা এই দুই জায়গায় যাওয়া-আসা করতে লাগলেন। যিনি অসাধারণ সাহসের সঙ্গে জীবনে এত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন, তাঁর কাছে তখন জীবন হয়ে উঠল তিক্ত।...তাঁর মেজাজ হয়ে উঠল রুক্ষ। কিছুই তাঁর ভাল লাগে না। তিনি আমেরিকা ফিরে যেতে চাইলেন; বলতে লাগলেন, সেখানে সবই ভাল—খাবার এবং সবই।... অবশেষে তাঁকে আর রাখতে পারলাম না, তিনি আমেরিকায় চলে গেলেন।

আমার মন সারাক্ষণ পড়ে থাকত আমার স্কুলে, সেই চল্লিশটি বিছানার চারধারে। নিয়তি কি দুর্ব্বোধ্য! যদি ক্রেগের সঙ্গে আমার মাস কয়েক আগে দেখা হ'ত, তাহলে কোন ভিলা, কোন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হ'ত না। তার মাঝে আমি এমন পূর্ণতা লাভ করেছিলাম যে, স্কুল স্থাপনার কোন আবশ্যকতাই অনুভব করতাম না।...

অল্পকাল পরেই আমি জানতে পারলাম—তাতে ঈষৎ সন্দেহ ছিল না—যে, আমি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছি।...

সেই মুহূর্ত্ত থেকে জানতে পারলাম, শূন্যতার ছায়াময় জগৎ থেকে আমার কাছে কি আসছে। এমন ছেলে আসবে যে আনবে আনন্দ ও দুঃখ। আনন্দ ও দুঃখ! জন্ম ও মৃত্যু! জীবননৃত্যের ছন্দ!

আমার সারা সত্তায় বাজতে লাগল দিব্য সঙ্গীত। আমি জনসাধারণের সম্মুখে তেমনই নাচতে লাগলাম। স্কুলে শিক্ষা দিতে লাগলাম।...

বেচারী ক্রেগ হয়ে উঠল অশান্ত, অধীর, অসুখী...সে প্রায়ই বলতে লাগল, "আমার কাজ! আমার কাজ।"...

বসন্ত এল। ডেনমার্ক, সুইডেন ও জারমানিতে নাচবার জন্য আমি চুক্তি করেছিলাম। কোপেনহেগেনে যা আমাকে সব চেয়ে বেশি চমৎকৃত করলে তা হচ্ছে সেখানকার তরুণীদের অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত, হাসিমুখ। কালো কোঁকড়া চুলের ওপর ছেলেদের টুপি পরে তারা পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে, ছেলেদের মতো স্বাধীন, জড়তাহীন। এমন সুন্দর মেয়ে আমি আর কোথাও দেখি নি।...

আমাকে এই কাজের ভার নিতে হয়েছিল, স্কুলের খরচের জন্য। তার জন্য আমার সঞ্চিত টাকাগুলি পর্য্যন্ত নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, কিছুই ছিল না।...

আমি যখন ষ্টকহোলমে ছিলাম তখন অগাষ্টিন ষ্টিনবার্গকে আমন্ত্রণ পাঠাই আমার নাচ দেখে যাবার জন্য। তিনি উত্তর দেন, তিনি কোথাও যান না, মনুষ্যজাতিকে ঘৃণা করেন। আমি তাঁকে ষ্টেজের ওপর বসবার আসন দিতে চাই, তবুও তিনি আসেন না।

ষ্টকহোলমে আমার নাচ ভালই হ'ল। আমরা সমুদ্রপথে জারমানিতে ফিরে এলাম, জাহাজে আমি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লাম; বুঝতে পারলাম, কিছুদিন আমার ভ্রমণ বন্ধ রাখাই ভাল। মানুষের দৃষ্টির বাইরে যাবার ইচ্ছা আমার মনে জাগতে লাগল।

জুন মাসে, অল্প কয়েক দিন আমার স্কুলে থাকবার পর, সমুদ্রের কাছে থাকবার গভীর বাসনা মনে দেখা দিল। আমি প্রথমে গেলাম, হেগ শহরে; সেখান থেকে গেলাম, নর্থ সীর তীরে নরডউইক নামে ছোট একখানি গ্রামে। এখানে বালিয়াড়ির মধ্যে 'ভিলা' মারিয়া নামে একখানি ছোট সাদা ভিলা ভাড়া নিলাম।

তখন আমি এমন কাঁচা ছিলাম, যে সন্তান-প্রসব সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে করতাম। আমি এই ভিলাতে বাস করতে গেলাম; গ্রামখানা ছিল যে কোন শহর থেকে প্রায় এক শ' মাইল দূর। একজন গ্রাম্য চিকিৎসককে নিযুক্ত করলাম। তাঁকে নিযুক্ত করেই আমি সন্তুষ্ট রইলাম; বোধ হয়, তিনি চাষী-মেয়েদের কাজে অভ্যস্ত ছিলেন।

নরডউইক গ্রামের সব চেয়ে কাছে ছিল কাডউইক গ্রাম। আমি নরডউইকে থাকতাম একাকী। প্রত্যহ নরডউইক থেকে কাডউইকে হেঁটে যাওয়া-আসা করতাম। সর্ব্বদা আমার মনে জেগে থাকত সমুদ্রের তীরে থাকবার আকাঙ্ক্ষা। এই মনোরম দেশটির দু দিকে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত বালিয়াড়ির মাঝে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে নরডউইক গ্রামে সাদা ছোট ভিলাখানিতে নিঃসঙ্গ থাকতে আমার বড় ইচ্ছা হ'ত। আমি ভিলা মারিয়াতে জুন, জুলাই ও অগাষ্ট এই তিনমাস রইলাম।...

আমার ভাই-ঝি টেম্পল এল। সে বার্লিনে আমার স্কুলে নাচ শিখছিল। সে তিন সপ্তাহ আমার কাছে থাকল। সে সমুদ্রের তীরে নাচত।

ক্রেগ হয়ে উঠল চঞ্চল। সে আসা-যাওয়া করত। আমি আর তখন নিঃসঙ্গ নয়। সন্তানটি তখন তার অস্তিত্ব জানিয়ে দিচ্ছে ক্রমেই বেশি করে। যেন শুভ্র মর্ম্মরে গঠিত আমার সুন্দর দেহখানি গেল শিথিল লম্বা ও বিকৃত হয়ে ভেঙে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। এটা প্রকৃতির রহস্যময় প্রতিশোধ। যে স্নায়ু যত কোমল, মস্তিষ্ক যত সংচেত্য হবে, ততই কষ্ট হবে বেশি, রজনী হবে বিনিদ্র, আর, ঘণ্টাগুলি বেদনাময়। কিন্তু আনন্দও

ছিল। অফুরন্ত, গভীর আনন্দ যখন আমি বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে নরডউইক ও কাডউইক গ্রামের মাঝে আসা-যাওয়া করতাম। আমার একদিকে থাকত উত্তাল তরঙ্গচঞ্চল সমুদ্র, আর একদিকে তরঙ্গায়িত বালুকাস্তূপের সারি, তীরভূমি জনহীন। সারাক্ষণ সমুদ্রতীরে বাতাস বই কখন ধীরে, কখন এমন প্রবল বেগে যে আমাকে জোর করে এগোতে হ'ত। মাঝে মাঝে ঝড় হয়ে উঠত প্রচণ্ড এবং সারারাত আমার ভিলাখানি দুলত, তার গায়ে ধাক্কা লাগত যেন সেটা সমুদ্রের বুকে একখানি জাহাজ।

লোক-সমাজকে আমি ভয় করতে লাগলাম। লোকে এমন সব অশ্রদ্ধার কথা বলতে লাগল! সন্তানবতী মায়ের পবিত্রতার সমাদর করা হয় কতটুকু? একবার একটি অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোককে আমি দেখেছিলাম। সে একাকিনী পথ দিয়ে যাচ্ছিল। পথের লোকেরা তাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখে না দেখে বরং পরস্পরের দিকে তাকিয়ে পরিহাসে হাসছিল যেন আসন্ন জীবনের ভারে ভারাক্রান্তা এই নারীটি চমৎকার একটি রসিকতা।

একটি সৎ ও বিশ্বস্ত বন্ধু ছাড়া আমি আর কাউকে আমার বাড়িতে আসতে দিতাম না। তিনি আসতেন হেগশহর থেকে, বাইশিকলে বই ও পত্রিকাদি নিয়ে।...আসতেন কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট দিনে, এমন কি ভীষণ ঝড়েও তাঁর নিয়মের বিচ্যুতি ঘটত না। তিনি ছাড়া আমি বেশির ভাগই থাকতাম সমুদ্র, বালিয়াড়ি ও সন্তানটির সঙ্গে। মনে হ'ত সন্তানটি যেন সংসারে প্রবেশ করতে অত্যন্ত অধীর হয়ে উঠছে।

আমি সমুদ্রের তীরে বেড়াতাম; কখন কখন অনুভব করতাম শক্তি ও সামর্থ্যের প্রাচুর্য্য। ভাবতাম এই প্রাণীটি হবে আমার, কেবল আমারই; কিন্তু অন্যদিন যখন আকাশ মেঘ-মলিন এবং শীতল সমুদ্র তরঙ্গক্ষুব্ধ হয়ে উঠত, হঠাৎ মন হয়ে পড়ত বিষণ্ণ, তখন নিজকে মনে হ'ত এক হতভাগ্য প্রাণী কঠিন ফাঁদে ধরা পড়েছি। তা থেকে মুক্ত হবার, পালিয়ে যাবার প্রবল চেষ্টার সঙ্গে যুঝতাম।...আমার মাকে মনে হ'ত তিনি আছেন

হাজার হাজার মাইল দূরে। ক্রেগও অদ্ভুত ভাবে আমার কাছ থেকে সরে গেছে; সর্ব্বদাই সে তার আর্টে মগ্ন হয়ে রয়েছে, আর, আমি ক্রমেই আমার আর্ট সম্বন্ধে কম চিন্তা করতে পারছি।

...দিন, সপ্তাহ, মাস কত ধীরে সেগুলি চলে যাচ্ছিল। আশা-নিরাশায় আমি মাঝে মাঝে ভাবতাম, আমার শৈশবের তীর্থযাত্রা, আমার যৌবন, দূর দেশ-দেশান্তরে আমার পর্য্যটন ও আমার আর্টের আবিষ্কার। এগুলি সব কুয়াশাময়, দূর ভূমিকার মতো, এখানে এসে পৌঁছেছে—একটি শিশুর জন্মগ্রহণের পূর্ব্বক্ষণে।...আমার সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষার এই চরম।

আমার স্নেহময়ী জননী কেন আমার সঙ্গে ছিলেন না? কারণ তাঁর এই অসম্ভব ধারণা ছিল যে, আমার বিয়ে হওয়া উচিত। কিন্তু তিনি বিয়ে করেছিলেন; সে জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছিল। তিনি স্বামীকে পরিত্যাগ করেন। যে-ফাঁদে তিনি নির্ম্মমভাবে পিষ্ট হয়ে ছিলেন, কেন তিনি আমাকেও তাতে প্রবেশ করতে বলেন? আমি মনে প্রাণে বিবাহ-বিরোধী ছিলাম...এবং এখনও আছি, বিশেষ করে আর্টিষ্টের পক্ষে। ওটা হ'ল একটা কয়েদ।...

অগাষ্টের শেষ হল। সেপটেম্বর এল। আমার ভার অত্যন্ত ভারী হয়ে উঠল। আমার ভিলাটি ছিল বালিয়াড়ির মাথায়। প্রায় এক শ ধাপ উঠতে হত। প্রায়ই আমার নাচের কথা ভাবতাম, কখন কখন আমার আর্টের জন্য গভীর দুঃখ আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলত। কিন্তু তখন অনুভব করতাম তিনটি প্রবল আঘাত এবং একটি দেহ আমার মধ্যে ঘুরছে। আমি হাসতাম, আর, ভাবতাম, জীবনের আনন্দ ও বিস্ময়ের অস্পষ্ট দর্পন ছাড়া আর্ট আর কি?

আমার সুন্দর দেহখানি ক্রমে একদিকে ফুলে উঠতে লাগল।...আমার লঘু পা দুখানি হ'ল মন্থর, গুলফ ফুলে উঠল, কটিদেশ বেদনায় ভরে গেল।

আমার সেই বনবালার মতো সুন্দর গঠন গেল কোথায়? কোথায় গেল আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা? কোথায় আমার যশ? প্রায়ই নিজকে মনে হ'ত, হতভাগ্য ও পরাজিত। জীবন-দৈত্যের সঙ্গে এই খেলা আমার পক্ষে বড় বেশি।...

একদিন বিকেলে আমার দুজন বান্ধবী ও নার্সকে নিয়ে চা পান করছি, এমন সময় একটি আঘাত অনুভব করলাম যেন কে আমার কোমরে সজোরে ঘা দিলে। তারপর অসহ্য বেদনা। কে যেন আমার শিরদাঁড়ায় গজাল পুঁতে সেটাকে টেনে ফাঁক করবার চেষ্টা করছে। তার পর থেকে যন্ত্রণার শুরু হ'ল, যেন আমি কোন পরাক্রান্ত ও নিষ্ঠুর জল্লাদের হাতে পড়েছি।...যে নারী সন্তান প্রসব করেছে সব চেয়ে কঠোর অত্যাচারকেও তার ভয় করবার নেই। কঠোর, নির্ম্মম, ভীষণ এক অদৃশ্য দানব যে ক্ষণিকের জন্য নিষ্কৃতি দেয় না, যার মনে মমতা নেই, সে অবিরাম পেষণে আমার অস্থি, মজ্জা সব বিচ্ছিন্ন, ভিন্ন করে ফেলতে লাগল।...

এই দানবীয় উৎপীড়নে নারীকে যে এখনও ছেড়ে দেওয়া হবে এ হচ্ছে অশ্রুতপূর্ব্ব, বন্য বর্ব্বরতা। এর প্রতিকার দরকার। এটা বন্ধ করা উচিত। আমাদের বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে স্বাভাবিক ভাবে বিনা যন্ত্রণায় সন্তান-প্রসব বলে কিছু নেই, এ একেবারে বিচিত্র। চিকিৎসকেরা যদি রোগীকে অচেতন না করে তার অস্ত্রে অস্ত্রোপচার করেন তা হলে সেটা অমার্জ্জনীয়। নারীর এমন কি সহন-শক্তি বা বুদ্ধির অভাব আছে যে তারা নিজদের এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড মুহূর্ত্তকালের জন্যও সহ্য করবে?

দু দিন ও দু রাত এই অবর্ণনীয় যন্ত্রণা চলল। এবং তৃতীয় দিন ভোরে সেই অদ্ভুত চিকিৎসকটি এক জোড়া প্রকাণ্ড ফরসেপ এনে কোন রকমের অচেতন-করা ঔষুধ না দিয়ে তাঁর কশাই-বৃত্তি শেষ করলেন। তখন যে যন্ত্রণা আমি ভোগ করলাম, সম্ভবত তার সঙ্গে আর কিছুর তুলনা হয় না।

তবে রেলগাড়ির তলায় পড়লে হয়তো সে-রকমের যন্ত্রণা হয়। মেয়েরা যে-অবধি-না এই ভয়ঙ্কর অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটাচ্ছে সে-অবধি স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা আমাকে বলবেন না। আমার বিশ্বাস এই যন্ত্রণা অনর্থক। অন্যান্য অস্ত্রোপচার যেমন বেদনাশূন্য হয়ে থাকে সন্তান-প্রসবও যাতে তেমনই হয়, সে বিষয়ে তাদের বিরামহীন প্রচেষ্টা করতে হবে।

এই উপায়ের পথে বাধা ঘটাচ্ছে কোন্ অদ্ভুত সংস্কার ?···অবশ্য লোকে উত্তরে বলতে পারে, সকল নারীই এতখানি কষ্ট ভোগ করে না। না; রেড ইণ্ডিয়ানেরাও করে না, চাষী-স্ত্রীলোক বা আফ্রিকার নিগ্রোরাও নয়। কিন্তু যে-নারী যত বেশি সভ্য, মার্জ্জিত হবে, সে পাবে তত বেশি কষ্ট, অনর্থক কষ্ট। সভ্য, মার্জ্জিত নারীর জন্য এই ভীষণ অবস্থার সভ্য উপায় আবিষ্কৃত হওয়া উচিত।···আমি যা সহ্য করেছিলাম এবং যে-কোন স্ত্রীলোকই বৈজ্ঞানিকদের অকথ্য আত্মম্ভরিতা ও দৃষ্টিহীনতার ফলে সহ্য করে, একথা আজও যখন ভাবি, তখন রাগে আমি কাঁপতে থাকি; এটার প্রতিকারের পথ থাকলেও তাঁরা এটা ঘটতে দেন।

আহা, সেই শিশুটি! সে ছিল আশ্চর্য্য। তার আকৃতি ছিল, মদন-শিশুর মতো; চোখ দুটি নীল, মাথায় লম্বা বাদামী চুল। পরে সেগুলি উঠে গিয়ে হয়েছিল কোঁকড়া। আর, সব চেয়ে আশ্চর্যের, তার মুখখানি খুঁজতে লাগল আমার স্তন দুটি···উদ্গতধারায় মুখ দিয়ে সে তা পান করতে লাগল। শিশু যখন স্তন্য পান করে, যখন দুগ্ধধারা প্রবাহিত হয়, তখন মনে যে-ভাব জাগে তা কোন্ মা প্রকাশ করেছেন ?···

ওগো নারী! যখন এমন অলৌকিকত্ব আছে, তখন আমাদের আইন-জীবী, চিত্রশিল্পী বা ভাস্কর হবার শিক্ষার আবশ্যক কি ? এখন আমি এই প্রচণ্ড ভালবাসাকে জানতে পারলাম; পুরুষের ভালবাসার চেয়েও তা গভীর। আমি তো পড়ে ছিলাম, রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত ও অসহায়; সেই শিশুটি স্তন্যপান ও চীৎকার করতে লাগল। জীবন, জীবন, জীবন! আমাকে

জীবন দান কর! কোথায় গেল আমার আর্ট? আমার আর্ট বা যে-কোন আর্ট? আর্টের আমি কোন তোয়াক্কা রাখি না! অনুভব করতে লাগলাম, আমি ঈশ্বর, যে-কোন শিল্পীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।...

আমরা গুনিওয়ালডে ফিরে এলাম, মেয়েরা শিশুটিকে দেখে খুশী হ'ল। আমি এলিজাবেথকে বললাম—"ও হল তোমার সব চেয়ে ছোট ছাত্রী।"

প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসা করতে লাগল—"ওকে আমরা কি নামে ডাকব?"

ক্রেগ ভেবে একটি চমৎকার আইরিশ নাম বার করলে, ডিয়ারড্রি। ডিয়ারড্রি—আইয়ারল্যাণ্ডের প্রিয়। তাই আমরা তাকে ডাকতে লাগলাম, ডিয়ারড্রি বলে।

১৯

জুলিয়েৎ মেনডেলশোন তাঁর ধনী ব্যাঙ্ক-মালিক স্বামীর সঙ্গে তাঁর প্রাসাদোপম ভিলায় বাস করতেন। তিনি ছিলেন আমাদের নিকট প্রতিবেশী। আমার স্কুলসম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত আগ্রহ দেখাতেন। একদিন আমাদের সকলকে আমার আরাধ্যা দেবী—ইলিনোরা ডুসের সামনে তিনি নাচবার আমন্ত্রণ করলেন।

আমি ক্রেগকে ডুসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। থিয়েটার-সম্বন্ধে ক্রেগের মতামতে তিনি তৎক্ষণাৎ মুগ্ধ ও আগ্রহশীল হয়ে পড়লেন। কয়েকদিন দেখা-শোনা ও অল্প আলোচনার পর তিনি আমাদের ফ্লোরেন্সে আমন্ত্রণ করলেন। ক্রেগকে দিয়ে দৃশ্যপট যোজনার আয়োজনেরও ইচ্ছা জানালেন। কাজেই স্থির হ'ল, ক্রেগ ইলিনোরা ডুসের জন্য ইবসেনের রোজমাশোমের দৃশ্যপট রচনা করবে। আমরা সকলে ফ্লোরেন্সে রওনা হ'লাম।

পথে আমি শিশুটির পরিচর্য্যা করতে লাগলাম।…জগতে সব চেয়ে যাদের আমি ভালবাসি তারা আজ মিলিত হয়েছে; ক্রেগ তার কাজ নিয়ে থাকতে পারবে, আর ডুসে তাঁর প্রতিভার যোগ্য পটভূমি পাবেন।

আমরা ফ্লোরেন্সে পৌছে একটি ছোট হোটেলে উঠলাম।

প্রথম আলোচনা আরম্ভ হল—তাতে আমি ক্রেগের দোভাষীর কাজ করতে লাগলাম। সে ফরাসী বা ইতালীয় ভাষা কিছুই জানত না; আর ডুসে ইংরেজী ভাষার একটি শব্দও জানতেন না। এই দুই শ্রেষ্ঠ প্রতিভার মাঝে আমি পড়লাম; বোধ হচ্ছিল, তাঁরা গোড়া থেকেই পরস্পরের বিরোধী। আমি দুজনকেই সুখী ও খুশী করবার আশা করতে লাগলাম। তা সম্ভব হ'ল, কতকটা অসত্য কথা বলে। দোভাষীর কাজ করতে গিয়ে আমি যে মিথ্যা বলে ছিলাম, আশা করি সাধু কাজের জন্য বলে তা মার্জ্জনা করা যেতে পারে। আমি চেয়েছিলাম এই অভিনয়ের অনুষ্ঠান।…

আমার বিশ্বাস, ইবসেন রোজমারশোমের প্রথম দৃশ্যে বৈঠকখানাটিকে বর্ণনা করেছেন "সাবেক ঢঙে বেশ আরামদায়ক করে, সাজানো।" কিন্তু ক্রেগ সেটাকে তৈরী করলে ঈজিপ্তীয় মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগের মতো করে। এবং সে তার নিজের ইচ্ছা মতো আরও পরিবর্ত্তন করলে।

ইলিনোরা, কতকটা হতবুদ্ধির মতো বললেন, "আমি দেখছি ওটা ছোট জানালা—ওটা বড় হওয়া সম্ভব নয়।"

তার উত্তরে ক্রেগ ইংরেজীতে জলদগম্ভীর স্বরে বলে উঠল, "ওকে বলে দাও, কোন স্ত্রীলোককে আমার কাজে মাথা গলাতে দেব না।"

কথাগুলো আমি সতর্কতার সঙ্গে ইলিনোরাকে তর্জ্জমা করে বললাম, "ও, আপনার মতের প্রশংসা করছে; আপনাকে খুশী করবার জন্যে ও সবই করবে।"

তারপর ক্রেগের দিকে ফিরে আমি আবার ইলিনোর আপত্তিটা তর্জ্জমা

করে দিলাম, "ইলিনোরা বলছেন, তুমি মস্ত প্রতিভা বলে তোমার সম্বন্ধে কিছুই বলবেন না; ওগুলো যেমন আছে তেমনই গ্রহণ করবেন।"

এই রকমের কথাবার্ত্তা কখন কখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলত।...তারপর রোজমারশোম অভিনয় হ'ল। সে এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা। ক্রেগের রচিত দৃশ্যপট দেখে ডুসে একেবারে মুগ্ধ ও আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন।...ক্রেগেরও আনন্দ ধরে না। প্রথমে সে ইলিনোরার প্রতি ছিল বিরূপ; এখন থেকে তাঁর প্রশংসা করতে লাগল। ক্রেগ তার সম্মুখে দেখত পেল, নিজের ভবিষ্যৎ। কিন্তু হায়! ইলিনোরা তারপর আর রোজমারশোম অভিনয় করলেন না। তাঁর সঙ্গে ব্যবস্থা ছিল প্রত্যহ নূতন অভিনয়ের।

এই সব উত্তেজনার শেষ হলে আমি একদিন সকালে গেলাম, আমার ব্যাঙ্কে; গিয়ে দেখি, আমার সব সঞ্চয় শেয় হয়ে গেছে। এখন আমার তহবিল পূর্ণ করা একান্ত দরকার। সময়মতো সেণ্টপিটাস্‌বুর্গের এক ম্যানেজারের কাছ থেকে নিমন্ত্রণও এল। তিনি জানতে চাইলেন, আমি আবার নাচতে রাজী আছি কি না। রুষিয়ায় নানা জায়গায় নাচ দেখাবার আমার সঙ্গে একটা চুক্তি করলেন।

আমি ফ্লোরেন্স থেকে সুইজারল্যাণ্ড ও বার্লিন হয়ে সেণ্টপিটারসবুর্গে রওনা হলাম। আমার মেয়েটি রইল মেরি কিস্‌তের কাছে। (ইনি বিখ্যাত উত্তর মেরু-আবিষ্কর্ত্তা ক্যাপটেন স্কটকে বিয়ে করেছিলেন।) আর, ক্রেগ রইল, ডুসের জিম্মায়। আমার এই যাত্রাটি ছিল বড় বেদনার। মেয়েটির কাছ থেকে এই আমার প্রথম বিচ্ছেদ, ক্রেগ ও ডুসেকেও ছেড়ে চললাম। আমার স্বাস্থ্যের অবস্থাও ছিল বিপজ্জনক।...

ট্রেনে উত্তর মুখে ছুটতে ছুটতে আমি এসে পৌঁছলাম সেই তুষারপ্রান্তরে ও বনরাজ্যে। সেগুলিকে এখন মনে হতে লাগল আরও বেশি নির্জ্জন।...

রুষদেশের এবারকার ভ্রমণের কথা আমার বিশেষ মনে পড়ে না। বলা বাহুল্য যে, আমার অন্তর আমাকে শতসূত্রে টানছিল ফ্লোরেন্সে। সেজন্য এখানকার ভ্রমণ যতদূর সম্ভব সংক্ষেপ করে আমি হল্যাণ্ডের নাচের চুক্তি করলাম। তাহলে আমার স্কুলের ও যাদের আমি দেখবার জন্য ব্যাকুল তাদের কাছে থাকতে পারব।

প্রথম রাতে আমস্‌টারডামে অভিনয় করবার সময় ষ্টেজে এক অদ্ভুত রোগে আমি আক্রান্ত হয়ে পড়লাম।···অভিনয়ের পর আমি সটান উপুড় হয়ে ষ্টেজের ওপর পড়ে গেলাম; আমাকে হোটেলে নিয়ে যেতে হ'ল। সেখানে আমি দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, বরফ-ভরা ঘরে পড়ে রইলাম। কোন চিকিৎসক এই রোগের নিদান আবিষ্কার করতে পারেন নি। বহু সপ্তাহ আমি কিছুই খেতে পারি নি; আমাকে খাওয়ানো হ'ত দুধ ও আফিম।···

ক্রেগ ছুটে এসেছিল ফ্লোরেন্স থেকে···সে ঠিক চার সপ্তাহ আমার কাছে থেকে আমার সেবা-শুশ্রূষায় সাহায্য করলে। শেষে ইলিনোরার কাছ থেকে একদিন টেলিগ্রাম এল, "নাইসে আমি রোজমারশোম অভিনয় করছি। দৃশ্যপট ভাল লাগছে না। অবিলম্বে আসুন।"

সে-সময়ে আমি কতকটা সুস্থ হয়ে উঠছি; তাই সে নাইসে চলে গেল। কিন্তু সেই টেলিগ্রাম দেখে দুজনের মধ্যে যা ঘটবে আমি তার আশঙ্কা করতে লাগলাম।···

হয়েছিলও তাই। ক্রেগ ও ইলিনোরার মধ্যে চিরদিনের মতো ছাড়া-ছাড়ি হয়ে গেল।

আমি এমন অসুস্থ হয়ে নাইসে এসে পৌছলাম যে, আমাকে ট্রেন থেকে নিয়ে যেতে হ'ল।···

কাছের একটি হোটেলে ইলিনোরা ডুসেও অসুস্থ হয়ে পড়ে ছিলেন। তিনি আমাকে অনেক স্নেহবার্ত্তা প্রেরণ করতেন। তাঁর চিকিৎসক এমিল বোসোঁকেও তিনি আমার চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে ছিলেন।...

আমার মা আমার কাছে এলেন ; আমার বিশ্বস্ত বান্ধবী মেরি কিসৎও আমার মেয়েটিকে নিয়ে এলেন। মেয়েটি ছিল চমৎকার, সবল। এবং ক্রমে আরও সুন্দর হয়ে উঠছিল। হোটেল থেকে আমরা গেলাম মঁ বোরোঁতে। আমাদের একদিকে দেখা যেত সমুদ্র, আর একদিকে পর্ব্বতমালার শৃঙ্গ-দেশ। রৌদ্রোজ্জ্বল অধিত্যকায় যেথানে আমরা থাকতাম, আমি জীবন ফিরে পেলাম। কিন্তু এই জীবন ছিল আথিক দুর্গতিতে ভারাক্রান্ত ; আর তা উপশমের জন্য, সমর্থ হতেই আমি ফিরে গেলাম হল্যাণ্ডে। তবুও বড় দুর্ব্বল ও নিরুৎসাহ বোধ হতে লাগল।

আমি ক্রেগকে আরাধনা করতাম—আমার শিল্পীর অন্তরের সকল আবেগ দিয়ে তাকে ভালবাসতাম—কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম আমাদের বিচ্ছেদ অনিবার্য্য। তবুও আমি সেই উন্মত্ত অবস্থায় এসে পৌছেছি যখন আর তার সঙ্গে বা তাকে ছেড়ে থাকতে পারি না। তার সঙ্গে থাকা অর্থে আমার আর্টকে, আমার ব্যক্তিত্বকে, কেবল তাই নয়, হয়তো আমার জীবন, আমার প্রজ্ঞাশক্তিকে পরিত্যাগ করা। তাকে ছেড়ে থাকা অর্থে এক নিরবচ্ছিন্ন বিষাদের মাঝে জীবনধারণ করা এবং ঈর্ষায় দগ্ধ হওয়া। হায়! আমার বোধ হ'ল তা হবার পক্ষে উপযুক্ত কারণ আছে। ক্রেগ তার সকল শ্রী-সৌন্দর্য্য নিয়ে অপর নারীর আলিঙ্গনাবদ্ধ হবে এই দৃশ্য সারারাত আমার মনে ঘোরাফেরা করতে লাগল ; পরিশেষে আমি আর ঘুমোতে পারলাম না। ক্রেগ অন্য নারীদের কাছে তার আর্টের ব্যাখ্যা করছে, আর, তারা সপ্রেম নয়নে তার দিকে তাকিয়ে আছে—সে অন্য নারীকে নিয়ে সুখী হচ্ছে—তার মন-ভোলান হাসি, এলেনটেরির হাসি, মুখে নিয়ে তাদের দিকে তাকাচ্ছে, তাদের সোহাগ করছে, নিজের মনে

বলছে "এই নারীটি আমাকে আনন্দ দেয় ; মোট কথা, ইসাডোরা অচল ;" এই ছবি আমাকে অস্থির করে তুলল। আমাকে ক্রোধ ও নৈরাশ্যের মাঝে নিয়ে ফেলল। আমি কাজ করতে পারলাম না, নাচতে পারলাম না। জনসাধারণ তা পছন্দ করছে কি না আমি সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলাম না।

বুঝতে পারলাম, এই অবস্থার সমাপ্তি ঘটাতেই হবে। হয় ক্রেগের আর্ট বা আমার—জানতাম, আমার আর্ট পরিত্যাগ করা অসম্ভব ; আমি শুকিয়ে যাব—মর্মবেদনায় আমার মৃত্যু ঘটবে। একটা উপায় বার করতেই হবে…এবং যা অত্যন্ত চাওয়া যায়, তা আসে। উপায়ও এল।

একদিন বিকেলে সে ঘরে ঢুকল ; সুশ্রী, শিষ্ট, তরুণ, সু-বর্ণ, সুবেশ। সে বললে, "আমার বন্ধুরা আমাকে পিম বলে ডাকে।"

বললাম, "পিম ! কি চমৎকার নাম। তুমি কি শিল্পী ?"

যেন আমি তাকে কোন অপরাধে অপরাধী করছি, সে অস্বীকার করলে, "না !"

—"তাহলে তোমার কি আছে ? প্রকাণ্ড ভাব ?"

—"নাঃ। আমার কোন রকমের ভাবই নেই।"

—"কিন্তু জীবনের কোন উদ্দেশ্য ?"

—"কিছু না।"

—"কিন্তু তুমি কর কি ?"

—"কিছুই না।"

—"কিন্তু তোমাকে কিছু একটা করতেই হবে।"

সে চিন্তিত ভাবে উত্তর দিলে—"অষ্টাদশ শতাব্দীর নস্যের কৌটোর চমৎকার সংগ্রহ আমার আছে।"

এই আমার উপায়। আমি রুষিয়ায় নানা জায়গায় নাচ দেখাবার

চুক্তি করেছিলাম—উত্তর রুষিয়া, দক্ষিণ রুষিয়া এবং ককেসাসও—একাকিনী এই দীর্ঘ ভ্রমণে যাব বলে ভয় পাচ্ছিলাম।

"আমার সঙ্গে রুষিয়া যাবে, পিম ?"

সে চট্ করে উত্তর দিলে—"ভাল লাগবে। কেবল আমার মা আছেন। তাঁকে আমি বশ করতে পারব ; কিন্তু আরও একজন আছে—" সে রাঙা হয়ে উঠল—"একজন যে আমাকে খুব ভালবাসে—সে হয়তো যেতে দিতে রাজী হবে না।"

—"কিন্তু আমরা পালিয়ে যেতে পারি।"

তারই ব্যবস্থা হ'ল। আমসটারডামে শেষ অভিনয়ের পর ষ্টেজের দরজায় একখানি অটো আসবে এবং আমাদের নিয়ে যাবে গ্রামের পথে। আমরা বন্দোবস্ত করেছিলাম, আমার পরিচারিকা মোট-ঘাট নিয়ে এক্সপ্রেসে রওনা হবে ; আমরা তাকে আমস্‌টারডামের বাইরে পরের ষ্টেশনে ধরব।

রাতখানা ছিল গাঢ় কুয়াশাভরা, খুব ঠাণ্ডা ; মাঠের ওপর ঘন কুয়াশা ভাসছিল। পথটা একটা খালের ধারে ধারে গেছে বলে 'শোফার' জোরে গাড়ি চালাতে চাইছিল না।

সে বললে—"খুব বিপজ্জনক।" এবং সাবধানে এগোতে লাগল।

কিন্তু এই বিপদ পশ্চাদ্ধাবনের তুলনায় কিছুই নয়। হঠাৎ পিম পিছন দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—

"ভগবান, সে আমাদের পিছু নিয়েছে।"

কথাটা আমার কাছে ব্যাখ্যা করে বলবার প্রয়োজন ছিল না।

পিম বললে, "সম্ভবত ওর কাছে পিস্তল আছে।"

আমি শোফারকে বললাম, "জোরে, জোরে।"

কিন্তু সে আঙুল দিয়ে দেখাল, কুয়াশার মধ্য দিয়ে খালের জল চক চক করছে। ব্যাপারটা খুবই রোমাঞ্চকর ; কিন্তু শেষ অবধি আমরা পিছনের গাড়িখানির চোখে ধুলো দিয়ে ষ্টেশনে পৌছলাম।

তখন রাত তুটো। রাতের পোরটারটি আমাদের মুখের ওপর তার লণ্ঠনটি তুলে ধরলে।···সে আমাদের তুজনকে একঘরে থাকতে দিলে না; একটা লম্বা বারান্দার তুদিকে তুটো ঘরে আমাদের রেখে সে সারারাত জেগে বসে রইল, যেন তার তাতে বেশ একটু ক্রূর আনন্দ হয়েছে। যখনই পিম কি আমি মাথা বার করি তখনই সে লণ্ঠনটা তুলে ধরে বলে—"না—না—"

সকালে, সেই লুকোচুরি খেলায় একটু ক্লান্ত হয়ে আমরা এক্সপ্রেসে সেন্ট পিটার্সবুর্গ রওনা হলাম।···

পিটারসবুর্গ পৌছে, যখন কুলি ট্রেন থেকে পিমের নাম-লেখা আঠারোটি ট্রাঙ্ক চাইলে তখন আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম।

বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কিন্তু এ কি?"

পিম বললে, "ও সব আমার মোট-ঘাট। এইটে হল আমার নেকটাইয়ের; এই তুটো হল আমার কাপড়-চোপড়ের, এগুলো হ'ল, আমার বুটজুতোর; তারপর, এটাতে আছে আমার পশম লাগানো ওয়েষ্টকোট—রুষিয়ার উপযোগী।"···

পিমের সঙ্গে আমার কেটেছিল বড় আনন্দে। তার সাহচর্য্যে ওসকার ওয়াইলডের এই কথাগুলির সাথর্কতা উপলব্ধি করেছিলাম—"ক্ষণিকের আনন্দও চিরত্নঃখের চেয়ে শ্রেয়ঃ।"

২০

নাচকে যদি আমি কল্পনা করতাম একজনেরই বলে তাহলে আমার পথ হত বেশ সহজ। আমি খ্যাতি লাভ করেছিলাম; সকল দেশই আমাকে

চাইছিল। আমার কেবল করবার ছিল, যে-বৃত্তি আমাকে এমন যশ দান করছিল তাকেই অনুসরণ। কিন্তু হায়! আমার সারা অন্তর আচ্ছন্ন করে ছিল একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার চিন্তা ও নাচের এক মহান স্বপ্ন···আমার আহ্বানে, ধরণীর অন্তর থেকে উঠবে, স্বর্গ থেকে নেমে আসবে এমন সব মূর্ত্তি যাদের জগৎ কখন দেখে নি।···

এই স্বপ্ন নিয়ে আমি ফিরে এলাম, গ্রুনিওয়ালডে। কিন্তু পরিশেষে বুঝলাম, জারমানিতে আমার স্বপ্ন সফল হবে না। তারপর গেলাম রুষিয়ায়। সেখানেও বিফল হ'লাম। ভাবলাম ইংলণ্ডে হয়তো সাহায্য পাব। আমার বিশটি ছাত্রী নিয়ে ইংলণ্ডে একদিন উপস্থিত হলাম। ইংলণ্ডের বড় বড় লোক আমার নাচ দেখতে এলেন; তাঁরা খুশীও হলেন; কিন্তু তাঁরা আমার নাচকে দেখলেন 'চমৎকার আমোদ' বলে। সেখানেও আমার স্বপ্ন সফল হ'ল না। আমার স্কুলের বিরাট ব্যয়ভার বহন করবে কে?

যেমন সর্ব্বদা হয়, আমার দলটির ব্যয় ছিল প্রচুর। আবার আমার ব্যাঙ্কে যা ছিল তা নিঃশেষ হয়ে এল; কাজেই পরিশেষে আমাকে বাধ্য হয়ে গ্রুনিওয়ালডে ফিরে আসতে হল; আর; আমি আমেরিকায় নাচবার জন্য একটা চুক্তি করলাম।

আমার স্কুল, এলিজাবেথ ও ক্রেগকে, সবচেয়ে বেশি আমার মেয়েটিকে ছেড়ে যেতে আমার বড় কষ্ট হতে লাগল। আমার ডিয়াড্রি তখন এক বছরের হয়ে উঠেছে, তার রঙ হয়েছে ফর্সা, গাল দুখানি লাল ও চোখ দুটি নীল।

তারপর জুলাই মাসে একদিন নিউইয়রকযাত্রী একখানি প্রকাণ্ড জাহাজে আমি যাত্রা করলাম, একাকিনী—সেখান থেকে পশুবাহী জাহাজে যেদিন রওনা হয়েছিলাম, তার আট বছর পরে। ইউরোপে আমি বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলাম। আমি সৃজন করেছিলাম, শিল্প, স্কুল ও একটি শিশু। তেমন

মন্দ নয়। কিন্তু টাকা-কড়ির বিষয়ে আগের চেয়ে আমি বিশেষ ধনী হয়ে উঠতে পারি নি।

আমেরিকায় প্রথম দিকে যশ ও অর্থের দিক থেকে আমি বিশেষ কিছু লাভ করতে পারি নি। আমার নাচের প্রতি তাদের আগ্রহ ছিল না। আমার ম্যানেজার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। তিনি একদিন বললেন, "আমেরিকা আপনার আর্ট বোঝে না। এটা ওদের বোধশক্তির অতীত। ওরা কখন বুঝতেও পারবে না। আপনার পক্ষে ইউরোপে ফিরে যাওয়া ভাল।"

তাঁর সঙ্গে আমার ছ'মাসের চুক্তি ছিল, আমার নাচে লাভ হোক বা না হোক, আমি টাকা পাবই। তা সত্ত্বেও অভিমান এবং সেই সঙ্গে তাঁর খেলোয়াড়-সুচক মনোভাবের অভাবের প্রতি অবজ্ঞায় আমি সেই চুক্তি-পত্রখানি নিয়ে তাঁর চোখের সামনে এই বল্‌তে বল্‌তে ছিঁড়ে ফেললাম, "যাই হোক, এতে আপনি সকল দায়-মুক্ত হলেন।"

আমেরিকার বিখ্যাত ভাস্কর জর্জ বারনারড আমাকে বার বার বলেছিলেন, আমি আমেরিকায় উদ্ভূত হয়েছি বলে তিনি গৌরব বোধ করেন। আমেরিকা যদি আমার আর্টের সমাদর না করে তাহলে তিনি গভীর দুঃখ পাবেন। কাজেই আমি নিউইয়রকে থাকতে মনস্থ করলাম। এবং একটা ষ্টুডিও ভাড়া নিয়ে সেটা আমার নীল যবনিকা ও কার্পেট দিয়ে সাজিয়ে কবি ও শিল্পীদের সামনে প্রতি সন্ধ্যায় নাচতে লাগলাম।

নিউ ইয়রকে আমার আর্টের প্রথমদিকে বিফলতার কারণ হচ্ছে, যোগ্য অরকেষ্ট্রার অভাব···পরিশেষে এই অভাব পূরণ হয়ে গেল অরকেষ্ট্রা পরিচালক ড্যামরোশের দ্বারা। তাঁর অরকেষ্ট্রা গঠিত ছিল আশী জন বাদক নিয়ে। সে সঙ্গীত যে কত মহান্ তা কল্পনা করুন। তারই সুরে-তালে আমি নাচতে লাগলাম। লোকে আমার আর্ট বুঝতে শুরু করলে। আমি সফলকাম হলাম; কিন্তু সেই সঙ্গে উঠল আপত্তির ঝড়।

কয়েকজন পাদ্রী আমার নাচের বিরুদ্ধে কঠিন ভাষায় বক্তৃতা দিতে লাগলেন।

শেষে একদিন আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটল; স্বয়ং প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এলেন আমার নাচ দেখতে। তিনি খুশী হলেন; প্রত্যেকটি নাচের শেষে হাততালি পড়তে লাগল। তিনি পরে এক বন্ধুর কাছে লিখেছিলেন।

"ইসাডোরার নাচের মধ্যে দোষের কি পেলেন এই সব পাদ্রীরা? ওকে আমার মনে হয় একটি নির্দ্দোষ শিশুর মতো, অরুণালোয় উদ্যানে নেচে বেড়াচ্ছে আর নিজের কল্পনার সুন্দর কুসুমগুলি চয়ন করছে।..."

ওয়াশিংটন থেকে নিউ ইয়রকে এসে আমার ব্যাঙ্কের কাছ থেকে জেনে খুশী হলাম, আমার নামে অনেক টাকা জমেছে। যদি আমার অন্তরকে আমার শিশুটি ও স্কুলটি না টানত তা হলে আমি কখন আমেরিকা থেকে আসতাম না। কিন্তু একদিন সকালে, বন্ধুবান্ধদের জাহাজঘাটে রেখে ইউরোপ যাত্রা করলাম।

আমাকে প্যারিতে অভ্যর্থনা করবার জন্য এলিজাবেথ স্কুলের বিশ জন ছাত্রী ও আমার মেয়েটিকে নিয়ে এল। আমার আনন্দ কল্পনা করুন। মেয়েটিকে আমি ছ'মাস দেখি নি। সে আমাকে দেখে প্রথমে আমার দিকে অতি অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে রইল। তারপর কাঁদতে আরম্ভ করল। স্বভাবতই আমিও কাঁদতে লাগলাম—তাকে কোলে করতে কি রকম অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য বোধ হ'ল। আমার অপর শিশুটি হচ্ছে—আমার স্কুল। তারা সকলে এত লম্বা হয়েছিল। এই পুনর্মিলন হ'ল অতি চমৎকার; আমরা একসঙ্গে সারা বিকেলটা নাচলাম, গাইলাম।

প্যারিতে আমাকে সাহায্য করতে লাগলেন, বিখ্যাত শিল্পী লুগনি পোয়ে। দর্শকেরা সকলেই খুশী হলেন। প্যারি হাসিমুখে আমার দিকে তাকাতে লাগল।

যখনই আমি নাচি তখনই শহরের শিল্পরসিক ও শিক্ষিত, মার্জ্জিত-সমাজের যাঁরা সেরা তাঁরা তা দেখতে উপস্থিত হতে লাগলেন। তখন বোধ হ'ল আমার কামনা প্রায় সফল হল ; যে স্কুলের প্রতিষ্ঠা আমি কামনা করছিলাম বোধ হতে লাগল, তা আমার হাতের মধ্যে এসেছে।

একদিন, ম্যাটিনীর একটু আগে আমি বিশ্রী রকমে ভয় পেলাম। আমার মেয়েটি, কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ কাশতে আরম্ভ করল এবং তার গলা বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। আমি ভাবলাম, সেটা হয়তো ভয়ঙ্কর ডিপথিরিয়া। একখানা ট্যাকসি নিয়ে প্যারির পথে ছুটলাম, কোন ডাক্তারকে বাড়িতে পাই কি না তার চেষ্টায়। পরিশেষে একজন বিখ্যাত শিশুরোগ-বিশেষজ্ঞকে পেলাম। তিনি অনুগ্রহ করে সঙ্গে এলেন এবং আমাকে আশ্বস্ত করলেন যে, তা বিশেষ কিছু নয়, কাশি মাত্র।

আমি ম্যাটিনীতে এলাম আধঘণ্টা দেরিতে…সারা বিকেলটা নাচতে নাচতে আমি আশঙ্কায় কাঁপতে লাগলাম।…মায়ের ভালবাসা কত প্রবল, আত্মকেন্দ্রিক ও প্রচণ্ড। এটা খুব প্রশংসার বলে আমি মনে করি না। সকল শিশুকে ভালবাসতে পারাটাই অশেষ প্রশংসার।

সম্প্রতি মনো-টেলিপ্যাথিতে আবিষ্কৃত হয়েছে যে, চিন্তা-তরঙ্গ তার অনুকূল বাতাসের মধ্য দিয়ে গিয়ে তাদের গন্তব্যস্থানে পৌছয়, প্রেরকের অজানিতেই।

আমি এমন এক জায়গায় এসে পৌছেছিলাম যেখানে বোঝা যাচ্ছিল, সব অচল হয়ে পড়বে। আমার স্কুলটি ক্রমেই বাড়ছিল। আমার আয় থেকে তার খরচ চালানো অসম্ভব। আমি নিজে যে-টাকা রোজগার

করেছিলাম, তা দিয়ে চল্লিশটি শিশুকে পালন করছিলাম ও তাদের শিক্ষা দিচ্ছিলাম। তাদের মধ্যে বিশটি ছিল জারমানিতে, বিশটি ছিল প্যারিসে। তারা ছাড়া, আরও অন্যদের আমাকে সাহায্য করতে হচ্ছিল। একদিন, কৌতুক ভরে এজিলাবেথকে বললাম,

"এ আর চল্‌তে পারে না! ব্যাঙ্কে আমার জমার চেয়ে খরচ বেশি হয়ে গেছে। যদি স্কুলটাকে চালাতে হয়, তাহলে আমাদের একজন কোটিপতি খুঁজে বার করতে হবে।"

এই ইচ্ছা প্রকাশ করবার সঙ্গে সঙ্গে তা আমাকে পেয়ে বসল।

দিনের মধ্যে আমি এক শ বার বলতে লাগলাম—"আমাকে একজন কোটিপতি খুঁজে বার করতেই হবে!" প্রথমে বলতে লাগলাম, পরিহাস করে; শেষে বলতে আরম্ভ করলাম, আন্তরিকতার সঙ্গে।

একদিন সকালে এক বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত অভিনয়ের পর আমার আয়নাখানির সামনে ড্রেসিং গাউন পরে বসে আছি। মনে পড়ছে বিকেলে যে ম্যাটিনী হবে তার জন্য চুলগুলো কোঁকড়াচ্ছি; আমার মাথায় একটা লেশের টুপি। আমার পরিচারিকা একখানি ভিজিটিং কার্ড নিয়ে এল। দেখলাম, তাতে লেখা আছে একটি সু-পরিচিত নাম। হঠাৎ আমার মাথায় জেগে উঠল: "এই আমার কোটিপতি।"

"তাঁকে ভেতরে আসতে দাও।"

তিনি এলেন, দীর্ঘাকার, পরিষ্কার রঙ, মাথার চুল ও মুখে শ্মশ্রু কোঁকড়ানো। আমার প্রথম চিন্তা ছিল—লোহেনগ্রীন।

তিনি মধুর স্বরে কথা বললেন, কিন্তু তাঁকে দেখালো লাজুকের মতো।

ভাবলাম, "ও হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড বালকের মতো; মুখে দাড়ি লাগিয়ে ছদ্মবেশ পরেছে।"

তিনি বললেন, "আপনি আমাকে চেনেন না; কিন্তু আমি প্রায়ই আপনার আশ্চর্য্য আর্টের প্রশংসা করেছি।"...

"আমি আপনার আর্টের, আপনার স্কুলের আদর্শের নির্ভীকতার প্রশংসা ও শ্রদ্ধা করি। আমি আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি। আমি কি করতে পারি? উদাহরণস্বরূপ, সমুদ্রের ধারে রিভেরায় একটি ছোট ভিলায় আপনার এই শিশুদের নিয়ে যেতে চান কি? সেখানে নূতন নাচ রচনা করবেন? খরচের জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না। আমি সব বহন করব। আপনি মস্ত কাজ করেছেন; নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়েছেন। ওটার ভার আমার কাঁধেই দিন।"

এক সপ্তাহের মধ্যেই আমার ছোট দলটি ট্রেনের প্রথম শ্রেণীতে বসে সমুদ্র ও সূর্য্যালোকের দিকে ছুটে চলল। লোহেনগ্রিন আমাদের ষ্টেশনে নিতে এলেন। তাঁর মূর্ত্তি উজ্জ্বল; তাঁর পোষাক আগা-গোড়া সাদা। তিনি আমাদের সমুদ্রের তীরে একখানি মনোহর ভিলায় নিয়ে গেলেন। তার বারন্দা থেকে সাদা-পাল-তোলা তাঁর ছোট জাহাজখানিকে দেখালেন।

তিনি বললেন, "ওখানির নাম লেডী অ্যালিসিয়া কিন্তু এখন থেকে আমরা সেটা বদলে রাখব, আইরিস্।"

ছাত্রীরা তাদের ফিকে নীল টিউনিক পরে কমলালেবুর গাছগুলির তলায় নেচে বেড়াতে লাগল; তাদের হাত কমলার ফুল ও ফলে ভরা। তাদের প্রতি লোহেনগ্রিন অতি সদয় ও মধুর ব্যবহার করতে লাগলেন। প্রত্যেকেরই আরামের দিকে তাঁর দৃষ্টি।...তাঁকে আমি কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে দেখছিলাম। এই ভাবটি তাঁর চরিত্রের মাধুর্য্যের সংস্পর্শে এসে অল্পকালের মধ্যেই কোন প্রবল কিছুতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, যদিও সে সময়ে তিনি ছিলেন আমার ত্রাণ-কর্ত্তা।...

ছাত্রীরা ও আমি থাকতাম বোলিউয়ের একটি ভিলায়, আর লোহেনগ্রিন থাকতেন নাইসের একটি চমৎকার হোটেলে। মাসে মাসে তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে খাবার নিমন্ত্রণ করতেন। মনে পড়ে সেখানে আমি সাদা-সিধা

গ্রীক টিউনিক পরে হীরা-মুক্তা বসানো আশ্চর্য্য রকমের রঙিন গাউন-পরা এক মহিলাকে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে যাই। তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারি সে আমার শত্রু। তাকে দেখে আমার মন শঙ্কায় ভরে ওঠে: পরে তা ঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

এক সন্ধ্যায় লোহেনগ্রিন তাঁর স্বভাবসুলভ ঔদার্য্যে, ক্যাসিনোতে অনেককে কারনিভাল বল নাচে নিমন্ত্রণ করলেন। তিনি প্রত্যেকের জন্য লিবার্টি সাটিনে তৈরী পিয়ারো-পোষাকের (ছদ্মবেশের) ব্যবস্থা করলেন। আমি সেই প্রথম পিয়ারো-পোষাক পরলাম; সেই প্রথম ছদ্মবেশ-পরা সর্ব্বসাধারণের বলনাচে যোগ দিলাম। সেটা ছিল আনন্দোৎসব। আমার ভাগ্যে কেবল একখানি মেঘ ছিল। হীরা-পরা মহিলাটিও—তাঁকেও একটি পোষাক দেওয়া হয়েছিল—নাচে এলেন। তাঁর দিকে তাকাতে আমার অন্তর বেদনায় পীড়িত হতে লাগল। কিন্তু মনে পড়ে, পরে আমি তাঁর সঙ্গে নেচেছিলাম উন্মাদের মতো—ভালবাসার সঙ্গে ঘৃণার এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।...

এই উন্মাদনার মাঝে আমার হঠাৎ ডাক পড়ল টেলিফোনে। ভিলা থেকে একজন বললে, "এরিকা (স্কুলের এক শিশু-ছাত্রী) হঠাৎ ঘুংড়ি-কাশিতে আক্রান্ত হয়েছে—তার অবস্থা ভয়ঙ্কর—হয়তো মারা যাবে।" আমি টেলি-ফোন থেকে ছুটে গেলাম খাবার টেবিলে; সেখানে লেহেনগ্রিন নিমন্ত্রিত-গণকে আদর-আপ্যায়ন করছিলেন। আমি তাঁকে শীঘ্র টেলিফোনে আসতে বললাম। একজন ডাক্তারকে আমাদের ফোন করতেই হবে। আর, সেইখানে, সেই টেলিফোনবাক্সের কাছে, আমাদের দুজনেরই যে প্রিয় তারই জন্য শঙ্কার ভারে, আমাদের সকল বাধা-বন্ধ ভেঙে গেল; আমাদের দুজনের অধর এক হ'ল। কিন্তু আমরা একটি সেকেণ্ড নষ্ট করলাম না। দরজায় লোহেনগ্রিনের মোটর ছিল। আমরা দু'জনে যেমন বেশে ছিলাম, পিয়ারো-পোষাকে, তেমনই ভাবে বেরিয়ে ডাক্তারকে তুলে

নিয়ে ছুটলাম ভিলার দিকে। দেখলাম, এরিকার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তার মুখখানা হয়ে গেছে কালো। ডাক্তার তাঁর কাজ করতে লাগলেন, আমরা দুজনে, পিয়ারো-পোষাকে তার বিছানার পাশে শঙ্কিত অন্তরে দাঁড়িয়ে ডাক্তারের মতের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। দু'ঘণ্টা পরে জানালা-পথে ভোরের আলো ধীরে তখন প্রবেশ করছে, ডাক্তার বললেন, শিশুটি রক্ষা পেয়েছে। আমার দুগাল বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল।...

ক্যাসিনোয় সময় এত দ্রুত কেটে গিয়ে ছিল যে, নিমন্ত্রিতগণ আমাদের অনুপস্থিতি লক্ষ্যই করেন নি।

একজন, কিন্তু তার প্রত্যেকটি মিনিট গণনা করছিল। হীরা-পরা সেই ক্ষুদে মহিলাটি ঈর্ষাভরা চোখে লক্ষ্য করেছিলেন, আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি ; এবং দু'জনে ফিরে এসে আবার ঘরে ঢুকলে তিনি টেবিল থেকে একখানা ছুরি তুলে নিয়ে লোহেনগ্রিনের দিকে ছুটে গেলেন। সৌভগ্যবশত, লোহেনগ্রিন ঠিক সময়ে তাঁর মতলব ধরতে পেরেছিলেন। তিনি মহিলাটির কব্জি চেপে ধরলেন এবং চোখের পলকে তাঁকে মাথার ওপর তুলে ফেললেন। এইভাবে তাঁকে তিনি নিয়ে গেলেন মহিলাদের ঘরে যেন সেটা একটা তামাসা, কারিনিভালের পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট একটি অঙ্গ। সেখানে তিনি মহিলাটিকে পরিচারকদের হাতে দিয়ে বললেন, "এঁর মাথাটা একটু খারাপ হয়ে গেছে ; এক গ্লাস খাবার জলের দরকার।"

তারপর সে নাচঘরে ফিরে এল, সম্পূর্ণ অবিচলিত ; মন অসম্ভব রকমের উৎসাহে আনন্দ ভরা। আর বাস্তবিক, তারপর থেকে নিমন্ত্রিতদের সকলেরও উল্লাস বাড়তে বাড়তে ভোর পাঁচটায় একেবারে চরমে উঠল। তখন আমি নাচতে লাগলাম, উদ্দাম নাচ।...

যখন সকলে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে চলে যেতে আরম্ভ করলেন, তখন সেই হীরা-পরা মহিলাটিও একাকিনী চলে গেলেন তাঁর হোটেলে ; লোহেনগ্রিন রইল আমার সঙ্গে। ছাত্রীগণের প্রতি তার বদান্যতা, এরিকার

অসুখের সময় তার আন্তরিক দুঃখ—এই সব আমার ভালবাসাকে জয় করে নিলে।

পরদিন সে প্রস্তাব করলে তার সেই জাহাজখানিতে চড়ে বেড়াতে যাবার। আমার ছোট মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে, স্কুলটি গভর্নেসের তত্ত্বাবধানে রেখে আমরা সমুদ্র-পথে চললাম, ইটালির দিকে।

ধন-দৌলত তার সঙ্গে অভিসম্পাত আনে; আর, যারা ধনী তারা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সুখী হতে পারে না।

আমি যদি আগে বুঝতে পারতাম, যে-লোকটির সঙ্গে ছিলাম তার মেজাজ অনেকদিনই বিগড়ে গেছে, আমার প্রত্যেকটি কথা ও কাজ সে যাতে খুশী হয় এমনই ভাবে রচনা করা উচিত ছিল, তাহলে সব বেশ ভালই চলত। কিন্তু আমি ছিলাম নিতান্ত ছেলেমানুষ ও সরল। কাজেই এটা জানতে পারি নি। আমি তাকে জীবনসম্বন্ধে আমার ধারণা, প্লেটোর রিপাবলিক, কারল্ মারকস্ এবং জগতের একটা সাধারণ সংস্কারের আবশ্যকতার কথা বোঝাতে লাগলাম। তখন ঘুণাক্ষরেও ধারণা হল না যে, বিপদের সৃষ্টি করছি। এই লোকটি, যে বলেছিল আমার সাহস ও বদান্যতার জন্য আমাকে সে ভালবাসে, ক্রমেই শঙ্কিত হয়ে উঠতে লাগল একথা জানতে পেরে যে, কি দুর্দ্দান্ত এক বিপ্লবীকে সে জাহাজে তুলে নিয়েছে। সে একটু একটু করে বুঝতে পারল, আমার আদর্শকে তার মানসিক স্থৈর্য্যের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে না। কিন্তু ব্যাপারটা চরমে উঠল যে-দিন সন্ধ্যায় সে জিজ্ঞাসা করলে, আমার প্রিয় কবিতা কি? খুশী হয়ে আমি তার কাছে পড়লাম ওয়ালট হুইটম্যানের, "মুক্ত পথের গান।"

উৎসাহের আতিশয্যে আমি লক্ষ্যই করি নি, তার ফল কি হচ্ছে।

যখন আমি চোখ তুলে তাকালাম, একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম; তার সুন্দর মুখখানি রাগে ফুলে উঠল।

সে বলে উঠল, "কি পচা জিনিষ! ও লোকটা কখন নিজের অন্নের সংস্থান করে উঠতে পারত না।"

বলে উঠলাম, "দেখতে পারছ না ওর চোখে ভেসে উঠেছিল, স্বাধীন আমেরিকার ছবি।"

—"গোল্লায় যাক ছবি।"

এবং আমি হঠাৎ বুঝতে পারলাম তার আমেরিকার ছবি হচ্ছে ডজন ডজন শিল্প-কারখানা যা তার নিজের ধনদৌলত গড়ে তুলেছে; কিন্তু নারীর উন্মার্গগামিতা এমনই যে, এর পর এবং এই রকমের কলহের পর আবার আমি তারই বক্ষে আশ্রয়ই নিতাম, তার সোহাগ-আদরের প্রচণ্ডতায় সব ভুলে যেতাম। আমি সেই সঙ্গে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিতাম, শীঘ্রই তার দৃষ্টি খুলে যাবে; তখন, জন-সাধারণের শিশুদের জন্য বিরাট স্কুল প্রতিষ্ঠায় সে আমাকে সাহায্য করবে।

ইতিমধ্যে সেই সুন্দর জাহাজখানি ভূমধ্যসাগরের নীল জলরাশির ওপর দিয়ে ভেসে চলছিল।

আমি দেখতে পাচ্ছি যেন ঘটনাটা ঘটেছে কাল। জাহাজখানির চওড়া ডেক; জলযোগের জন্য স্ফটিক ও রুপোর পাত্র দিয়ে টেবিলখানি সাজানো হয়েছে; আর ডিয়ারড্রি তার সাদা টিউনিকটি পরে চারধারে নেচে বেড়াচ্ছে। আমি নিশ্চয়ই প্রেমাসক্ত হয়েছিলাম ও সুখী ছিলাম। তবুও সারাক্ষণ আমার মনে বেদনার সঙ্গে জাগছিল নিচে ইনজিন-ঘরে যারা চুল্লিতে কয়লা দিচ্ছে তাদের, জাহাজের পঞ্চাশ জন মাল্লার, ক্যাপটেন ও তাঁর মেটের—মাত্র দুটি লোকের সুখের জন্য এই বিরাট ব্যয়ের—কথা। অন্তরে অন্তরে আমি হয়ে উঠেছিলাম অসুখী; প্রত্যেকটি দিন কাটছে আর আমার কাজের ক্ষতি হচ্ছে; এই বিলাস-

স্বাচ্ছন্দ্য, অবিরাম আহার-বিহার, অবিচলিত ভাবে সুখে আমোদপ্রমোদে নিজকে একেবারে ছেড়ে দেওয়া, এই অবস্থাটিকে আমি অপ্রীতির চোখে তুলনা করতাম আমার যৌবনের গোড়ার দিকে তিক্ত জীবন-যুদ্ধের সঙ্গে। তারপরই প্রভাতের অরুণালোয় আমার এই ভাবের প্রতিক্রিয়া দেখা দিত।...

আমরা একদিন পমপেইতে কাটালাম। লোহেনগ্রিনের মনে ভাবের উদয় হল; সে পেইসটামের মন্দিরে জ্যোৎস্নায় আমার নাচ দেখবে। সে ছোট একটি অরকেষ্ট্রাকে নিযুক্ত করলে; এবং তাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করলে তারা আমাদের আগে মন্দিরে গিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। কিন্তু ঠিক সেই দিনই উঠল ঝড় এবং পরের দিনও জাহাজখানি বন্দর ছেড়ে যেতে পারলে না। অবশেষে আমার পেইসটামে গিয়ে যখন পৌছলাম তখন দেখলাম, বাদকেরা সকলে আগাগোড়া ভিজে জড়সড় হয়ে মন্দিরের সিঁড়ির ওপর চব্বিশ ঘণ্টা ধরে বসে আছে।

লোহেনগ্রিন এক ডজন মদের বোতলের ও একটা মেষশাবকের ফরমাজ দিলে। আমরা সকলেই আরবদের মতো হাত দিয়ে খেলাম। সেই ক্ষুধার্ত্ত লোকগুলি এত পান ভোজন করলে এবং মন্দিরের পৈঠায় অপেক্ষা করে এমন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে, তারা বাজাতেই পারলে না। আবার বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় আমরা সকলে জাহাজে উঠে নেপলসের দিকে চলতে লাগলাম। বাদকেরা ডেকের ওপর বাজাবার আপ্রাণ চেষ্টা করলে; কিন্তু জাহাজখানা দুলতে আরম্ভ করল, আর তারাও মাথা ঘুরে একে একে কেবিনে ঢুকতে লাগল।...

এই হল পেইসটামের মন্দিরে জ্যোৎস্নায় নাচের পরিসমাপ্তি। লোহেনগ্রিন চাইছিল, ভূমধ্যসাগরে আরও বেড়াতে; কিন্তু আমার মনে পড়ল রুষিয়ায় নাচবার একটি চুক্তি আমি করে রেখেছি। আমার পক্ষে খুব কঠিন হলেও তার অনুনয় রক্ষা না করে আমি চুক্তি পালনের সঙ্কল্প

করলাম। লোহেনগ্রিন আমাকে প্যারিতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। সেও আমার সঙ্গে রুষিয়া যেত, কিন্তু ছাড়পত্রের গোলমালের আশঙ্কা করতে লাগল। সে আমার গাড়ির কামরাটি ফুলে ভরে দিলে, আমরা চোখের জলে বিদায় নিলাম।

বড় আশ্চর্য্যের ব্যাপার এটা যে, প্রিয়জনের কাছ থেকে বিদায় নেবার কালে গভীর দুঃখে আমাদের হৃদয় ভেঙ্গে গেলেও সেই সময়েই আমরা মুক্তির এক বিচিত্র অনুভূতি লাভ করে থাকি!

আমার সেবারকার রুষিয়া ভ্রমণ হয়েছিল সফল।···একদিন বিকেলে ক্রেগ এল আমাকে দেখতে। ক্ষণিকের জন্য আমার মন আলোড়িত হয়ে উঠল···স্কুল, লোহেনগ্রিন, এখন কিছুই চাই না—কেবল তাকে আবার দেখবার আনন্দই সব। যাহোক, আমার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আনুরক্তি।

ক্রেগ তখন খুব উৎফুল্ল হয়ে আছে; সে ষ্ট্যানিলাভসকির থিয়েটারে হ্যামলেট সৃষ্টি করছে। অভিনেত্রীরা সকলেই তাকে ভালবাসে। অভিনেতারা তার সৌন্দর্য্য, খোসমেজাজ ও অনন্যসাধারণ প্রাণশক্তিতে খুশী।···

পরদিন আমি গেলাম কিয়েফ। কিছুদিন পরে আমরা ফিরে এলাম প্যারিতে। সেখানে লোহেনগ্রিন এল।···

মনে পড়ে একদিন সকালে লোহেনগ্রিনের সঙ্গে বোই দ্য বোলোঁতে বেড়াচ্ছি। দেখলাম তার মুখে কেমন এক ভাসা ভাসা ম্লান ভাব ফুটে উঠেছে।

আমি তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দিলে, "সব সময়ে কফিনের মধ্যে আমার মায়ের মুখ চোখে পড়ে। যেখানেই আমি থাকি সেখানেই তাঁর মরা মুখ দেখি। যখন সবেরই পরিণতি মৃত্যু তখন বেঁচে থাকবার দরকার কি?"

বুঝলাম, ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতা শান্তির সৃষ্টি করতে পারে না। জীবনে গুরুতর কিছু সম্পাদন করা ঐশ্বর্য্যবানদের পক্ষে নিশ্চয়ই আরও কঠিন।···

২১

সেই গ্রীষ্মকালটি আমরা ব্রিটানির কূল থেকে দূরে কাটালাম। সমুদ্র প্রায়ই তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ হয়ে থাকত। আমি জাহাজ থেকে নেমে মোটরগাড়িতে সমুদ্রের তীর ধরে তাকে অনুসরণ করতাম। লোহেনগ্রিন জাহাজে থাকত; কিন্তু সেও যে খুব ভাল নাবিক ছিল, তা নয়; সে প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ত। ঐশ্বর্য্যবানদের আমোদ-প্রমোদ এমনই।

সেপটেম্বর মাসে আমার মেয়ে ও একটি নার্সকে নিয়ে আমি গেলাম ভেনিসে। কয়েক সপ্তাহ তাদের সঙ্গে থাকলাম। একদিন সেণ্টমারার গির্জ্জার ভেতরে গেলাম। সেখানে একাকিনী বসে গম্বুজের নীল ও সোনালি রঙের দিকে তাকিয়ে দেখছি, এমন সময়ে হঠাৎ বোধ হল একটি ছোট ছেলের মুখ দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সেখানি ছিল একটি দেব-শিশুর মুখ, চোখ দুটি বড়, নীল, মাথায় সোনালি চুলের ছটা।···

আমার বিশ্বাস প্রত্যেকের জীবনে একটি করে আধ্যাত্মিক রেখা আছে; তার বক্রতা উর্দ্ধদিকে। এই রেখাটির সংলগ্ন থাকে আমাদের আসল জীবন; অবশিষ্ট খোসার মতো ঝরে পড়ে। এই আধ্যাত্মিক রেখাটি হচ্ছে আমার 'আর্ট'। আমার জীবনে দুটি উদ্দেশ্য—প্রেম ও আর্ট—এবং প্রেম প্রায়ই আর্টকে বিনষ্ট করেছে; আবার প্রায়ই আর্টের উদাত্ত আহ্বান প্রেমের শোচনীয় পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। কারণ এদুটির সামঞ্জস্য নেই; অবিরাম দ্বন্দ্ব লেগেই আছে।

এই অনিশ্চয়তা ও মানসিক বেদনা নিয়ে আমি গেলাম মিলনে আমার

এক ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তাঁকে আমি সেখানে ডেকেছিলাম। তাঁকে আমার সমস্যাটি জানালাম।

তিনি বলে উঠলেন, "এ অসঙ্গত! আপনি এক অদ্বিতীয় শিল্পী, জীবনকে বিপদাপন্ন করে অবার জগৎকে আপনার শিল্প-কলা থেকে চিরদিনের মতো বঞ্চিত করবেন। এ একেবারে অসম্ভব। অনুগ্রহ করে আমার পরামর্শ শুনুন; মনুষ্য-জাতির বিরুদ্ধে এমন অপরাধ যাতে সংঘটিত না হয় সে পথ বন্ধ করুন।"

অনিশ্চয়তার সঙ্গে তাঁর কথাগুলি শুনলাম—আমার দেহখানি শিল্পকলার যন্ত্র; সেটি যে আবার শ্রীহীন হয়ে পড়বে এ চিন্তায় ক্ষণিকের জন্য মন একবার বিদ্রোহী হয়ে উঠল; আবার, মনে জাগল আহ্বান, আশা, সেই দেব-শিশুর, আমার ছেলেটির মুখখানি।

মন স্থির করবার জন্য বন্ধুকে ঘণ্টাখানেকের জন্য আমার কাছ থেকে যেতে বললাম। হোটেলের সেই শোবার ঘরখানি আজও আমার মনে পড়ে। হঠাৎ দেখলাম আমার সামনে অষ্টাদশশতাব্দীর এক নারীমূর্ত্তি দাঁড়িয়ে আছে। তার মধুর কিন্তু সুন্দর চোখ দুটি সোজা তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

পরিশেষে আমি উঠে দাঁড়িয়ে সেই চোখ দুটিকে বললাম—"না, তুমি আমাকে যন্ত্রণা দিতে পারবে না। আমি বিশ্বাস করি জীবনে, প্রেমে ও প্রাকৃতিক বিধানের পবিত্রতায়।"...

আমার বন্ধু ফিরে এলে তাঁকে আমার সঙ্কল্প জানালাম; তারপর কিছুই আর তা পরিবর্ত্তিত করতে পারলে না।

আমি ভেনিসে ফিরে এলাম; ডিয়ারড্রিকে কোলে নিয়ে তার কানে কানে বললাম, "তোমার একটি ছোট ভাই হবে।"...

লোহেনগ্রিনকে তার করলাম; সে ভেনিসে ছুটে এল। তাকে দেখাতে লাগল খুশী—আনন্দে, ভালবাসায় ও কোমলতায় ভরা।

আমেরিকায় নাচবার জন্য আমি ড্যামরষের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিলাম। অকটোবর মাসে আমি আমেরিকা যাত্রা করলাম।

লোহেনগ্রিন কখন আমেরিকা দেখে নি। তার দেহে মার্কিন রক্ত ছিল একথা স্মরণ করে সে উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে উঠল। জাহাজে সব চেয়ে বড় 'সুইটটা' সে ভাড়া করলে। প্রতি রাতে আমাদের জন্য বিশেষ মেনু ছাপা হত। আমরা রাজকীয় চালে যাত্রা করলাম। একজন কোটিপতির সঙ্গে ভ্রমণ করলে অনেক ব্যাপারই সহজ হয়ে যায়। প্লাজায় আমাদের একখানি চমৎকার কামরা ছিল। আসতে-যেতে সকলেই আমাদের দুধার থেকে নমস্কার করত।

আমার বিশ্বাস ইউ. এস. এতে একটি আইন ও প্রথা আছে যার বলে দুটি প্রেমিককে একসঙ্গে ভ্রমণ করতে দেওয়া হয় না। বেচারী গোরকি ও তাঁর উপপত্নীকে—তার সঙ্গে তিনি সতেরো বৎসর বাস করেছিলেন—উত্যক্ত করে তাঁদের জীবনকে একেবারে বিষময় করে তোলা হয়েছিল; কিন্তু যার পয়সা থাকে এসব ছোট-খাট অপ্রীতিকর ব্যাপার তাকে উত্যক্ত করতে পারে না।

আমার এবারকার মার্কিন ভ্রমণ হয়েছিল খুব সুখের ও সফল। টাকাও পেয়েছিলাম অনেক। কারণ টাকায় টাকা আসে। অবশেষে জানুয়ারি মাসে একদিন অনেক মহিলাও আমার বাড়িতে এসে বললেন, "কিন্তু, মিস্ ডানকান, সামনের সারি থেকে এটা পরিষ্কার দেখা যায়। তুমি এভাবে বেশিদিন চলতে পারবে না।"...

ভাবলাম এই ভ্রমণ বন্ধ করে আমাদের ইউরোপে ফিরে যাওয়া ভাল; কারণ আমার দেহের অবস্থা বাস্তবিক লোকের চোখে পড়ছিল।

অগাষ্টিন ও তার ছোট মেয়েটিও আমাদের সঙ্গে ফিরে এল বলে আমার খুব আনন্দ হল। তার স্ত্রীর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটেছিল। ভাবলাম তার মনটা এই ভ্রমণে ভাল হবে।

*   *   *   *

লোহেনগ্রিন বললে, "সারা শীতকাল, দাহাবিয়া, চড়ে নাইলের উজানে বেড়াতে তোমার কেমন লাগবে—এই কালো ম্লান আকাশের নিচ থেকে পালিয়ে যেতে পারবে রৌদ্রমাখানো দেশে। সেখানে থিবিস, ডেনডারা, যে-সব জায়গা তুমি দেখতে চাও, দেখতে পাবে। জাহাজখানি আমাদের আলেকজান্দ্রিয়া নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত; দাহাবিয়াখানিতে আছে ত্রিশজন স্থানীয় নাবিক ও একজন প্রথম শ্রেণীর পাচক। তাতে আছে চমৎকার সাজানো-গোছানো কামরা, শোবার ঘর।"

—"কিন্তু আমার স্কুল, আমার কাজ…"

—"তোমার বোন এলিজাবেথ স্কুলটা চালায় খুব ভাল করে, আর তুমি এমন ছেলেমানুষ যে তোমার কাজের এখন যথেষ্ট সময় আছে।"

কাজেই আমরা নাইলে দাহাবিয়া চড়ে সারা শীতকাল কাটালাম। সেটা সুখ-স্বপ্ন হয়ে উঠত—প্রায় ছিলও তাই—যদি না মাঝে মাঝে স্নায়বিক দৌর্বল্য দেখা দিত। একখানি কালো হাতের মতো সূর্য্যকে সেটা ঢেকে দিচ্ছিল।

দাহাবিয়াখানি যত উজানে চলে মনও চলে যায় তত অতীতে হাজার—দু' হাজার—পাঁচ হাজার বছর আগে, অতীতের কুয়াসার মধ্য দিয়া অনন্তের তোরণ দেশে।…

সেই ঈজিপত ভ্রমণের কি আমার মনে পড়ে? গোলাপী সূর্য্যোদয়, পীতাভলাল সূর্য্যাস্ত, মরুভূমির সোনালি বালুরাশি ও মন্দিরগুলি; একটি মন্দিরের বাইরে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনগুলি ফারাওদের চিন্তা করে ও আমার শিশুটির স্বপ্ন দেখে কাটাবার কথা। মনে পড়ে, সেই চাষী-মেয়েরা নাইলের তীর ধরে মাথায় জলের সুরাই নিয়ে চলেছে; কালো বসনের মাঝে হেলছে-দুলছে তাদের স্থূলদেহ। ডিম্নাড্রি চলে বেড়াচ্ছে থিবিসের প্রাচীন পথে পথে।…

সে স্ফিংকস্ দেখে বলে উঠেছিল—"ও, মা, এই পুতুলটা খুব সুন্দর না ; কেমন গম্ভীর !"

সে তখন কথা বলতে আরম্ভ করেছে।...

ভোর চারটেয় অপরূপ সৌন্দর্য্যে সূর্য্যোদয় হ'ত। তারপর থেকে ঘুমানো ছিল অসম্ভব। কেননা তখন থেকে ক্রমেই বাড়ত 'সাবিয়াদের' অবিরাম কোলাহল। তারা নাইল থেকে জল তুলত। তারপর আরম্ভ হ'ত তীরভূমিতে শ্রমিকদের শোভাযাত্রা—তারা জল তুলত, চাষ করত, উট চালিয়ে নিয়ে যেত। সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দেখা যেত এই জীবন্ত সচল ছবি।

ডাহাবিয়া চলেছিল ধীরে, দাঁড়টানার সঙ্গে সঙ্গে নাবিকদের গানের সুরে সুরে।...

রাতগুলি ছিল সুন্দর। আমাদের সঙ্গে ছিল একটি পিয়ানো ও একজন ইংরেজ বাদক। তিনি বাজাতেন ব্যাক ও বীঠোফেন। তাঁদের গম্ভীর সুরধারার সঙ্গে ইজিপ্তের প্রান্তর ও মন্দির চমৎকার মিলে যেত।

কয়েক সপ্তাহ পরে আমরা পৌছলাম ওয়াদি হালফায়া। এবং নুবিয়া প্রদেশে প্রবেশ করলাম। সেখানে নাইল এমন সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে দু'হাত দিয়ে তার দুটি তীর স্পর্শ করা যায়। এখানে আমাদের দলের লোকেরা গেল খার্টুমে ; আমি ডিয়ারড্রিকে নিয়ে ডাহাবিয়াতে থেকে আমার জীবনের সব চেয়ে শান্তিময় দিনগুলি কাটাতে লাগলাম। এই আশ্চর্য্য দেশে দুঃখ-কষ্টকে মনে হয় মিথ্যা। বোধ হল, আমাদের নৌকোখানা শতাব্দীর ছন্দে নৃত্য করছে। যাদের সঙ্গতি আছে তাদের পক্ষে সুসজ্জিত ডাহাবিয়াতে ভ্রমণ হচ্ছে রোগ নিরাময়ে জগতের সব চেয়ে সেরা ঔষধ।

ইজিপত হচ্ছে, আমাদের পক্ষে স্বপ্ন-ভূমি। আর দরিদ্র ফেলা (চাষী)-দের পক্ষে শ্রম-ভূমি। কিন্তু এই একটি মাত্র দেশ, যাকে আমি জানি,

যেখানে শ্রম সুন্দর হতে পারে। ফেলাদের একমাত্র খাদ্য ডাল-রুটি, কিন্তু তাদের দেহ সুন্দর, নমনীয়। তারা ক্ষেতের কাজে দেহ নোয়াক বা নাইল থেকে জল টেনে তুলুক সর্ব্বদাই ভাস্করের আদর্শ।

আমরা ফ্রান্সে ফিরে এলাম। লোহেনগ্রিন সমুদ্রের তীরে একখানি চমৎকার ভিলা ভাড়া নিলে।…এই বাড়িতে থাকলাম। লোহেনগ্রিনের মন অস্থিরতায় ভরে গেল। আমি শান্তভাবে ভিলার বাগানে চিন্তা করতে লাগলাম আর্ট থেকে জীবনের বিচিত্র পার্থক্যের কথা। সময় সময় ভাবতাম নারী কি বাস্তবিক শিল্পী হতে পারে? আর্ট হচ্ছে কঠোর কর্ম্ম-নির্দ্দেশক। সে চায় সব। আর নারী যে ভালবাসে, জীবনকে সমর্পণ করে সব। এইতো আমি দ্বিতীয়বার আমার আর্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিষ্ক্রিয় রয়েছি।

মে মাসের প্রথম দিনে, সেদিন সকালে সমুদ্র ছিল নীল, রৌদ্রে সব ঝলমল করছিল, সারা বিশ্বপ্রকৃতি হচ্ছিল পুষ্পে ও আনন্দে বিকশিত, আমার ছেলেটি ভূমিষ্ঠ হল।

ডিয়ারড্রি এল আমার ঘরে। তার সুন্দর ছোট মুখখানিতে ফুটে উঠেছিল অকাল মাতৃত্ব।

"মিষ্টি ছোট ছেলেটা মা; তোমাকে ওর জন্য ভাবতে হবে না। আমি ওকে সব সময়ে কোলে নেব, দেখা-শুনা করব।"

সে মারা যাবার পর কথাগুলো আমার মনে পড়ে। তার শাদা অসাড় হাত দুখানি দিয়ে সে তাকে ধরে রেখেছিল বুকে। লোকে ভগবানকে ডাকে কেন? যদি তিনি থাকেন, তাহলে কি এসব বিষয়ে তিনি অজ্ঞ থাকতেন?

২২

প্যারিতে ফিরে এলে লোহেনগ্রিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, বন্ধুদের আমি একটা ভোজ দিতে চাই কি না। এবং আমাকে একটা প্রোগ্রাম তৈরি করতে বললে। তাতে আমি ইচ্ছামতো খরচ করব। সে তা বহন করতে পারলে খুশী হবে। আমার মনে হয় ধনীরা জানেনা কি করে আমোদ উপভোগ করতে হয়। যদি তারা ভোজ দেয় তাহলে তা একটা দরিদ্র দ্বারোয়ান যে-ভাবে ভোজ দিয়ে থাকে তার থেকে খুব বেশি তফাৎ হয় না। ...আমার পছন্দমতো আমি এক অভিনব ভোজের আয়োজন করলাম! দীপালীতে, গানে, বাজনায়, নাচে, আহার্য্যে তা হল অপূর্ব্ব। বিকেল থেকে সারারাত ধরে তা চলল। তাতে প্যারির গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এসে ছিলেন; তাতে খরচ হয়েছিল পঞ্চাশ হাজার ফ্র্যাংক (গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বের মুদ্রা!)। কিন্তু লোহেনগ্রিন সে উৎসবে উপস্থিত ছিল না।

উৎসবের একঘন্টা আগে আমি তার কাছ থেকে টেলিগ্রাম পাই, সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে; আসতে পারবে না।

এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, আমি অনেক সময় কম্যুনিষ্ট হবার দিকে ঝুঁকেছি যখন দেখেছি ধনীর পক্ষে সুখ লাভ করা নরকে সিসিফাসের পাহাড়ের ওপর দিকে পাথর গড়িয়ে দেবার মতো।

সেই গ্রীষ্মকালেই লোহেনগ্রিনের মাথায় আসে, আমাদের বিবাহ হওয়া উচিত যদিও তার কাছে আমি বিবাহের বিপক্ষে আপত্তি জানিয়ে

তাকে বলি, "একজন শিল্পীর পক্ষে বিয়ে করা নির্ব্বুদ্ধিতা; আর আমি যখন আমার জীবন সারা পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে কাটাবই তখন কি

করে তুমি ষ্টেজ বাক্সে বসে আমার প্রশংসা করে তোমার জীবন কাটাতে পারবে ?”

সে উত্তর দেয়, “আমরা যদি বিয়ে করি তাহলে তোমাকে ঘুরতে হবে না।”

—“তাহলে আমরা করব কি ?”

—“লণ্ডনে আমার বাড়িতে বা গ্রামে আমরা থাকব !”

—“কিন্তু তখন আমরা করব কি ?”

সে প্রস্তাব করে, আমরা তিনমাস পরীক্ষা করে দেখব।

“যদি তোমার ভাল না লাগে, তাহলে আমি বিস্মিত হব।”

কাজেই সেই গ্রীষ্মকালে আমরা গেলাম ডিভনশায়ারে। তার বাড়িখানিকে সে তৈরি করেছিল, ভার্সাইয়ের মতো করে। তাতে ছিল অনেকগুলো শোবার ঘর, বাথরুম, স্থইট ; তার গ্যারেজে ছিল চৌদ্দখানা মোটর গাড়ি, আর ঘাটে বাঁধা ছিল একখানি জাহাজ। এ সবেরই কর্ত্রী হলাম আমি।

কিন্তু আমি বর্ষাটা হিসেবের মধ্যে ধরি নি। গ্রীষ্মকালে ইংলণ্ডে সারা দিনই বর্ষা। ইংরেজেরা এতে কিছু মনে করে না বলেই মনে হয়। তারা ঘুম থেকে উঠে সকালে ডিম, বেকন, হ্যাম, পরিজ দিয়ে প্রাতরাশ শেষ করে। তারপর বর্ষাতি পরে সেই বাদলায় গ্রামে বেড়ায় লাঞ্চ খাওয়া পর্য্যন্ত। তারা লাঞ্চ খায় নানা রকমের পদ দিয়ে এবং তা শেষ করে ডিভনশায়ার ক্ষীরে।

লাঞ্চখাওয়ার পর থেকে বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত মনে করা হয় যে তারা চিঠিপত্র লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, যদিও আমার বিশ্বাস তারা বাস্তবিক পক্ষে তখন ঘুমোয়। পাঁচটার সময় তারা নেমে আসে চা খেতে। তখন আবার নানা রকমের কেক, রুটি, মাখন, চা ও জ্যাম খেয়ে থাকে। তারপর তারা ব্রিজ খেলার ভান করে দিনের সব চেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ যেটি সেটি যতক্ষণ

না আসে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ! এই প্রয়োজনীয় কাজটি হচ্ছে, ডিনার খাবার জন্য সাজ-গোছ। তখন তারা খায় পূরো বিশ রকমের খাদ্য। তা শেষ হয়ে গেলে হাল্কা রাজনীতিক কথাবার্ত্তায় ব্যাপৃত হয় বা দার্শনিক বিষয় নিয়ে ভাসা ভাসা আলোচনা করে শুতে না যাওয়া পর্য্যন্ত।

আপনারা অনুমান করতে পারেন এই জীবন আমার ভাল লাগত কি না। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমি মরীয়া হয়ে উঠলাম।

বাড়িতে বল-নাচের একটি সুন্দর ঘর ছিল! ঘরখানি সাজানো ছিল টেপসট্রি ও ডেভিসের আঁকা নেপোলিয়াঁর রাজ্যাভিষেকের একখানি ছবি দিয়ে। বোধ হয় ডেভিস ঐ রকমের দু খানা ছবি এঁকেছিলেন। তার একখানা আছে লুভারে, আর একখানি আছে লোহেনগ্রিনের ডিভন-শায়ারের বাড়িতে।

আমার বিমর্ষতা বাড়ছে দেখে সে বললে, "তুমি আবার নাচ না কেন—বল-নাচের ঘরে ?"

মনে পড়ল সেই টেপ্‌সট্রি ও ডেভিসের ছবিখানির কথা।

—"ঐগুলোর সামনে, এই তেলা আর পালিশ করা মেঝের ওপর কি করে আমার সাদা-সিধে নাচ নাচতে পারি ?"

—"যদি তাতেই কষ্ট হয়, তোমার পর্দ্দা আর কার্পেট চেয়ে পাঠাও।"

আমি পর্দ্দা ও কার্পেট চেয়ে পাঠালাম। পর্দ্দা দিয়ে টেপসট্রি দিলাম ঢেকে, আর কার্পেটখানা বিছিয়ে দিলাম মেঝেয়।

—"কিন্তু আমার একজন পিয়ানো বাদকের দরকার।"

—"পিয়ানো বাদককে ডেকে পাঠাও।"

কাজেই প্যারিতে আমার পরিচিত এক অরকেষ্ট্রা পরিচালককে টেলি-গ্রাম করলাম একজন পিয়ানো-বাদক পাঠাবার জন্য। তাঁর নাম ছিল, কোলোন।

এক বিশেষ বাদলার দিনে আমি তাঁর কাছ থেকে একখানি টেলিগ্রাম

পেলাম—"পিয়ানো বাদক পাঠাচ্ছি। অমুক দিন অমুক সময় সে পৌছবে।"

সেই পরিচালকের দলে ছিল একটি লোক। তার মাথাটা ছিল খুব বড়। শরীরটার গড়ন ছিল পাতলা ও বিশ্রী। মাথাটা সর্ব্বদা টলমল করত। লোকটাকে দেখাতো অদ্ভুত। কিন্তু সে ভাইয়োলিন বাজাত অতি সুন্দর। আমি লোকটাকে দেখতে পারতাম না; তাকে দেখলে আমার মন সঙ্কুচিত হয়ে যেত, নাচতেই পারতাম না। সেইজন্য কোলোনকে বলেছিলাম, "ওকে আমার সামনে আসতে দেবেন না।"' কোলোন উত্তরে বলেন, "কিন্তু ও আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করে।"

আমি উত্তরে বলি, "ওর প্রতি আমার বিরূপতা তবুও দূর করতে পারব না।"

একদিন কোলোন অসুস্থ হয়ে পড়েন। কাজেই আমার নাচে তিনি অরকেষ্ট্রা পরিচালনা করতে পারেন না; এই লোকটিকে তাঁর বদলে পাঠান।

আমি তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে বলি, "যদি ও অরকেষ্ট্রা পরিচালনা করে আমি নাচতে পারব না।"

সে আমার সাজ-ঘরে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে এবং সজল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, "ইসাডোরা, আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি; একটি বারের মতো আমাকে পরিচালনা করতে দিন।"

আমি তার দিকে বিরূপ ভাবে তাকিয়ে বলি,

—"না; আপনাকে খুলে বলি, আপনাকে দেখ্‌লে আমার গা ঘিন ঘিন করে।"

সে কথা শুনে লোকটি কেঁদে ফেলে।...

আমি ষ্টেশনে গেলাম; সেই লোকটাকে ট্রেন থেকে নামতে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম।

—"এ কি রকম! কলোন আপনাকে পাঠিয়েছেন? তিনি জানেন আমি আপনাকে ঘৃণা করি।"...

যখন লোহেনগ্রিন জানতে পারলে পিয়ানো-বাদক লোকটি কে তখন বললে—"অন্তত আমার হিংসার কোন কারণ নেই।"...

এই লোকটিকে পরিশেষে আমি এত ভালবাসি যে তাকে একদিন হঠাৎ লোহেনগ্রিনের বাড়ি থেকে চলে যেতে হয়। তাকে আমি আর কখন দেখি নি। এক বিশেষ অবস্থার মধ্যে তার মুখখানি লেগেছিল আমার চোখে অতি সুন্দর। সেই থেকে আমরা নিভৃতে গল্প করতাম, বাগানে বেড়াতাম...এই লোকটিকে আমি ভালবেসে ফেলেছিলাম।...

* * * *

আমার প্যারিতে ফিরে আসার কথা কখন ভুলতে পারব না। আমার ছেলে-মেয়েকে ভার্সাইতে একজন গভর্নেসের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। আমি দরজা খুলতেই আমার ছোট্ট ছেলেটি ছুটতে ছুটতে আমার দিকে এল। তার মধুর মুখখানির চারধারে সোনালি চুলের গোছা পড়েছিল ছটার মতো। আমি তাকে রেখে গিয়েছিলাম একেবারে শিশুটি।

১৯০৮ সালে আমি নিউলিতে একটি ষ্টুডিও কিনে ছিলাম...সেখানে আমার বিশ্বস্ত বন্ধু হেনার স্কিনের সঙ্গে কাজ করতাম কখন কখন সারা দিন, সারা রাত। আমরা ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে যেতাম...তাতে প্যারির সব শিল্পী ও বিখ্যাত লোকেরা আসতেন।

এক সন্ধ্যায় এক মূক অভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল তাতে গাব্রিয়েল ডানানজিও এসেছিলেন। তিনিও অভিনয় করেছিলেন।

* * * ৬

বহু বৎসর অবধি ডানানজিওর প্রতি আমার মনে বিরূপ ভাব ছিল। কারণ, আমি মনে করতাম তিনি ডুসের প্রতি ভাল ব্যবহার করেন নি। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইতাম না।

একদিন জনৈক বন্ধু আমাকে বললেন—"আমি ডানানজিওকে আনতে পারি কি?"

—"না; এন না। তাঁকে দেখলে অত্যন্ত রূঢ় আচরণ করব।"

আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সে একদিন ঘরে ঢুকল; তার পিছন পিছন এলেন, ডানানজিও।

১৯১২ সালে ডানানজিওর সঙ্গে যখন আমার প্যারিতে দেখা হয় তখন তিনি আমাকে জয়ের সঙ্কল্প করেন। এটা কোন প্রশংসার কথা নয়। কেননা জগতের বিখ্যাত নারীদের সঙ্গে তিনি প্রণয়ের সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের আয়ত্তে আনতে চাইতেন।...আমি মনে করেছিলাম, জগতে আমিই একমাত্র নারী হ'ব যে তাঁকে প্রতিরোধ করবে।...

ডানানজিও যখন কোন নারীর সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্ক স্থাপন করতে চান প্রত্যহ প্রভাতে তাকে পাঠান একটি করে ছোট কবিতা, সেই সঙ্গে কবিতার মর্মোদ্ঘাটন করে এমন ধরনের একটি ফুল। প্রত্যহ সকালে আমি পেতাম এই ছোট ফুলটি। তবুও দৃঢ় রইলাম।

একরাত্রে ডনানজিও আমাকে অদ্ভুত জোর দিয়ে বলেন—"মাঝরাতে আমি আসব।"

সারাদিন ধরে আমার এক বন্ধু ও আমি ষ্টুডিওটি সাজালাম। আমরা সেটা সাদা ফুলে দিলাম ভরে: অন্ত্যেষ্টির সময় লোকে যে-সব ফুল আনে সেই ফুলে। আমরা শত শত মোমবাতি জ্বাললাম। আমার ষ্টুডিওটা দেখতে হল একটা গথিক চ্যাপেলের মতো—তার ভেতরে শত শত জ্বলন্ত মোমবাতি ও সেইসব সাদা ফুল।

ডানানজিও ভেতরে এলেন। আমরা তাঁকে অভ্যর্থনা করে হাতধরে একটা ডাইভানে কতকগুলো গদির ওপর বসালাম। প্রথমে আমি তাঁর সামনে নাচলাম। তারপর তাঁকে ফুলদিয়ে ঢেকে শোপ্যাঁর অন্ত্যেষ্টি যাত্রার সুরের তানে তালে ও কোমল পদক্ষেপে চলে-ফিরে মোমবাতিগুলি তাঁর

চারধারে রাখলাম। ক্রমে একটি একটি করে মোমবাতিগুলো নিবিয়ে দিতে লাগলাম—জ্বলতে লাগল কেবল তাঁর মাথার ও পায়ের কাছের বাতিগুলি। তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুয়ে রইলেন। তারপর, তখনও সুরের তানে কোমল পদক্ষেপে চলতে চলতে তাঁর পায়ের কাছের বাতিগুলি দিলাম নিবিয়ে। কিন্তু যেমনই তাঁর মাথার কাছের একটি বাতির দিকে এগোতে যাব অমনই তিনি সমস্ত মনের জোর দিয়ে লাফিয়ে উঠলেন এবং সভয়ে চীৎকার করে ষ্টুডিও থেকে দিলেন ছুট।

দ্বিতীয়বার আমি তাঁকে প্রতিরোধ করি ভার্সাইয়ে। আমি সেখানে গেলাম আমার মোটরে।

—"খাবার আগে আপনি বনের ভেতর একটু বেড়াতে চান না?"

—"হাঁ, নিশ্চয়ই চমৎকার হবে।"

আমরা মোটরে চড়ে মারলির বনের ধারে গেলাম। তার পর বনে ঢোকবার জন্য গাড়িখানিকে রাখলাম বাইরে। ডানানজিওর আনন্দ ধরে না।

দুজনে কিছুক্ষণ বেড়ালাম; তারপর আমি প্রস্তাব করলাম।

—"চলুন, খেতে যাই।"

কিন্তু আমরা মোটরখানা আর খুঁজে পেলাম না। কাজেই হেঁটে হোটেলে পৌছবার চেষ্টা করলাম। আমরা চলেছি, কেবলই চলেছি, অনবরত চলেছি; তবুও ফটকটা কিছুতেই খুঁজে পাই না। পরিশেষে ডানানজিও শিশুর মতো কাঁদতে লাগলেন, "আমার খাবার চাই; আমার খাবার চাই! আমার মস্তিষ্ক আছে; আর এই মস্তিষ্ক খাবার চায়! না খেলে আমি কাজ করতে পারি না।"

তৃতীয়বার আমি ডানানজিওকে প্রতিরোধ করি বহু বৎসর পরে যুদ্ধের সময়। আমি রোমে এসে রেজিনা হোটেলে উঠি; অদ্ভুত ঘটনা-চক্রে ডানানজিও ছিলেন আমার পাশের ঘরে। প্রতি রাতে তিনি মারকুয়েসা কাসাটির বাড়িতে যেতেন ও তাঁর সঙ্গে খেতেন।

একদিন কাসাটি আমাকে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। আমি গেলাম তাঁর প্রাসাদে। তাঁর প্রসাদখানি তৈরী ও সাজানো ছিল গ্রীসীয় কায়দায়। আমি গিয়ে বাইরের ঘরে মারকুয়েসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলাম, কে আমাকে যতদূর কল্পনা করতে পারেন তেমনই অশ্লীল ভাষার অনর্গল গালাগালি দিচ্ছে। আমি চারধারে তাকিয়ে দেখলাম, একটা কাকাতুয়া। লক্ষ্য করলাম, সেটা শিকল দিয়ে বাঁধা নয়। আমি উঠে পাশের সেলুনটাতে গেলাম। মারকুয়েসার জন্য অপেক্ষা করছি, এমন সময় শুনতে পেলাম, কি যেন গোঁ গোঁ করে উঠল। তাকিয়ে দেখি, একটা সাদা বুলডগ। সেও শিকল দিয়ে বাঁধা ছিল না। কাজেই আমি ত্রস্তে সরে গেলাম পাশের সেলুনটাতে। তার মেঝেতে ছিল সাদা ভাল্লুকের চামড়া বিছানো এবং দেওয়ালেও ছিল ভালুকের চামড়া। আমি সেখানে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। হঠাৎ ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনতে পেলাম। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, একটা খাঁচায় রয়েছে একটা গোখরো সাপ। সে আমার দিকে ফণা তুলে উঠেছে। আমি পরের সেলুনটিতে গেলাম; সেখানা সাজানো ছিল, বাঘের চামড়া দিয়ে। দেখলাম সেখানে একটা গরিলা বসে দাঁত খিঁচচ্ছে। আমি পরের ঘরে ছুটে গেলাম। সেখানা খাবার ঘর। সেখানে মারকুয়েসার সেক্রেটারিকে দেখতে পেলাম। অবশেষে মারকুয়েসা নামলেন খাবার জন্য। তিনি পরে ছিলেন স্বচ্ছ সোনালি পাজামা।

আমি বললাম—"দেখছি, আপনি জীব-জন্তু ভালবাসেন।"

—"হাঁ, ভালবাসি—বিশেষ করে বানর।" বলে তাঁর সেক্রেটারির দিকে তাকালেন।...

খাবার পর আমরা গেলাম, স্যালোনে। মারকুয়েসা তাঁর জ্যোতিষীকে ডেকে পাঠালেন। নারীটি এল, মাথায় উঁচু গাধার টুপি, গায়ে আলখাল্লা। সে এসে তাসের সাহায্যে আমাদের ভাগ্য গণনা করতে লাগল।

তারপর এলেন ডানানজিও।

তিনি অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন; সব রকমের গণকের কথা বিশ্বাস করেন। এই ব্যক্তিটি তাঁকে খুবই অসাধারণ কাহিনী বললে। সে বললে :

"আপনি আকাশে উড়বেন এবং ভয়ঙ্কর কাজ করবেন। আপনি পড়ে যাবেন এবং মৃত্যুর দ্বারে গিয়ে পৌঁছবেন। কিন্তু আপনি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যাবেন। তাকে জয় করবেন। জীবনে মহান্ যশ লাভ করবেন।"

আর সে আমাকে বললে :

"আপনি পৃথিবীর জাতিগণকে নূতন ধর্ম্মে জাগিয়ে তুলতে যাচ্ছেন। সারা পৃথিবীতে মহান দেউল রচনা করতে উদ্যত। আপনার অসাধারণ রক্ষা কবচ আছে; তখনই আপনার কোন দুর্ঘটনা ঘটতে যাবে, তখনই শ্রেষ্ঠ দেবদূতগণ আপনাকে রক্ষা করেন। আপনি অনেককাল বাঁচবেন। আপনি অমর হবেন।"

তারপর আমরা হোটেলে ফিরে গেলাম। ডানানজিও আমাকে বললেন : "প্রতি রজনীতে বারোটার সময় আমি তোমার ঘরে আসি। পৃথিবীতে সমস্ত নারীকে জয় করেছি; কিন্তু ইসাডারাকে জয় করতে আমার এখনও বাকি।"

এবং প্রতি রজনীতে বারোটার সময় তিনি আমার ঘরে আসতেন।

আর আমি নিজকে বলতাম :

"আমি হতে যাচ্ছি অদ্বিতীয়..."

হোটেল ত্রিয়ানোতে ডানানজিওর একটা সোনালি মাছ ছিল। মাছটিকে তিনি ভালবাসতেন। তার বোলটা ছিল চমৎকার স্ফটিকের। তিনি মাছটাকে খাওয়াতেন ও তার সঙ্গে কথা বলতেন। যেন তাঁর কথার উত্তর দেবার জন্য সোনালি মাছটা তার পাখনাগুলি দোলাত এবং মুখটা খুলত ও বন্ধ করত।

একদিন তখন আমি হোটেল ত্রিয়ানোতে আছি, হোটেলওয়ালাকে বললাম, "ডানানজিওর সোনালি মাছটা কোথায়?"

সে বললে "হায়, দুঃখের কথা! ডানানজিও ইটালিতে গিয়েছিলেন। যাবার সময় মাছটার যত্ন করতে বলে যান। তিনি বলেন, 'এই সোনালি মাছটি আমার এমন অন্তরের জিনিষ! আমার সকল সুখের প্রতীক এটি।' তিনি প্রায়ই টেলিগ্রাম করতেন, আমার অ্যাডলফাস কেমন আছে? একদিন অ্যাডলফাস বোলটার চারধারে একটু বেশি রকম আস্তে সাঁতার দিয়ে বেড়াল। তারপর ডানানজিওর কথা আর জিজ্ঞাসাই করলে না। আমি সেটাকে তুলে নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলাম। কিন্তু ডানানজিওর কাছ থেকে একখানা টেলিগ্রাম এল! 'মনে হচ্ছে অ্যাডলফাস ভাল নেই।' আমি টেলিগ্রামে উত্তর দিই, 'অ্যাডলফাস মারা গেছে। কাল রাত্রে মরেছে।' ডানানজিও উত্তর দেন 'তাকে বাগানের মধ্যে সমাহিত করুন। তার কবরের ব্যবস্থা করুন।' তাই আমি একটা সারডিন মাছ নিয়ে সেটাকে রুপালি কাগজে জড়িয়ে বাগানে পুতে রাখি; আর তার কবরের ওপর ক্রশ পুতে লিখে দিই; 'এইখানে অ্যাডলফাস ঘুমোচ্ছে।'

"ডানানজিও ফিরে এলেন; জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার অ্যাডলফাসের কবর কোথায়…!

"আমি বাগানে একটা কবর দেখিয়ে দিই। তিনি অনেক ফুলে আনেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে তার ওপর চোখের জল ফেলেন।"

* * *

কিন্তু একটি আনন্দোৎসব পরিণত হয় দুঃখে। আমার ষ্টুডিওটিকে সাজিয়ে ছিলাম গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বাগানের মতো করে। ঘন পাতা ও দুষ্প্রাপ্য গাছপালার মধ্যে দুজনের মতো একখানা টেবিল লুকানো ছিল। ততদিনে প্যারির চাল-চলনে আমি পাকা হয়ে উঠে ছিলাম।

সেখানে আমি কোন প্রণয়ী যুগলকে একসঙ্গে রাখতে পারতাম, যাঁরা তা চান বলে জানতাম। তার ফলে কোন কোন পত্নী অশ্রু বর্ষণ করতেন। সেই উৎসবে নিমন্ত্রিতগণ সকলে পরে ছিলেন পারসিক পোষাক; আমরা নাচলাম এক বেদে অরকেষ্ট্রার সুরে; নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন, হেনরি বার্টেলি···আমার অনেককালের বন্ধু।

আমার ষ্টুডিওটা ছিল একটি গির্জ্জার মতো···তার ওপরের বারান্দায় ছিল ছোট একখানি ঘর। সেই ঘরখানি রূপান্তরিত হয়েছিল পুরাকালের মায়াময়ী সারসির রাজ্যে। তার মধ্যে ছিল কালো মখমলের পর্দ্দা। সেগুলো প্রতিবিম্বিত হত দেওয়ালের গায়ে সোনালি দর্পনে। মেঝেয় পাতা ছিল, কালো কার্পেট; একখানি ডাইভানের ওপর ছিল নরম রঙিন গদি। ঘরের জানালাগুলো ছিল একেবারে বন্ধ; দরজাগুলো ছিল বিচিত্র···আমার সেই গির্জ্জার মতো ষ্টুডিওর মধ্যে গেলে মনে যে ভাবের উদয় হত, লোকে যে-বিষয়ে আলোচনা করত, এই ঘরখানিতে গেলে তা হয়ে পড়ত ভিন্ন ধরনের।···এই ছোট ঘরখানি ছিল সুন্দর, মনোরম ও সেই সঙ্গে বিপদসঙ্কুল।

এই বিশেষ সন্ধ্যাটিতে শ্যামপেন বয়ে গিয়েছিল অবাধে লোহেনগ্রিন ভোজ দিলে যেমন অবাধে বয় তেমনই। রাত দুটোর সময় আমি সেই ঘর-খানিতে গিয়ে ডাইভানের ওপর হেনরি বার্টেলির সঙ্গে বসলাম। সে সর্ব্বদা আমার সঙ্গে ভাইয়ের মতো ব্যবহার করলেও সে রাতে সেই ঘরখানির মোহিনীতে মুগ্ধ হয়ে ভিন্ন রকমের কথা-বার্ত্তা বলতে আরম্ভ করল ও ভিন্ন আচরণ প্রকাশ করতে লাগল। তারপর···সে ঘরে লোহেনগ্রিন ছাড়া আর কে আসবে? সে আমাকে ও বার্টেলিকে সোনালি ডাইভানের ওপর বসে দর্পনে প্রতিবিম্বিত হতে দেখে ছুটে গেল ষ্টুডিওতে এবং সেখানে নিমন্ত্রিতদের সামনে আমার সম্বন্ধে বিচিত্র মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগল; বললে, সে চলে যাচ্ছে, আর কখন ফিরবে না।

তার এই আচরণ নিমন্ত্রিতবর্গকে কতকটা বিষণ্ণ করে ফেললে, কিন্তু আমি মুহূর্ত্তে আমার মেজাজকে আনন্দ থেকে দুঃখে রূপান্তরিত করে ফেললাম।

স্কীনকে বললাম—"শীগগির মৃত্যু-সঙ্গীত বাজান; না হলে আজকের রাতই মাটি হয়ে যাবে।"

তাড়াতাড়ি আমার সূচী-শিল্প করা টিউনিক ছেড়ে সাদা পোষাক পরে নাচতে আরম্ভ করলাম। স্কীন যেমন সুন্দরভাবে বাজিয়ে থাকেন তার চেয়েও চমৎকার করে বাজাতে লাগলেন। সকাল পর্য্যন্ত নাচ চলল।

কিন্তু সেই রজনীর দুঃখময় উপসংহার বাকী ছিল। আমরা ছিলাম নির্দ্দোষ; তবুও লোহেনগ্রিন বিশ্বাস করলে না। সে শপথ করলে, আমাকে আর কখন দেখবে না। আমি বৃথাই আত্মপক্ষ সমর্থন করলাম; আর, হেনরি বাটেলি এই ঘটনায় অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিল। সে লোহেনগ্রিনকে একখানা চিঠি পর্য্যন্ত লিখলে। তাতেও কোন ফল হ'ল না।

লোহেনগ্রিন কেবল আমার সঙ্গে একখানা মোটর-গাড়িতে দেখা করতে রাজি হ'ল। আমরা মোটরে চললাম। তার অভিসম্পাত আমার কানে বর্ষিত হ'তে লাগল গাড়ির ঘণ্টার শূন্য ধ্বনির সঙ্গে। হঠাৎ সে অভিসম্পাত বর্ষণে ক্ষান্ত হ'ল, এবং গাড়ির দরজা খুলে আমাকে ঠেলে বার করে দিলে। রাত্রিকাল। আমি মূঢ়ের মতো একাকিনী ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেঁটে চললাম। অদ্ভুত ধরনের পুরুষেরা আমাকে মুখ-ভঙ্গী ও অর্থ-ভরা প্রস্তাব করতে লাগল। বোধ হ'ল জগৎটা সহসা এক জঘন্য নরকে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

দু' দিন পরে আমি শুনতে পেলাম লোহেনগ্রিন ঈজিপত যাত্রা করেছে।

২৩

সে সময়ে আমার সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ ছিলেন, হেনার স্কীন। তাঁর প্রকৃতি ছিল বিচিত্র; তিনি সাফল্য বা নিজের ব্যক্তিগত সাফল্যকে উপেক্ষা করতেন। তিনি আমার আর্টকে শ্রদ্ধা করতেন এবং যখন আমার জন্য বাজাতেন তখন হতেন সুখী।...

১৯১৩ সালে জানুয়ারিতে তিনি ও আমি একসঙ্গে রুষিয়ায় পর্য্যটন করি। এই যাত্রায় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে ছিল। একদিন প্রত্যূষে আমরা কিয়েফে পৌছে হোটেলে যাবার জন্য একখানি শ্লে ভাড়া করলাম। তখন ঘুম থেকে সবে উঠেছি। হঠাৎ পথের দুধারে স্পষ্ট দেখতে পেলাম দু' সারি কফিন। কিন্তু সেগুলি সাধারণ নয়; ছেলেদের কফিন। আমি স্কীনের হাত চেপে ধরলাম।

বললাম, "দেখুন, সব ছেলে-মেয়ে—সব ছেলে-মেয়ে মারা গেছে।"

তিনি আমাকে আশ্বস্ত করলেন।—"কিন্তু কিছুই নেই।"

—"কি? দেখতে পাচ্ছেন না?"

—"না; তুষার ছাড়া আর কিছুই নেই—পথের দুধারে তুষার স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে। কি অদ্ভুত চোখের ভুল। এটা ক্লান্তি।"

সেদিন বিশ্রাম ও আমার স্নায়ুগুলোকে শান্ত করবার জন্য গেলাম একটা রুষ-বাথে। রুষিয়ার বাথে গরম ঘরে কাঠের লম্বা তাক ওপর ওপর সাজানো থাকে। আমি তাকগুলোর একটাতে শুয়ে ছিলাম, পরিচারক ছিল ঘরের বাইরে। হঠাৎ গরমটা আমাকে অভিভূত করে ফেললে; আমি তাক থেকে নিচে মর্ম্মরের মেঝেয় পড়ে গেলাম।

পরিচারকটি এসে দেখলে, আমি অচেতন হয়ে পড়ে আছি; তাদের আমাকে হোটেলে নিয়ে যেতে হ'ল। একজন ডাক্তারকে ডেকে পাঠান হ'ল; তিনি রোগ-নির্ণয় করলেন, মস্তিষ্কে একটু আঘাত।

—"আপনি সম্ভবত আজ রাতে নাচতে পারবেন না—প্রবল জ্বর—"

—"কিন্তু জনসাধারণকে নিরাশ করতে আমার মন ভয়ে শিউরে উঠ্‌চে।" আমি থিয়েটারে যাবার জন্য জেদ ধরলাম।

সেদিনকার প্রোগ্রাম ছিল, শোপ্যাঁ। প্রোগ্রামের শেষে একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে আমি স্কীনকে বললাম—"শোপ্যাঁর অন্ত্যেষ্টি যাত্রার সঙ্গীত বাজান।"

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"কেন? আপনি কখন তো এ নাচ নাচেন নি।"

—"জানি না—বাজান।"

আমি এমন আন্তরিকতার সঙ্গে জোর করে বলতে লাগলাম যে, তিনি আমার ইচ্ছায় মত দিলেন; আমি অন্ত্যেষ্টি যাত্রার সুরে নাচতে শুরু করলাম। এমনভাবে নাচতে লাগলাম, যেন আমার প্রিয়জনের মৃত-দেহখানি দুহাতে বহন করে নিয়ে চলেছি শিথিল পদক্ষেপে শেষ বিশ্রামের স্থানটুকুর দিকে। কবরে নামবার নাচ নাচলাম; পরিশেষে আত্মা দেহ-কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে উঠল, উঠে চলল আলোর—পুনর্জীবনের দিকে।

যখন আমি নাচ শেষ করলাম এবং যবনিকা পতন হ'ল, সারা গৃহে এক অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করতে লাগল। আমি স্কীনের দিকে তাকালাম। তাঁর মুখখানি মৃতের মতো পাংশু হয়ে গেছে; তিনি কাঁপছেন। তিনি আমার হাত দুখানি দু'হাতে ধরলেন। তাঁর হাত দুখানি বরফের মতো ঠাণ্ডা।

তিনি অনুনয়ের সঙ্গে বললেন—"আর কখন আমাকে এ সুর বাজাতে বলবেন না। আমি অনুভব করলাম, একেবারে মৃত্যুকে। এমন কি

সাদা ফুলের গন্ধ পাচ্ছিলাম—অন্ত্যেষ্টির ফুল—আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, ছেলেদের কফিন—কফিন …।"

আমরা দুজনে বিস্মিত হয়ে পড়েছিলাম; আমার বিশ্বাস যা আসন্ন, কোন অশরীরী সে রাত্রে আমাদের তার বিশেষ পূর্ব্বাভাষ দিলেন।

১৯১৩ সালে এপ্রিল মাসে আমরা প্যারিতে ফিরে এলে স্কীন ট্রোকাডেরোতে আবার একটা লম্বা প্রোগ্রামের পর এই সুর বাজালেন। দর্শকেরা শঙ্কা ও শ্রদ্ধায় গম্ভীর হয়ে বসে রইল; তারপর উন্মত্ত আবেগে প্রশংসাধ্বনি উঠল। কয়েকজন নারী কাঁদতে লাগলেন—কয়েকটি অপ্রকৃস্থিত হয়ে পড়লেন।

সম্ভবত অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ একটি সুদীর্ঘ পথের মতো। প্রত্যেক বাঁকের পর পথ আছে, কেবল আমরা তা দেখতে পাই না; ভাবি, এইটাই ভবিষ্যৎ, কিন্তু সেটা বরাবরই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

কিয়েফে সেই অন্ত্যেষ্টি যাত্রার পর আসন্ন বিপদের অদ্ভুত আভাষ আমি অনুভব করতে লাগলাম।…

আমি যখন রুষিয়ায় পর্য্যটন করি সে-সময়ে আমার ছেলে-মেয়ে ছিল এলিজাবেথের কাছে। তাদের বার্লিনে আমার কাছে নিয়ে আসা হ'ল। তাদের দেহে চমৎকার স্বাস্থ্য, মনে স্ফূর্ত্তি ভরা ছিল। দুটিতে ঠিক একেবারে আনন্দের মূর্ত্তি। আমরা সকলে প্যারিতে ফিরে গিয়ে নিউলিতে আমার প্রকাণ্ড বাড়িখানিতে উঠলাম।

আমি ডিয়ারড্রির অজানিতে অনেক সময় দাঁড়িয়ে তার নাচ দেখতাম। সে তার নিজের রচিত নাচ নাচত। সে নিজের রচিত কবিতার ভাবানুসারেও নাচত। প্রকাণ্ড নীল ষ্টুডিও, তার মাঝে ছোট শিশু-মূর্ত্তিটি সুমধুর শিশুকণ্ঠে বলত—"এখন আমি একটা পাখী; আমি এত, এত উঁচুতে মেঘের মধ্যে উড়ে যাচ্ছি।" আবার বলত—"এখন আমি একটা ফুল। পাখীর দিকে তাকিয়ে দেখছি ∙আর দুলছি এমনই করে।" তার

অপরূপ শ্রী ও সৌষ্ঠবের দিকে তাকিয়ে আমি স্বপ্ন দেখতাম আমার স্কুলটি চালাবে সে।

প্যাট্রিকও নাচতে আরম্ভ করেছিল, তার নিজের বিচিত্র গানের সুরে। কেবল সে আমাকে তাকে শিখাতে দিত না। সে গম্ভীর ভাবে বলত, "না, প্যাট্রিক প্যাট্রিকের নিজের নাচ নাচবে।"...

আমি সর্ব্বদাই ভবিষ্যদ্বাণী করতাম, এমন একজন শিল্পীর আবির্ভাব হবে যে একই সঙ্গে সঙ্গীত ও নৃত্যের সৃষ্টি করবে। আমার শিশু-পুত্রটি যখন নাচত তখন বোধ হত, যিনি নূতন সঙ্গীত থেকে নূতন নাচের সৃষ্টি করবেন, তিনি সেই।...

মনে পড়ল একদিন শেষ বেলার দিকে প্রসিদ্ধ শিল্পী রাউল পাগনো মোজার্টের সঙ্গীত বাজাচ্ছিলেন। ছেলে-মেয়ে দুটি নিঃশব্দে এসে পিয়ানোর দুপাশে দাঁড়ালো। তিনি বাজনা শেষ করলে তারা নিজের থেকে তাঁর দুহাতের নিচ দিয়ে সুন্দর মাথা দুটি গলিয়ে তাঁর মুখের দিকে এমন প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাকালো যে তিনি চমকে উঠে বললেন :

—"এই দুটি দেব-শিশু—মোজার্টের দেব-শিশু দুটি—কোথা থেকে এল ?—"

সে কথা শুনে তারা, হেসে উঠল ; এবং তাঁর জানুর ওপর উঠে তাঁর শ্মশ্রুরাজির মধ্যে মুখ দুখানি ঢাকল।

সেই সুন্দর দলটির দিকে আমি রসবিগলিত অন্তরে তাকিয়ে রইলাম ; কিন্তু যদি আমি তখন জানতে পারতাম তাঁরা তিনজনে সেই ছায়াময় প্রদেশের—"যেথা হতে না ফেরে কোন পান্থ"—কত কাছে তাহলে কি হ'ত ?

সেটা ছিল মার্চ্চ মাস।...আমার জীবনের প্রতিটি পরশমণি সুখের বার্ত্তা ঘোষণা করলেও আমি অবিরাম পীড়িত হচ্ছিলাম এক বিচিত্র বেদনায়।

আবার একরাত্রে ট্রোকাডেরোতে শোপ্যাঁর অন্ত্যেষ্টি-যাত্রার সুরে নাচলাম। স্কীন বাজালেন! আবার আমার ললাটে অনুভব করলাম হিম-শীতল নিঃশ্বাস; তীব্রগন্ধ পেলাম সাদা ফুলরাশির। ডিয়ারড্রি বসে ছিল মাঝের বক্সে, মনোহর মূর্তিখানি। সে আমার নাচ দেখতে দেখতে হঠাৎ কেঁদে ফেলল, যেন তার ছোট বুকখানি ভেঙে যাবে। সে কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠল, "ও! আমার মা কেন এত কষ্ট পাচ্ছে?"

যে-শোকভার আমার স্বাভাবিক আনন্দময় জীবনের সকল আশা অল্প-কালের মধ্যেই নিঃশেষ করে দেবে—এরপর চিরদিনের মতো—এই হল তার প্রস্তাবনার ঈষৎ সুরাভাস। আমার বিশ্বাস, লোকে বেঁচে থাকলেও তার এমন কতকগুলি দুঃখ থাকে যা তাকে অন্তরে অন্তরে বিনষ্ট করে ফেলে।...লোককে বলতে শুনেছি, দুঃখ মানুষকে মহৎ করে তোলে। আমি কেবল এইটুকু বলতে পারি, আমার জীবনের শেষ দিন কয়টি, আঘাত পাবার পূর্বে, প্রকৃতপক্ষে ছিল আমার আধ্যাত্মিক জীবনের শেষ দিন। তখন থেকে আমার মনে জাগছে, তার ভীষণতার কাছ থেকে কেবল পালিয়ে যাবার—দূরে চলে যাবার—ছেড়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা...আমার সমগ্র জীবন হয়ে উঠেছে ছায়াময় সমুদ্রের বুকে একখানি ভৌতিক জাহাজের মতো।

ঘটনার বিচিত্র মিলনে, অতীন্দ্রিয় লোকের ঘটনাবলী জড় পদার্থে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। যে-রহস্যময় ঘরখানির কথা আমি আগে বলেছি, তার প্রত্যেকটি সোনালি দরজায় দুটি করে কালো ক্রশ বসানো ছিল। এই নক্সাটিকে প্রথমে আমার মনে হয়েছিল মৌলিক ও অদ্ভুত, কিন্তু একটু একটু করে এই কালো ক্রশ জোড়া আমার মনের ওপর ক্রিয়া শুরু করে

আমি আগেই বলেছি, আমার জীবনে আপাত সৌভাগ্যপূর্ণ অবস্থা সত্ত্বেও মনে এক অদ্ভুত ভাব—এক অমঙ্গলের আশঙ্কা—নিয়ে

কাটাচ্ছিলাম। এখন দেখি, আমি রাত্রে চমকে জেগে উঠি; মন আশঙ্কায় ভরা। রাত্রে আলো জেলে রাখতে লাগলাম, এবং এক রাতে তার স্তিমিত আলোকে দেখতে পেলাম, যে ক্রুশ-জোড়া আমার বিছানার সামনা-সামনি ছিল তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কালো মালা-পরা একটি সচল মূর্ত্তি। সে আমার বিছানাটির পায়ের কাছে এগিয়ে এসে আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আমি দারুণ শঙ্কায় কয়েকমুহূর্ত্ত নিশ্চল হয়ে রইলাম। তারপর আলোটা বাড়িয়ে দিতেই মূর্ত্তিটা মিলিয়ে গেল; কিন্তু এই বিচিত্র বিভ্রম—এই ধরনের ছায়া সেই আমি প্রথম দেখলাম—আবার একরাত্রে ঘটল; তারপর আরও ঘটল কয়েকবার।

আমি এমন অস্থির হয়ে উঠলাম যে, আমার এক বান্ধবী আমাকে একদিন খাবার নিমন্ত্রণ করলে তাঁর কাছে সব বললাম। তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠলেন এবং তাঁর স্বাভাবিক সদাশয়তাবশে তখনই তাঁর ডাক্তারকে ফোন করলেন।

তিনি বললেন—"এর কারণ নিশ্চয়ই তোমার কোন স্নায়ুর অসুখ হয়েছে।"

তরুণ, প্রিয়দর্শন ডাক্তারটি এলেন। তাঁকে আমার এই ছায়ামূর্ত্তির কথা বললাম।

তিনি বললেন—"আপনার স্নায়ুগুলো স্পষ্টতই অতিমাত্রায় পরিশ্রান্ত হয়ে উঠেছে। কিছুদিনের জন্য আপনাকে গ্রামে যেতে হবে।"

—"কিন্তু প্যারিতে আমি চুক্তিমতো সঙ্গীতের কাজে নিযুক্ত রয়েছি।"

—"ভার্সাইতে যান—সেটা এত কাছে যে, আপনি মোটরে আসতে পারবেন, আর বাতাসটা আপনার উপকার করবে।"

পরদিন আমি ছেলে-মেয়ের প্রিয় নার্সটিকে এই কথা বলতে সে খুব খুশী হয়ে উঠল। সে বললে—"ভার্সাই ছেলে-মেয়েটির পক্ষে ভালই হবে।"

কাজেই আমরা পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে চললাম ভার্সাই।...

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলে ত্রিয়ানো হোটেলের মনোরম বাগানে আমার সকল শঙ্কা ও অমঙ্গলাশঙ্কা উপশমিত হ'ল। ডাক্তার ঠিকই বলেছিলেন; আমার গ্রামের প্রয়োজন ছিল। হায়! যদি সেখানে গ্রীক শোকান্ত নাটকের কোরাস্ থাকত! তারা একটা উদাহরণ দেখাতে পারত যে, যেমন অসুখী ইডিপাসের ঘটেছিল, আমরা বিপদ এড়াতে গিয়ে বিপরীত পথধরে চলে সোজা ঠিক তারই মধ্যে উপস্থিত হই। আমার চোখে আসন্ন মৃত্যুর যে ছায়া-ছবি ভেসে উঠছিল তাকে এড়াবার জন্য আমি যদি ভার্সাইতে না যেতাম, তাহলে তিন দিন পরে আমার ছেলে-মেয়ে ঠিক সেই পথেই মৃত্যুমুখে পড়ত না।

সেই সন্ধ্যাটি আমার এত ভাল করে মনে আছে, কারণ আমি সেদিন যেমন নেচেছিলাম এমন আর কখন নাচি নি। আমি আর নারী ছিলাম না, হয়ে উঠেছিলাম আনন্দের শিখা—অগ্নি—স্ফুলিঙ্গরাশি, জনসাধারণের অন্তর থেকে যে-ধূম কুণ্ডলায়িত হয়ে ওঠে।...

নাচের পর আমার ভাগ্যে লাভ হ'ল হঠাৎ আনন্দ। লোহনগ্রিনকে মাস কয়েক আগে তার ঈজিপ্ত যাত্রার সময় থেকে আমি দেখিনি। সে এল আমার ঘরে। সেদিন সন্ধ্যার নাচ তার অন্তরকে গভীর ভাবে স্পর্শ করেছিল। ইলিসি হোটেলে অগাষ্টিনের ঘরে সে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার প্রস্তাব করলে। আমরা ফিরে এসে খাবার জন্য সাজানো টেবিলের সামনে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মুহূর্তের পর মুহূর্ত এমনি করে একটি ঘণ্টা কেটে গেল, সে এল না। তার এই আচরণে শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। ঈজিপ্ত পর্য্যটনে সে একক যায় নি, একথা আমার জানা থাকলেও তাকে দেখে আমি গভীর আনন্দ পেয়েছিলাম। কেননা তাকে

আমি ভালবাসতাম এবং তাকে তার ছেলে দেখাবার ইচ্ছা সর্ব্বদা মনে জেগে থাকত। ছেলেটি হয়ে উঠেছিল সবল ও সুন্দর। কিন্তু যখন রাত তিনটে বাজল, সে এল না, আমি হতাশ অন্তরে ভার্সাইতে ছেলেদের কাছে ফিরে গেলাম।

অভিনয়ের বিক্ষোভ ও প্রতীক্ষার ক্লান্তিতে অবসন্ন দেহে শয্যায় লুটিয়ে পড়ে গাঢ় নিদ্রা দিলাম।

পরদিন সকালে আমার ঘুম ভাঙ্গলে ছেলে-মেয়েরা আমার বিছানায় লাফিয়ে ওঠবার জন্য হাসিতে হাসতে আমার ঘরে এল। তারা প্রত্যহ সকালে তাই করত। তারপর প্রতিদিনের মতো আমরা জলযোগ করলাম।...

সেদিনকার প্রভাতটি ছিল কোমল, ম্লান। বাগানের দিকে জানালাগুলি ছিল খোলা। গাছগুলিতে সবে ফুল ফুটছে। কোমল মধুমাসের প্রথম দিনগুলিতে আমাদের অন্তরে যে-বিচিত্র বেগ আসে সে-বৎসর সেই আমি তা প্রথম অনুভব করলাম। একদিকে বসন্তের আনন্দ আর একদিকে আমার ছেলেদের দৃশ্য—রক্তিম, মনোহর ও সুখী—আমার অন্তরে এমন আনন্দের বিক্ষোভ দেখা দিল যে, আমি হঠাৎ বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে তাদের সঙ্গে নাচতে শুরু করলাম। তিনজনেই আমরা আনন্দে ফেটে পড়ছি। নার্স ও সহাস্যে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। লোহেনগ্রিনের কণ্ঠস্বর। সে ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে তার সঙ্গে শহরে দেখা করবার জন্য যেতে বলছে। "আমি তাদের দেখতে চাই।"

সে তাদের চার মাস দেখে নি।

যে-পুনর্মিলনের আকাঙ্ক্ষা আমি করছিলাম, এই সাক্ষাতের ফলে তা ঘটবে ভেবে খুশী হলাম; এবং সংবাদটি ডিয়ারড্রির কানে কানে বললাম।

সে বলে উঠল—"ও প্যাট্রিক, আজ আমরা কোথায় যাচ্ছি বল তো ?"

কতবার আমার কানে বাজে সেই শিশু-কণ্ঠস্বর, "আজ আমরা কোথায় যাচ্ছি বল তো ?"

আমার দুর্ব্বল, সুন্দর বাছারা! যদি আমি জানতাম, সেদিন কি নিষ্ঠুর নিয়তি তোমাদের ভাগ্যে ছিল! কোথায়—কোথায় তোমরা সেদিন গিয়েছিলে ?

তারপর নার্স বললে, "মাডাম, মনে হয় বৃষ্টি হবে—ওদের এখানে থাকলেই হয়তো ভাল হত।"

কতদিন তার সেই সতর্কবাণী আমার কানে বাজে, আর আমি যে সেদিকে সচেতন হই নি, সেজন্য নিজকে অভিসম্পাত দিই। কিন্তু আমি মনে করেছিলাম, যদি ছেলেরা সেখানে থাকে লোহেনগ্রিনের সঙ্গে মিলন খুব সহজ হবে।

ভার্সাই থেকে প্যারির পথে সেই শেষ মোটর-যাত্রায় ছোট দেহ দুটিকে কোলে নিয়ে আমার অন্তর জীবনের নব আশা ও উৎসাহে ভরে উঠেছিল। জানতাম, লোহেনগ্রিন যখন প্যাট্রিককে দেখবে তখন আমার বিরুদ্ধে তার ব্যক্তিগত বিদ্বেষ সে ভুলে যাবে। আমি স্বপ্ন দেখতে লাগলাম, আমাদের ভালবাসা কোন প্রকৃত মহান্ উদ্দেশ্য সফল করবে।

ঈজিপতে যাত্রার আগে লোহেনগ্রিন প্যারির মাঝখানে একখানি বেশ ভাল জমি কিনেছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল সেখানে আমার স্কুলের জন্য একটি নাট-ভূমি তৈরি করবে। সেই নাট-ভূমিটি হয়ে উঠবে জগতের সকল শ্রেষ্ঠ-শিল্পীর মিলন-ক্ষেত্র ও আশ্রয়।...

প্যারি যাবার পথে আমি এই সব ভাবছিলাম; আর আমার অন্তর আর্টের মহান ভবিষ্যতে লঘু হয়ে উঠছিল। নাট-ভূমিটি যে কোন কালেই তৈরী হবে না এমনই ছিল নিয়তি।...শিল্পীর আশা প্রায়ই বিফল স্বপ্নে পরিণত হয় কেন ?

যা ভেবেছিলাম, লোহেনগ্রিন তার শিশু পুত্রটিকে আবার দেখে খুশী হয়ে উঠল; ডিয়ারড্রিকেও সে বড় ভালবাসত। আমরা একটি ইটালীয় রেস্তোরাঁয় জলযোগ করলাম···এবং সেই আশ্চর্য্য নাট-ভূমিটির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলাম।

লোহেনগ্রিন বললে, "সেটা হবে ইসাডোরার থিয়েটার।"

আমি উত্তর করলাম, "সেটা হবে প্যাট্রিকের থিয়েটার। কারণ ও হবে সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ স্বর-রচয়িতা। ভবিষ্যতের সঙ্গীতের সঙ্গে মিল রেখে ও নাচের স্বষ্টি করবে।"

লাঞ্চ শেষ হলে লোহেনগ্রিন বললে, "আজ নিজকে এত সুখী বোধ হচ্ছে; চল, স্যালোঁ দ্য হিউমারিষ্টে যাই।"

কিন্তু আমার কাজ ছিল; কাজেই লোহেনগ্রিন আমাদের তরুণ বন্ধুকে নিয়ে, তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন, চলে গেল; আর আমি ছেলে-মেয়ে ও নার্সকে নিয়ে ফিরে গেলাম নিউলিতে। আমরা দরজার সামনে পৌছে নার্সকে বললাম:

"ছেলেদের নিয়ে ভেতরে অপেক্ষা করবে কি?"

—"না, মাডাম, মনে হয় আমাদের ফিরে যাওয়া ভাল। বাচ্চাদের বিশ্রামের দরকার।"

তখন আমি তাদের চুমা দিয়ে বললাম, "আমিও শীগগির ফিরে যাব।"

ডিয়ারড্রি যাবার সময় জানালার সার্সির গায়ে যেখানে তার ঠোঁট দুখানি ঠেকিয়েছিল আমি সেখানে চুম্বন করলাম। ঠাণ্ডা কাচখানার স্পর্শে শিউরে উঠলাম।

আমার প্রকাণ্ড ষ্টুডিওটার মধ্যে ঢুকলাম। তখনও মহলা দেবার সময় হয় নি। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করব বলে ওপরে উঠে গিয়ে কাউচের ওপর লুটিয়ে পড়লাম। সেখানে ছিল ফুল ও এক বাক্স বন বন, একজন পাঠিয়েছিল। আমি একটি বন বন তুলে নিয়ে অলসের মতো সেটা খেতে

খেতে ভাবতে লাগলাম, "নিশ্চয়ই মোটের ওপর আমি খুব সুখী—হয়তো জগতে সব চেয়ে সুখী নারী। আমার আর্ট, সাফল্য, সম্পত্তি, ভালবাসা, সবার ওপর আছে, আমার সুন্দর ছেলে-মেয়ে দুটি।"

এই ভাবে আমি আস্তে আস্তে বন বন খাচ্ছিলাম আর এই কথা ভেবে মনে মনে সুখী হচ্ছিলাম—"লোহেনগ্রিন ফিরে এসেছে; সবই ভাল চলবে।" এমন সময়ে আমার কানে এল এক অদ্ভুত, অপার্থিব আর্ত্তনাদ।

আমি ঘাড় ফিরালাম। দেখলাম, ঘরে এসেছে লোহেনগ্রিন। সে মাতালের মতো টলছে; তার জানু দুটি অবশ হয়ে গেল—সে আমার সামনে লুটিয়ে পড়ল—আর তার মুখ দিয়ে বার হ'ল এই কথাগুলো :

"ছেলেরা—ছেলেরা—মারা গেছে।"

* * * *

মনে পড়ে আমার মনে এক বিচিত্র স্তব্ধতা নেমে এল, কেবল গলার মধ্যে কেমন এক জ্বালা অনুভব করতে লাগলাম, যেন খানিকটা জ্বলন্ত কয়লা গিলে খেয়েছি। কিন্তু আমি বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না। খুব কোমল সুরে তার সঙ্গে কথা বললাম। তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করলাম; বললাম, এ কথা সত্য হতে পারে না।

অন্য লোকেরাও এল, কিন্তু আমি ধারণা করতে পারলাম না, কি ঘটেছে। তারপর এলেন একটি লোক, তাঁর মুখে কালো দাড়ি। আমাকে সকলে বললে, তিনি ডাক্তার।

তিনি বললেন, "কথাটা সত্য নয়; আমি ওদের বাঁচাব।"

আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করলাম। আমি তাঁর সঙ্গে যেতে চাইলাম, কিন্তু সকলে আমাকে ধরে রাখল। এখন আমি বুঝছি, তারা চাইছিল না যে, আর কোন আশা নেই, আমি একথা জানতে পারি। তাদের ভয় হয়েছিল, আঘাতটা আমাকে পাগল করে ফেলবে; কিন্তু তখন আমার

মানসিক অবস্থা ছিল উচ্চ স্তরের। আমি দেখলাম, আমার চারপাশে প্রত্যেকেই কাঁদছে কিন্তু আমি কাঁদছিলাম না বরং সকলকে সান্ত্বনা দেবার প্রধান ইচ্ছা আমার মনে জাগছিল। অতীতের দিকে তাকিয়ে আমার সেই অদ্ভুত মনোভাব আমার পক্ষে এখন বুঝে ওঠা কঠিন। তার কারণ বাস্তবিকই তখন কি অতীন্দ্রিয় লোক আমার চোখে পড়ছিল—আমি বুঝতে পারছিলাম মৃত্যু নেই—সেই শীতল ছোট মোমের মূর্ত্তি দুটি আমার সন্তান নয়, তাদের পরিত্যক্ত বসন মাত্র? আমার সন্তান দুটির আত্মা বাস করছে আলোয়, তারা চিরদিন জীবিত আছে।

মায়ের কান্না উদ্ভূত হয়ে থাকে দু'বার—জন্মক্ষণে ও মরণক্ষণে। কেননা, যখন সেই ছোট শীতল হাত দুখানিকে আমি স্পর্শ করলাম, যে-দুটি আর কখন আমারও হাত চেপে ধরবে না, তখন শুনতে পেলাম আমার নিজের কান্নার শব্দ—তাদের জন্মক্ষণে যে-কান্না শুনেছিলাম, সেই কান্না। কিন্তু কেন সেই একই কান্না? কারণ একটি হচ্ছে চরম আনন্দের, আর একটি হচ্ছে দুঃখের। আমি জানি না কেন, কিন্তু আমি জানি ও দুটি একই। এ কি সত্য নয় যে, সারা জগৎ-সংসারে আছে একটি মাত্র মহাধ্বনি যাতে শোক, আনন্দ, বেদনা নিহিত—সৃষ্টিক্ষণের রোদনধ্বনি?…

* * * * *

আমার নিজের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাবার একটি পথ আমি বেছে নিয়েছিলাম। ছেলে-মেয়েকে হারিয়ে কি করে আমি জীবনধারণ করতে পারি? কেবল আমার স্কুলের ছোট মেয়েগুলি যারা আমার চারধারে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, "ইসাডোরা আমাদের জন্য বেঁচে থাক! আমরাও কি তোমার সন্তান নয়?" এই কথায় আমি সচেতন হয়ে উঠলাম, তাদের দুঃখে সান্ত্বনা দিতে।…

এই দুঃখ যদি আমার জীবনে আরও আগে আসত আমি তা জয় করতে পারতাম; যদি আরও পরে আসত তখন এমন প্রচণ্ড হ'ত না। সেইজন্য

তা আমার জীবনের সেই পরিপূর্ণতার মাঝে এসে আমার শক্তি ও উৎসাহ সমস্ত একেবারে চূর্ণ করে দিল। যদি তখন আরও গভীর ভালবাসা আমাকে আচ্ছন্ন করে দিত!—কিন্তু লোহেনগ্রিন আমার আহ্বানে সাড়া দিল না।

রেমণ্ড ও তার স্ত্রী পেনিলোপী যাচ্ছিল আলবানিয়ায় সেখানে নিরাশ্রয়-দেব মধ্যে কাজ করবার জন্য। সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে সে অনুনয় করতে লাগল। আমি এলিজাবেথ ও অগাষ্টিনের সঙ্গে রওনা হ'লাম, করফু। রাত কাটাবার জন্য আমার মিলনে পৌঁছলে, যে-ঘরখানিতে আমি চার বৎসর আগে প্যাট্রিকের জন্ম নিয়ে দ্বিধায় কাটিয়েছিলাম, ঠিক সেই ঘরখানি আমাকে দেওয়া হ'ল। তারপর প্যাট্রিক ভূমিষ্ঠ হ'ল, আমার স্বপ্নের দেবশিশুর মুখ নিয়ে এবং চলে গেল।···

আমি আর সেখানে থাকতে পারলাম না, অগাষ্টিনকে অনুনয় করে বললাম, আমাকে অন্য হোটেলে নিয়ে যেতে।···

ব্রিনডিসি থেকে আমরা জাহাজে উঠলাম। তার অল্পকাল পরেই এক মনোরম প্রভাতে পৌঁছলাম, করফু। সারা প্রকৃতি আনন্দ ও হাসি ভরা, কেবল আমি তাতে কোন সান্ত্বনা পেলাম না। যারা আমার সঙ্গে ছিল, তারা বলে, আমি দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ, সামনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতাম। প্রকৃত দুঃখে আক্রান্ত হলে দুঃখী হয়ে থাকে নিশ্চল ও নিস্তব্ধ। নাইওবির মতো পাষাণে পরিণত হয়ে আমি বসে বসে মৃত্যুর মাঝে বিনষ্টির প্রতীক্ষা করতাম।···

লোহেনগ্রিন ছিল লণ্ডনে। ভাবলাম, যদি সে আমার কাছে আসে তাহলে এই ভয়ঙ্কর, মৃত্যুসদৃশ গাঢ় অবসাদ থেকে আমি মুক্তি পাব। যদি উষ্ণ, প্রেমভরা দুখানি বাহুকে আমার দেহের চারধারে অনুভব করতে পারি, তাহলে আমি হয়তো সঞ্জীবিত হয়ে উঠব।

একদিন সকলকে বললাম, কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে। আমার

ঘরের জানালা ঢেকে দিয়ে আমি বুকের ওপর হাত দুখানা রেখে সটান শুয়ে রইলাম। আমি নৈরাশ্যের শেষ সীমায় পৌঁছেছিলাম; লোহেনগ্রিনের উদ্দেশ্যে বার বার বাণী পাঠাতে লাগলাম।

"এস। তোমাকে আমার দরকার। আমি মরণোন্মুখ, যদি তুমি না এস তাহলে আমি ছেলেদের অনুসরণ করব।"

এই কথাগুলি আমি মন্ত্রের মতো বার বার উচ্চারণ করতে লাগলাম।

যখন উঠলাম তখন মাঝরাত্রি। তারপর ঘুমোলাম কষ্টে।

পরদিন সকালে অগাষ্টিন একখানা টেলিগ্রাম হাতে করে আমাকে জাগালে!

"ভগবানের দোহাই ইসাডোরার খবর পাঠাও। এখনই করফু যাত্রা করব। এল.।"...

একদিন সকালে লোহেনগ্রিন এসে পৌঁছল। তার মূর্ত্তি বিবর্ণ ও বিচলিত।

সে বললে, "আমি মনে করেছিলাম তুমি মারা গেছ।"

তারপর সে আমাকে বললে, যেদিন বিকালে আমি তাকে সংবাদ পাঠাই সেদিন আমি তার বিছানার পায়ের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম বাষ্পময়ী মূর্ত্তিতে এবং যে-কথাগুলি আমি বার বার আবৃত্তি করেছিলাম, ঠিক সেই গুলিই আমি তাকে বলি।...

প্রমাণ পেলাম তার ও আমার মধ্যে মনলোকে একটি সংযোগ আছে. তাই থেকে আমার এই আশাও হয়েছিল যে, কোন স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভালবাসার ইঙ্গিতে অতীতের দুঃখ-বেদনা দূর হয়ে যেতে পারে; আমার সন্তানেরা আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য পৃথিবীতে ফিরে আসতেও পারে। কিন্তু তা হবার নয়। আমার গভীর ব্যাকুলতা—আমার দুঃখ—লোহেনগ্রিনের পক্ষে সহ্য করা হ'ল কঠিন। আগে কিছু না জানিয়ে সে একদিন সকালে হঠাৎ চলে গেল। দেখলাম, করফু থেকে ষ্টিমারখানি চলে যাচ্ছে; জানতাম

সে তাতে আছে। ষ্টিমারখানি নীল জলরাশির ওপর দিয়ে দূরে সরে যেতে লাগল ; আর, আমি আবার রইলাম একাকিনী।

তখন নিজকে উদ্দেশ্য বললাম, "হয় এখনই আমার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে অথবা যে ক্ষয়কর বেদনা নিশিদিন অবিরাম আমাকে ধ্বংস করে ফেলছে তা সত্ত্বেও বাঁচবার জন্য একটা কোন উপায় আবিষ্কার করতেই হবে।" কারণ প্রতিরাত্রে জাগরণে·বা নিদ্রায়—সেই ভয়ঙ্কর শেষ প্রভাতটি মনে ভেসে উঠত, ডিয়াড্রির কণ্ঠস্বর শুনতে পেতাম। সে বলত "আমরা আজ কোথায় যাচ্ছি ?" তার নার্সকেও বলতে শুনতাম, "মাড্যাম, মনে হয় ওদের আজ বাইরে না যাওয়া ভাল।" আর আমার নিজের উন্মত্তের মতো উত্তর শুনতে পেতাম, "তুমি ঠিক বলেছ। ওদের কাছে রাখ, ওগো কল্যাণি, ওদের কাছে রাখ। আজ ওদের ঘরের বাইরে যেতে দিও না।"

রেমণ্ড আলবানিয়া থেকে এল। তার স্বভাবমতো উৎসাহে তার অন্তর ভরা। বললে, "সারা দেশটিতে অভাব। গ্রামগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। শিশুরা অনশনে কাটাচ্ছে। তুমি এখানে তোমার আপন শোক নিয়ে কি করে থাকতে পার ? এস, ছেলে-মেয়েদের খাওয়াতে সাহায্য কর—নারীদের সান্ত্বনা দাও।"

তার অনুনয় ফলপ্রসূ হল। আবার আমার গ্রীক টিউনিক ও স্যানডাল পরে রেমণ্ডের সঙ্গে চললাম আলবানিয়া। সে আলবানিয়ায় গৃহহীন ও অন্নহীনদের জন্য সাহায্য-কেন্দ্র গঠন করেছিল অত্যন্ত মৌলিকপন্থায়। সে করফুর বাজারে গিয়ে পশম কিনলে। সে একখানি ষ্টিমার ভাড়া করেছিল। পশমগুলো তাতে বোঝাই করে নিরাশ্রয়দের প্রধান বন্দর সানটিকোয়ারানটাতে নিয়ে গেল।

আমি বললাম, "কিন্তু রেমণ্ড তুমি পশম খাইয়ে ক্ষুধার্ত্তদের ক্ষুধা দূর করবে কি করে ?"

সে বললে, "অপেক্ষা কর, দেখতে পাবে। যদি আমি আজ রুটি এনে দিই, তাহলে সেটা হবে কেবল আজকের জন্যেই, কিন্তু পশম এনে দিচ্ছি ; এটা হচ্ছে ভবিষ্যতের জন্যে।"

আমরা সানটি কোয়ারানটার পর্ব্বতসঙ্কুল উপকূলে নামলাম। রেমণ্ড এখানে একটা কেন্দ্র সংগঠন করেছিল।

একখানা সাইনবোর্ডে লেখা ছিলঃ "যে পশম পাকাবে সে প্রত্যহ একটি করে ড্রাকমা পাবে।"

অল্পসময়ের মধ্যেই দরিদ্র শীর্ণ অনশনক্লীষ্ট নারীরা দল বেঁধে দাঁড়াল। তারা যে ড্রাকমাটি পাবে তাই দিয়ে কিনবে গ্রীক সরকারের দেওয়া পাকা ভুট্টা।

তারপর রেমণ্ড আবার তার ষ্টীমারখানিকে নিয়ে গেল করফুতে। সেখানে সে ছুতোর মিস্ত্রীদের কতকগুলো তাঁত তৈরি করে দিতে বললে এবং সানটি কোয়ারানটাতে ফিরে সকলকে জানালে. "প্রত্যহ এক ড্রাকমা পারিশ্রমিক নিয়ে কে পশম বুনবে ?"

দলে দলে ক্ষুধার্ত্তেরা কাজের জন্য আবেদন জানাতে লাগল। গ্রীক ভাসের গায়ে যে-সব ছবি ছিল সেগুলো পশমের কাপড়ে তোলবার ব্যবস্থা হল। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁত বোনবার জন্য সমুদ্রের ধারে স্ত্রীলোকের দল জড় হল। রেমণ্ড তাদের তাঁত বুনতে বুনতে এক সঙ্গে গান গাইতে শিখাল। ছবি-তোলা পশমের কাপড়গুলো তৈরী হলে দেখা গেল, সেগুলো চমৎকার কুশান ঢাকা হয়েছে। রেমণ্ড সেগুলো লণ্ডনে পাঠিয়ে দিল শতকরা পঞ্চাশ ভাগ লাভে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে। এই লাভের টাকা দিয়ে সে একটা রুটির কারখানা খুললে এবং গ্রীক সরকার পাকা ভুট্টা যে হারে বিক্রয় করছিলেন, সে সাদারুটি বেচতে লাগল তার চেয়ে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কম লাভে। এই ভাবে সে তার গ্রাম গড়ে তুলল।

আমরা সাগর-তীরে একটি তাঁবুতে থাকতাম। প্রত্যহ সকালে সমুদ্রে স্নান করতাম ও সাঁতার দিতাম। মাঝে মাঝে রেমণ্ডের রুটি ও আলু উদ্বৃত্ত হত। আমরা পাহাড়ের ওপর গ্রামগুলোতে গিয়ে ক্ষুধার্ত্ত যারা তাদের মধ্যে সেগুলো বিতরণ করতাম।...

আমি বহু দৃশ্য দেখেছিলাম। একদিন দেখলাম, এক নারী একটি গাছের তলায় বসে আছে। তার কোলে একটি শিশু এবং তার চারধারে তাকে জড়িয়ে ধরে বসে রয়েছে আর তিন-চারটি ছেলে-মেয়ে; তারা সকলেই ক্ষুধার্ত্ত নিরাশ্রয়। তুর্কীরা তাদের বাড়িখানি দিয়েছিল পুড়িয়ে, স্বামী ও পিতাকে হত্যা করে ছিল; পশুগুলোকে চুরি করে নিয়ে সমস্ত শস্য নষ্ট করে দিয়েছিল। এমনই ধরনের যারা রেমণ্ড তাদের মধ্যে অনেক আলু-ভরা থলে বিতরণ করত।

আমরা শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে তাঁবুতে ফিরে আসতাম। আমার মনে এক এক অদ্ভুত আনন্দ প্রবেশ করছিল। আমার সন্তান দুটি চলে গেছে, কিন্তু অন্যেরা আছে...ক্ষুধার্ত্ত ও পীড়িত, তাদের জন্য কি আমি জীবণ ধারণ করতে পারি না?

সানটি কোয়ারানটাতে কোন নাপিতের দোকান ছিল না; আমার চুলগুলো সেই প্রথম কেটে আমি সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলাম।

যখন আমার স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরে এল, সেই নিরাশ্রয়দের মধ্যে বাস করা আমার পক্ষে হয়ে উঠল অসম্ভব। শিল্পী ও ঋষির জীবনের মাঝে যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে এতে সন্দেহের কিছু নেই। আমার মধ্যে শিল্পীর জীবন আবার জেগে উঠল।...

২৪

একদিন অনুভব করলাম, সেই পর্ব্বত-পাষাণময়, বহু ঝঞ্ঝা পীড়িত দেশটি আমাকে ছাড়তেই হবে। পেনিলোপীকে বললাম :

"এই দুঃখ-দারিদ্র্য আর দেখতে পারি না। একটি নিভৃত মসজিদে একটিমাত্র প্রদীপের সামনে বসে থাকবার তৃষ্ণা আমার মনে জাগছে— আমার পায়ের তলায় পারস্যদেশের কার্পেটকে অনুভব করতে চাই। এই সব পথে চলে আমার ক্লান্তি এসেছে। আমার সঙ্গে অল্পকালের জন্যে কনস্তান্তিনোপলে যাবে কি?"

সে খুশী হয়ে উঠল। আমরা টিউনিক ছেড়ে সাধারণ পোষাক পরে কনস্তান্তিনোপলের জাহাজে উঠলাম।...

কনস্তান্তিনোপলে পৌছে আমরা উঠলাম পেরাপ্যালেস হোটেলে। প্রথম দুদিন পুরানো শহরটির অপরিসর পথে পথে আমরা ঘুরে বেড়ালাম।...

পর দিন পেনিলোপী ও আমি একটা পুরোনো রাস্তা দিয়ে চলেছি, সে একটি অন্ধকার, সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে একখানি সাইনবোর্ড দেখালে। সেখানা আরমেনীয় ভাষায় লেখা ছিল। পেনিলোপী আরমেনীয় ভাষা জানত। সে বললে, এখানে একজন গণক আছে।

—"চল ওকে হাত দেখাই।"

আমরা একটা পুরোনো বাড়িতে ঢুকলাম। তারপর একটা ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে রাবিশ ও নানারকমের জঞ্জালভরা অনেকগুলি গলি পার হয়ে পিছনের দিকে একখানি ঘরে দেখলাম, এক বৃদ্ধা একখানি কড়াইয়ের সামনে গুঁড়ি মেরে বসে আছে। কড়াইখানা থেকে উঠছে

অদ্ভুত গন্ধ। বৃদ্ধাটি আরমেনীয়; কিন্তু সে কিছু কিছু গ্রীক ভাষা জানত। কাজেই পেনিলোপী তার কথা বুঝতে পারলে।

বৃদ্ধা আমাদের কাছে বর্ণনা করলে, কেমন করে গত হত্যাকাণ্ডের সময় সে এই ঘরে তার সব ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনী এমন কি, শেষ ছোট শিশুটিকে পর্য্যন্ত নিহত হতে দেখেছে। সেই থেকে সে হয়েছে জ্যোতিষী। সে ভবিষ্যৎ দেখতে পারে।

পেনিলোপীর মারফৎ তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি আমার ভবিষ্যতে কি দেখছ?"

বৃদ্ধা কড়াইয়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর যা বললে পেনিলোপী তার তর্জ্জমা করে দিলে।

"ও তোমাকে সূর্য্যের মেয়ে বলে অভিনন্দন জানাচ্ছে। পৃথিবীতে তোমাকে পাঠানো হয়েছে মানুষকে আনন্দ দেবার জন্যে। এই আনন্দ থেকে নূতন ধর্ম্মের উদ্ভব হবে। বহু পর্য্যটনের পর তোমার জীবনের শেষ ভাগে সারা পৃথিবীতে মন্দির স্থাপনা করবে। সময়ে এই শহরে তুমি ফিরে আসবে; এখানেও মন্দির তৈরী করবে। এই সব মন্দির সৌন্দর্য্য ও আনন্দের নামে উৎসর্গীকৃত হবে; কারণ তুমি হচ্ছ সূর্য্যের মেয়ে।"

সে সময়ে এই পদ্যময় ভবিষ্যদ্বাণী আমার কাছে মনে হয়েছিল কৌতুকের; কেননা, তখন আমি ছিলাম শোকে ও নৈরাশ্যে আচ্ছন্ন।

তারপর পেনিলোপী জিজ্ঞাসা করলে, "আমার ভবিষ্যৎ কি হবে?"

সে পেনিলোপীর সঙ্গে কথা বলতে লাগল; আমি লক্ষ্য করলাম, তার মুখখানি ম্লান হয়ে গেল, আর, তাকে দেখাতে লাগল অত্যন্ত শঙ্কিত।

পেনিলোপী উত্তর দিলে, "ও বলছে, আমার একটি ছোট ভেড়ার ছানা আছে—তার মানে আমার খোকা মেনালকাসকে উদ্দেশ করছে। ও বলছে তুমি আর একটা ভেড়ার ছানা চাও—সেটা নিশ্চয়ই মেয়ে, যাকে আমি সব সময় চাইছি। কিন্তু ও বলছে যে, আমি শীঘ্র টেলিগ্রাম পাব

এই মর্ম্মে যে, একজন যাকে আমি ভালবাসি সে খুব পীড়িত, আর, অপর জনও যাকে ভালবাসি সে মৃত্যুর দ্বারে। বলছে এরপর আমার জীবন দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে না; পৃথিবীর ওপর কোন উঁচু জায়গায় থাকবে, শেষ ধ্যান করে ইহলোক ছেড়ে যাবে।"

পেনিলোপী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল। বৃদ্ধাকে কিছু অর্থ দিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিলে। তারপর আমার হাত ধরে গলি দিয়ে সে এক রকম ছুটে চলল, সিঁড়ি দিয়ে নামল, অপরিসর রাস্তায় বার হল। শেষে একখানা ঘোড়ার গাড়ি পেয়ে তাতে চড়ে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম।

আমরা ঢুকতেই দ্বারোয়ান একখানি টেলিগ্রাম নিয়ে এগিয়ে এল। পেনিলোপী মূর্চ্ছিতপ্রায় হয়ে আমার হাতে ভার দিয়ে দাঁড়ালো। আমাকে নিয়ে যেতে হল তাকে তার ঘরে। সেখানে আমি টেলিগ্রামখানা খুললাম। তাতে লেখা ছিল; "মেনালকাস খুব পীড়িত। রেমণ্ড খুব পীড়িত। শীঘ্র এস।"

বেচারী পেনিলোপী পাগলের মতো হয়ে গেল। আমরা তাড়াতাড়ি ট্রাঙ্কে আমাদের জিনিষপত্রগুলো পূরে ফেললাম। দ্বারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলাম, "সানটি কোয়ারানটার জাহাজ ছাড়বে কখন?" সে বললে, "একখানা ছাড়বে সূর্য্যাস্তের সময়।"...

সানটি কোয়ারানটতে পৌছে দেখলাম, রেমণ্ড ও মেনালকাস জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। আলবানিয়ার সেই নিরানন্দ প্রদেশটি ছেড়ে আমার সঙ্গে ইউরোপে ফিরে যাওয়ার জন্য রেমণ্ড ও পেনিলোপীকে অনেক বোঝালাম। জাহাজের ডাক্তারকেও নিয়ে এলাম তাকে বুঝিয়ে বলার জন্য। তবুও রেমণ্ড তার নিরাশ্রয়দের বা গ্রামখানিকে ছেড়ে যেতে সম্মত হ'ল না। কাজেই পেনিলোপীও তাকে ছাড়তে চাইল না। আমি তাদের সেই জনহীন পার্ব্বত্যপ্রদেশে রেখে আসতে বাধ্য হলাম। তাদের

মাথার ওপর রইল কেবল একটি তাঁবু। তার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল ঝঞ্ঝা।

ষ্টিমারখানি চলতে লাগল ট্রিস্টির দিকে।…ট্রেনে অন্য যাত্রীদের সংস্পর্শে আসতে আমার ভয় হচ্ছিল বলে ট্রিস্টিতে আমার মোটর আসবার জন্য টেলিগ্রাম করেছিলাম। সেখান থেকে মোটর হাঁকিয়ে চললাম উত্তরে সুইৎজারল্যাণ্ডের পর্ব্বতমালার মধ্যে।…

এক জায়গায় আমি বেশি দিন থাকতে পারতাম না; আমার অন্তর অস্থিরতায় ক্ষয় হয়ে যাচ্ছিল। আমার মোটরে সারা সুইৎজারল্যাণ্ড ভ্রমণ করে, অবশেষে এক দুনিবার আবেগের বশে চললাম প্যারিসের দিকে। আমি একেবারে নিঃসঙ্গ; কেননা মানুষের সঙ্গ আমার কাছে হয়ে উঠেছিল অসহ্য। এমন কি আমার ভাই অগাষ্টিন, সে সুইৎজারল্যাণ্ডে আমার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল, সেও এই মায়া দূর করতে পারলে না। অবশেষে আমি এমন চরমে উঠলাম যে, মানুষের গলার স্বরও আমার কাছে বিশ্রী বোধ হতে লাগল। লোকে আমার ঘরে এলে মনে হত তারা যেন আছে বহু দূরে ও মায়া। এই অবস্থায় আমি এক রাত্রে প্যারিতে আমার নিউলির বাড়ির দরজায় এসে পৌছলাম। সেখানে এক বৃদ্ধ ছাড়া আর কেউ ছিল না; সে বাগানখানির দেখা-শোনা করত এবং দরজায় দ্বারোয়ানের ঘরে থাকত।

আমার প্রকাণ্ড ষ্টুডিওটার মধ্যে ঢুকলাম। কালো পর্দ্দাখানিকে দেখে মনে পড়ে গেল আমার আর্ট ও আমার কাজের কথা। আবার তা আরম্ভের সঙ্কল্প করলাম। আমার বন্ধু হেনার স্কিনকে ডেকে পাঠালাম বাজাবার জন্য। কিন্তু পরিচিত সঙ্গীতের স্বর আমার কান্নার বাঁধ ভেঙ্গে দিলে। বাস্তবিক এই আমি প্রথম কাঁদলাম। সেখানকার প্রত্যেকটি জিনিষ সেই দিনগুলিকে কেবল আমার বেশি করে মনে করিয়ে দিতে লাগল, যখন আমি ছিলাম সুখী। অবিলম্বে এই ভুলও হতে লাগল যেন আমার ছেলে-মেয়ের কণ্ঠস্বর বাগানে শুনতে পাচ্ছি। যে-ছোট বাড়িটিতে

তারা থাকত একদিন হঠাৎ সেখানে গিয়ে পড়লাম। দেখলাম, তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও খেলনাগুলি চারধারে ছড়ানো রয়েছে। আমি একেবারে ভেঙ্গে পড়লাম; বুঝতে পারলাম, নিউলিতে বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি থাকবার চেষ্টা করতে লাগলাম এবং কয়েকজন বন্ধুকে আমার কাছে আনলাম।

কিন্তু রাতে আমি ঘুমোতে পারতাম না; জানতাম, আমার বাড়ির একেবারে কাছে রয়েছে নদী—সীন। কাজেই এই পরিবেষ্টনী আর সহ্য করতে না পেরে একদিন আমার মোটর নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম দক্ষিণের পথে। কেবল যখন আমি গাড়িতে থাক্‌তাম, আর গাড়িখানা ছুটে চলত ঘণ্টায় সত্তর বা আশী কিলোমিটার তখনই আমার মনোবেদনার কথঞ্চিৎ উপশম হ'ত।

আমি আল্‌পসের ওপর উঠে গেলাম, ইটালিতে নেমে এলাম, তবুও আমার চলার বিরাম নেই। কখনও ভেনিসের খালে গনডোলায় চড়ে বেড়াই; আর গনডোলা-চালককে সারারাত ধরে চালাতে বলি; আবার কখন বা প্রাচীন রিমিনি নগরীর পথে পথে ঘুরি। একদিন ফ্লোরেন্সে রাত্রি যাপন করলাম। জানতাম ক্রেগ সেখানে আছে। তাকে ডেকে পাঠাবার খুব ইচ্ছা হ'ল, কিন্তু সে তখন বিয়ে করে গার্হস্থ্যজীবন-যাপন করছে। সে এলে অনৈক্যের সৃষ্টি হবে ভেবে নিরস্ত হলাম।

২৫

ইলিয়ানোরা ডুসে তখন ছিলেন, ভিয়ারেগিওতে। তিনি কি করে আমার সন্ধান পেলেন জানি না। একদিন সমুদ্রের ধারে একটি ছোট শহরে আমি তাঁর কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেলাম।

"ইসাডোরা আমি জানি তুমি ইটালিতে ঘুরে বেড়াচ্ছ। আমার কাছে আসবার জন্য 'আমি তোমাকে মিনতি করছি। তোমাকে সান্ত্বনা দিতে আমি যথাসাধ্য করব।"

আমি রাত্রে যখন ভিয়ারেগিওতে গিয়ে পৌঁছই তখন ভয়ঙ্কর ঝড় হচ্ছিল। ইলিয়ানোরা বাস করছিলেন দূর গ্রামে ছোট একটি ভিলায়। কিন্তু তিনি গ্র্যাণ্ড হোটেলে আমার উদ্দেশ্যে একটি বার্ত্তা রেখে গিয়েছিলেন, তাঁর কাছে যাবার জন্য।...

তখন থেকে কিছুকাল ভিয়েরাগিওতে বাস করতে লাগলাম। তাঁর সঙ্গে সমুদ্রের ধারে বেড়াতাম; তিনি আমাকে পরম স্নেহে সান্ত্বনা দিতেন।...

শরৎকালের উদয় হতে লাগল, ইলিয়ানোরা তাঁর সেখানকার বাসা তুলে দিয়ে গেলেন ফ্লোরেন্সে। আমিও প্রথমে গেলাম ফ্লোরেন্সে; তারপর সেখান থেকে গেলাম রোমে। আমার সঙ্গে ছিলেন, বন্ধু স্কিন তাঁকে আমি ভিয়েরাগিওতে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলাম।

যার অন্তর বিষণ্ণ তার কাছে রোম আশ্চর্য্য নগরী।...

কত শত অতীত পুরুষের সাক্ষী বিশাল ধ্বংসস্তূপ, সমাধি, মনুমেণ্ট প্রভৃতি নিয়ে রোম হচ্ছে ঔষধ বিশেষ। তার পথে পথে আমার বেড়াতে বড় ভাল লাগত।...

রাত্রে স্কিন ও আমি ঘুরে বেড়াতাম এবং প্রায়ই উৎসগুলির ধারে গিয়ে দাঁড়াতাম। এগুলি উৎসারিত হচ্ছে পাহাড়টির আশ্চর্য্য ঝরণাগুলি থেকে, কখনও শুকোয় না। উৎসগুলির পাশে বসে জলধারার ছল্ ছল্ ধ্বনি শুনতে ভাল বাসতাম। কখন কখন সেখানে বসে নীরবে কাঁদতাম, আর আমার কোমল-প্রাণ সাথীটি সমবেদনায় আমার হাতখানি ধরে থাকতেন।

... দুঃখের বোঝা নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে একদিন লোহেনগ্রিনের দীর্ঘ

টেলিগ্রামে আমি সচেতন হয়ে উঠলাম। সে আর্টের নামে আমাকে প্যারিতে ফিরে যাবার জন্য অনুনয় করেছিল। এই বার্ত্তার বশে আমি প্যারি-গামী ট্রেনে চড়ে বসলাম। পথে পড়ল ভিয়েরাগিও। পাইনবনের সেই লাল ইটের ভিলাখানির ছাদটি চোখে পড়ল। মনে পড়ে গেল, এইখানে আমি আশা-নিরাশায় কয়েক মাস কাটিয়ে ছিলাম, আর আমার দেবীসমা বন্ধু ইলিয়ানোরার কথা।

লোহেনগ্রিন আমার জন্য হোটেলে চমৎকার একটি সুইট ঠিক করে রেখে সেগুলি ফুলে ভরে দিয়েছিল।...

সে বললে—"১৯০৮ সালে আমি প্রথমে তোমার কাছে আসি তোমাকে সাহায্য করতে, কিন্তু আমাদের ভালবাসা শোকের মাঝে আমাদের নিয়ে এসেছে। এখন এস তোমার স্কুলটিকে, যেমন ভাবে তুমি চাও, গড়ে তুলি এবং এই বেদনভরা পৃথিবীতে আর সবার জন্যে কিছু সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যাক।"

তারপর আমাকে বললে, সে বেলভিউ হোটেলটি কিনেছে। তার বারান্দা থেকে সারা প্যারি চোখে পড়ে; তার বাগানখানি ঢালু হয়ে নদীর দিকে নেমে গেছে। তার ঘরগুলোতে হাজার শিশুর ঠাঁই হবে। স্কুলটির বরাবরকার অস্তিত্ব নির্ভর করছে আমার ওপর।

সে বললে, "যদি তুমি ব্যক্তিগত শোক-দুঃখ ত্যাগ করতে সম্মত থাক, আর এখনকার মতো কেবল মাত্র একটি ভাবের জন্যে বেঁচে থাকতে চাও!"

দেখলাম, এই জীবন আমাকে কি দুঃখ ও দুর্ঘটনার জটিলতা এনে দিয়েছে! তার মধ্যে সকলের ওপর উজ্জ্বল ও অমলিন হয়ে আছে আমার, ভাব। তাই আমি সম্মত হলাম।

পরদিন সকালে আমরা গেলাম বেলভিউ দেখতে। তারপর থেকে আমার পরিচালনাধীনে নানা শ্রেণীর কারিগর কাজে লেগে গেল এই তুচ্ছ হোটেলটিকে অনাগত কালের নৃত্যের মন্দিরে রূপান্তরিত করতে।

কর্ম্মের উত্তেজনায়, ব্যস্ততায়, শব্দের মাঝে, শিক্ষা দেবার উৎসাহ আবার ফিরে পেলাম। ছাত্রীরা অনন্যসাধারণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শিখতে লাগল। স্কুলটি খোলার পর থেকে তিন মাসের মধ্যে তারা এমন উন্নতি লাভ করলে যে, যে-সব শিল্পী তাদের দেখতে আসতেন, তাঁদের মনেও প্রশংসার উদ্রেক করলে। শনিবার ছিল শিল্পীদের দিন। সকাল এগারোটা থেকে বেলা একটা পর্য্যন্ত আর্টিষ্টদের শিক্ষার সময় ছিল। তারপর লোহেনগ্রিনের স্বাভাবিক বদান্যতায় বিরাট ভোজের আয়োজন হ'ত। আর্টিষ্ট ও ছাত্রীদের লাঞ্চ খেতে দেওয়া হত এক সঙ্গে। আবহাওয়া সুন্দর হয়ে এলে খাবার দেওয়া হ'ত বাগানে। খাবার পর হ'ত গান, কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি, নাচ।

সামনের পাহাড়ের ওপর ছিল, রোদাঁর বাড়ি। তিনি প্রায়ই দেখতে আসতেন। মেয়েরা সকলে যখন নাচত তিনি নাচ-ঘরে বসে, তখন তাদের রেখা-চিত্র আঁকতেন।

একবার তিনি আমাকে বলেন, "আমি যখন তরুণ ছিলাম তখন যদি এই রকমের মডেল পেতাম! এই সব মডেল যারা চলতে পারে, প্রকৃতি ও ঐক্যের দিকে দৃষ্টি রেখে চলতে পারে। সত্য যে, আমি অনেক সুন্দর মডেল পেয়েছিলাম; কিন্তু এমন একজনকে পাই নি যে, তোমার এই ছাত্রীদের মতো গতি-বিজ্ঞান বোঝে।"

আমি বিশ্বাস করতাম, বেলভিউয়ের এই স্কুলটি হবে চিরস্থায়ী। আমার সারা জীবন আমি সেখানে কাটাব এবং আমার কাজের সমস্ত ফল রেখে যাব সেখানে।

বেলভিউয়ে কাজ আরম্ভ হ'ত সকালে আনন্দ ধ্বনিতে। বারান্দা দিয়ে শিশুদের চলার শব্দ কানে আসত—শিশুরা এক সঙ্গে গান গাইত।

আমি নিচে নেমে এসে দেখতাম, তারা রয়েছে নাচ ঘরে। আমাকে দেখে তারা চীৎকার করে উঠত—"সু-প্রভাত ইসাডোরা।"

এমন পরিবেষ্টনীর মধ্যে বিষণ্ণ হয়ে থাকতে পারে কে? আর যদিও প্রায়ই আমি তাদের মধ্যে দুখানি হারানো ছোট মুখকে খুঁজে না পেয়ে, আমার ঘরে গিয়ে একা কাঁদতাম তবুও তাদের প্রত্যহ শিক্ষাদেবার উদ্যম অন্তরে অনুভব করতাম।...

প্রতি সপ্তাহে একদল শিল্পী তাঁদের রেখা-চিত্রের খাতা হাতে বেল-ভিউতে আসতেন। এই স্কুল থেকে শত শত রেখা-চিত্র ও নৃত্য-পরা মূর্ত্তির মডেল আঁকা হয়েছিল। এগুলি আজও রয়েছে।...

যে-থিয়েটারটির নির্ম্মাণ কাজে সেই দুঃখে বাধা পড়েছিল, লোহেনগ্রিনের মনে হ'ল বেলভিউর পাহাড়ের ওপর সেটিকে আবার তৈরী করে তোলা সম্ভব। এই থিয়েটারটি হবে উৎসবের। বড় বড় উৎসবের দিনে প্যারির লোকেরা আসবে এখানে।...

আমার প্রথম স্কুলের ছাত্রীরা, তারা এখন হয়ে উঠেছিল তন্বী, দীর্ঘাঙ্গী তরুণী, ছোট ছোট মেয়েদের শিক্ষায় আমাকে সাহায্য করতে লাগল। তাদের মধ্যে যে প্রচুর পরিবর্ত্তন হয়েছে, এই দৃশ্য ছিল আমার কাছে মর্ম্মস্পর্শী। আমার শিক্ষা তাদের এতখানি আত্ম-প্রত্যয় ও জ্ঞান দান করেছিল।

কিন্তু ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে সারা পৃথিবীতে এল কেমন এক বিষণ্ণতার ভাব। আমি তা অনুভব করতাম; শিশুরাও তা অনুভব করত। যে-বারান্দাটিতে দাঁড়ালে সারা প্যারি নগরী চোখে পড়ে যখন সেখানে থাকতাম, শিশুরা তখন চুপ করে, সংযত হয়ে থাকত। আকাশে বিরাট কালো মেঘভার পুঞ্জীভূত হয়ে উঠত। সারা দেশের ওপর কেমন এক থমথমে ভাব ভেসে থাকত। আমি তা অনুভব করতাম। যে-সন্তানটিকে তখন আমি জঠরে ধারণ করছিলাম, মনে হ'ত তার চঞ্চলতা আগের দুটির চেয়ে ক্ষীণ, তাদের মতো স্পষ্ট নয়।...

জুলাই মাস চলছে। লোহেনগ্রিন প্রস্তাব করলে ইংলণ্ডে ছুটি কাটাবার জন্য স্কুলটিকে তার ডিভনশায়ারের বাড়িতে পাঠাবে। তাই একদিন সকালে ছাত্রীরা, দুজন করে আমার কাছে এসে বিদায় নিয়ে গেল। তারা অগাষ্ট মাস সমুদ্রের ধারে কাটিয়ে ফিরবে সেপটেম্বরে। তারা চলে গেলে বাড়িখানিকে মনে হতে লাগল অদ্ভুত রকমে শূন্য···আমি গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই বারান্দাটিতে বসে থাকতাম; আর, আমার ক্রমেই বেশি করে বোধ হত পূর্ব্বদিক থেকে কোন বিপদ ঘনিয়ে উঠছে।

তারপর একদিন সকালে কালমেটির গুপ্তহত্যার অশুভ সংবাদ এল। তাতে সারা প্যারি অস্থির ও ভাবী বিপদের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে উঠল। ঘটনাটি দুঃখের—আরও দুঃখের কিছুর পূর্ব্বাভাষ। কালমেটি ছিল স্কুলের ও আমার আর্টের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। এই সংবাদে আমি অত্যন্ত আঘাত পেলাম ও ব্যথিত হলাম।···

অগাষ্ট মাসের প্রথম দিনটিতে আমি প্রথম প্রসব বেদনা অনুভব করলাম। আমার জানালার তলায় উঠছিল যুদ্ধ-যাত্রার আহ্বান। দিনটি ছিল গরম; জানালাগুলো ছিল খোলা। আমার কান্না, আমার কষ্ট, আমার বেদনার সঙ্গে বাজছিল রণভেরীর শব্দ ও উঠ্ছিল আহ্বানধ্বনি।

আমার বন্ধু মেরী ঘরের ভেতর একটি দোলনা নিয়ে এল···আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।···ভেরী বাজতে লাগল। চল সকলে—যুদ্ধ—যুদ্ধ। "যুদ্ধ হচ্ছে কি?" ভাবতে লাগলাম। কিন্তু আমার সন্তানটিকে ভূমিষ্ঠ হতেই হবে; তার পক্ষে সংসারে আসা কত কঠিন।···

অবশেষে শুনতে পেলাম শিশুটির কান্না—সে কেঁদেছিল—সে বেঁচে ছিল। সে বৎসর আমার ভয় ও শঙ্কা হয়েছিল যেমন প্রচণ্ড, আনন্দের এক প্রকাণ্ড আঘাতে এখন তা শেষ হয়ে গেল। শোক, দুঃখ, অশ্রুজল, দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও বেদনা সবই এক মহা আনন্দক্ষণের উদ্দেশ্যে

গড়ে ওঠে। যদি বিধাতা থাকেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই হচ্ছেন নাটের মহাগুরু। শোকের ও শঙ্কার দীর্ঘ ঘণ্টাগুলি আনন্দে রূপান্তরিত হয়ে গেল যখন তারা আমার কোলে একটি সুন্দর শিশুকে তুলে দিলে।

কিন্তু রণভেরী বাজতে লাগল, "যাত্রা কর—যুদ্ধ—যুদ্ধ।"

ভাবতে লাগলাম, "যুদ্ধ হচ্ছে কি? আমার তাতে কি আসে যায়? এই আমার ছেলেটি রয়েছে আমার কোলে নিরাপদ। এখন ওরা যুদ্ধ করুক। আমার তাতে কি?"...

সন্ধ্যা হয়ে এল। আমার ঘর লোকে ভরে গেল, তারা সকলে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। তারা বললে, "আবার সুখী হবেন।"

তারপর তারা একে একে চলে গেল। শিশুটিকে নিয়ে আমি রইলাম একাকিনী।...হঠাৎ শিশুটি আমার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকাল; তার-পর হাঁফাতে লাগল, যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আর, তার ঠাণ্ডা ঠোঁট দুখানির মধ্য দিয়ে বার হতে লাগল, সোঁ সোঁ শব্দ। আমি নার্সকে ডাকলাম; সে এল। শিশুটিকে পরীক্ষা করল, এবং সভয়ে আমার কোল থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল। শুনতে পেলাম, অন্য ঘর থেকে অকসিজেন—গরম জল আনতে বলছে।

একঘণ্টা শঙ্কায় ও বেদনায় অপেক্ষা করবার পর অগাষ্টিন ঘরে এসে বললে—

"হতভাগিনী ইসাডোরা—তোমার শিশুটি—মারা গেছে—"

আমি বেদনার চরমে উঠলাম।...শুনতে পেলাম, পাশের ঘরে হাতুড়ির আওয়াজ হচ্ছে। তারা ছোট বাক্সটি, আমার শিশুটির একমাত্র দোলনাটি, বন্ধ করছে। সেই হাতুড়ির আঘাত যেন আমার বুকে চরম নৈরাশ্যের সুরের মতো বাজতে লাগল। আমি সেখানে পড়ে রইলাম, ক্ষত-বিক্ষত, অসহায়, অশ্রুজল, স্তন্যধারা ও রক্ত এই তিনটির উৎস হয়ে।

আমার এক বন্ধু আমাকে দেখতে এসে বললেন, "তোমার ব্যক্তিগত দুঃখ কি? ইতিমধ্যেই যুদ্ধে শত শত লোকে মারা যাচ্ছে—যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শত শত আহত ও মুমূর্ষুকে এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।" কাজেই বেলভিউকে হাসপাতালের জন্য দান করা আমার কাছে বোধ হ'ল স্বাভাবিক।

যুদ্ধের সেই দিনগুলিতে ছিল সকলেরই মনে একই উৎসাহ। সেই চমকপ্রদ যুদ্ধের বাণী, সেই বিস্ময়কর উন্মাদনা যা দেশকে যোজনের পর যোজন ধ্বংস করে ফেলছিল, সমাধি রচনা করছিল, কে বলবে তা ন্যায়, কি, অন্যায়? নিশ্চয়ই এই মুহূর্ত্তে তা মনে হচ্ছে ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু আমরা বিচার করব কি করে? আর রোমে রোলাঁ, সুইৎজারল্যাণ্ডে বসে, সবার ওপরে, তাঁর ম্লান ও চিন্তাভারাক্রান্ত মস্তকে কারো অভিসম্পাত এবং কারো বা আশীর্ব্বাদ ডেকে নিচ্ছিলেন।

মোটের ওপর সেই মুহূর্ত্ত থেকে আমরা সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম; এমন কি শিল্পীরাও বলতেন, "শিল্প-কলা কি? আমাদের সন্তানেরা জীবন দান করছে, সৈন্যেরা জীবন দান করছে—আর্ট কি?" যদি সেই সময়ে আমার কোন ধী শক্তি থাকত, তাহলে বলতাম, "শিল্পকলা জীবনের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।" এবং আমার ষ্টুডিওতে থেকে শিল্প-কলার সৃজন করে যেতাম। কিন্তু আমি আর সকলের সঙ্গেই যোগ দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, "এই সব শয্যাগুলি নাও, যে-বাড়িখানি শিল্পকলার জন্য তৈরি হয়েছিল, তা নিয়ে তাদের সেবা-শুশ্রূষার উদ্দেশ্যে হাসপাতাল তৈরি কর।"

অল্পকাল পরেই একদিন ষ্ট্রেচার বাহকদের ভারী পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম; তারা আহতদের আনছিল।

বেলভিউ, আমার শিল্পের দেউল, যা হ'ত অনুপ্রাণনার উৎস, দর্শন, কাব্য ও মহাসঙ্গীতে অনুপ্রাণিত জীবনের শিক্ষায়তন! সেদিন থেকে শিল্পকলা ও ঐক্য অদৃশ্য হয়ে গেল; তোমার দেওয়ালগুলির মধ্যে উঠেছিল

আমার প্রথম রোদনধ্বনি—আহতা জননী ও শিশুর কান্না, যে শিশুটি যুদ্ধ-ভেরী-নিনাদে শঙ্কিত হয়ে এ জগৎ থেকে গেল চলে। আমার শিল্পের দেউল···যেখানে আমি ভাবতাম দিব্য সঙ্গীতের মূর্চ্ছনাকে, সেখানে উঠবে কেবল বেদনার কর্কশ রোদন।

বারনারডশ বলেন, যতদিন মানুষ পশু-প্রাণীকে যন্ত্রণা দেবে এবং তাদের হত্যা করে তাদের মাংস খাবে ততদিন যুদ্ধ হবেই। আমার মনে হয়, সকল সুস্থমনা, চিন্তাশীল ব্যক্তিই তাঁর সঙ্গে একমত হবেন। আমার স্কুলের ছাত্রীরা সকলেই ছিল নিরামিষাসী। শাক-শব্জি ও ফলমূল খেয়ে তারা বেশ সবল ও সুন্দর হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধের মধ্যে কখন কখন আহতদের আর্ত্তনাদ শুনে কসাইখানার পশুদের চীৎকারের কথা ভাবতাম; আর অনুভব করতাম, আমরা যেমন এই সব হতভাগ্য অসহায় পশুদের যন্ত্রণা দিই, তেমনই দেবতারাও আমাদের যন্ত্রণা দেন। এই বীভৎস কাণ্ড যুদ্ধকে ভালবাসে কে? সম্ভবত মাংসাশীরা; তারা হত্যা করে, তারা হত্যার প্রয়োজন অনুভব করে থাকে—তারা পাখী বধ করে, পশু বধ করে—কোমল শরীর হরিণকে হত্যা করে—শিয়াল শিকার করে।

কসাই তার রক্তমাখা এপ্রনের সাহায্যে রক্তপাত ঘটাতে সাহায্য করে থাকে। কেন নয়? একটি ছোট বাছুরের গলা কাটা থেকে আমাদের ভাই-বোনদের গলা কাটতে বিশেষ আটকায় না। আমরা নিজেরাই যখন নিহত পশু-প্রাণীর জীবন্ত কবর, তখন এই পৃথিবীতে স্বর্গীয় অবস্থা কি করে আশা করতে পারি?

২৬

ইংল্যাণ্ড যুদ্ধে যোগ দিতে লোহেনগ্রিন তার ডিভনশায়ারের শ্যাতোখানি হাসপাতালে রূপান্তরিত করলে। আমার স্কুলের ছাত্রীরা ছিল সকল দেশীয়।

তাদের রক্ষার জন্য সে তাদের পাঠিয়ে দিলে আমেরিকায়। অগাষ্টিন ও এলিজাবেথ স্কুলের সঙ্গে আমেরিকায় ছিল। তারা আমাকে ঘন ঘন টেলিগ্রাম করতে লাগল তাদের কাছে যাবার জন্য। কাজেই আমি এক-দিন নিউইয়রক যাত্রা করলাম।

আমি এমন বিষণ্ণ ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, সারাপথ কেবিনেই থাকতাম। রাত্রে অন্য যাত্রীরা যখন ঘুমোত কেবল তখনই ডেকে বার হ'তাম। অগাষ্টিন ও এলিজাবেথ নিউইয়রকে এসেছিল আমাকে নিতে। আমি কি রকম বদলে গেছি ও অসুস্থ দেখে তারা দু'জনে চমকে উঠল।

দেখলাম, আমার স্কুলটি রয়েছে একটি ভিলায়···আমিও একটা প্রকাণ্ড ষ্টুডিও ভাড়া নিয়ে সেখানে নূতন করে কাজ আরম্ভ করলাম।

আমি আসছিলাম ফরাসী দেশ থেকে যার সন্তানেরা রণক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাচ্ছিল ও শোণিত দান করছিল। কাজেই যুদ্ধের প্রতি আমেরিকার ঔদাসীন্যে বিরক্তি বোধ হল। আমার লাল শালখানি গায়ে জড়িয়ে ফরাসী রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত "মার্শেলেজ" গান করলাম ও সেই সুরে নাচলাম। সেটা ছিল মার্কিন সন্তানদের উদ্বুদ্ধ করে আমাদের সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতাকে রক্ষার জন্য যুদ্ধে আহ্বান। এই সভ্যতা আমরা লাভ করেছিলাম ফরাসীদের কাছ থেকে। পরদিন প্রভাতী সংবাদ-পত্রে এই বিষয়ে খুবই উদ্দীপনা দেখা গেল।···

আমার ষ্টুডিওটা অল্পদিনের মধ্যেই হয়ে উঠল কবি ও শিল্পীদের আড্ডা।···কিন্তু সে সময়ে আমেরিকার সঙ্গীতের ও নাচের পছন্দ ছিল নিকৃষ্ট। আমাকে এই ধরনের দু'একটা নাচের মজলিশে নিমন্ত্রণ করা হল। কিন্তু ফরাসী দেশ যখন আমেরিকার সাহায্য চায় তখন এইভাবে নাচ-গানে প্রমত্ত থাকায় আমার মন বিরূপ হয়ে উঠল। আমি স্কুলটিকে নিয়ে আবার ইউরোপে ফিরে আসবার সঙ্কল্প করলাম।

কিন্তু তখন আমাদের সকলের টিকিট কেনবার টাকা আমার কাছে ছিল না। ফিরতি জাহাজে কতকগুলি বারথও আমাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলাম; কিন্তু সেগুলোর ভাড়া দেবারও টাকা ছিল না। জাহাজ ছাড়তে যখন মাত্র তিনঘণ্টা বাকী তখনও আমার কাছে টাকা নেই। এমন সময়ে আমার ষ্টুডিওতে এক মার্কিন তরুণী এলেন। তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ সাধারণ, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা সেদিন ইউরোপ যাচ্ছি কিনা।

ছাত্রীরা ভ্রমণের পোষাক পরে ছিল; আমি তাদের দেখিয়ে বললাম, "দেখুন আমরা সকলেই প্রস্তুত; টিকিটের টাকা পরিশোধ করবার সঙ্গতি এখনও আমাদের হয় নি।"

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার কত দরকার?"

বললাম, "প্রায় দু হাজার ডলার।"

এই কথা শুনে তরুণীটি একখানি পকেট-বই বার করলেন; দুখানি হাজার ডলারের নোট নিয়ে টেবিলের ওপর গুণে রেখে বললেন, "এই সামান্য ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পেরে আমি বড় খুশী।"

সেই অপরিচিতাটির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। তাকে আমি আগে কোন দিন দেখি নি। আমার কাছ থেকে কোন রকমের রসিদপত্র না নিয়ে তিনি টাকাগুলি আমার হাতে তুলে দিলেন। আমি কেবল এইটুকু অনুমান করতে পারলাম যে, তিনি নিশ্চয়ই কোন ধনবতী নারী। কিন্তু পরে জানলাম তা সত্য নয়। এই টাকাগুলি তিনি আমাকে দেবার উদ্দেশ্যে তাঁর যা-কিছু ছিল, আগের দিন বেচে ফেলেছিলেন।

আরও অনেকের সঙ্গে তিনিও জাহাজ-ঘাটে আমাদের দেখতে এলেন। তাঁর নাম ছিল রুথ—রুথ বললে, "তোমার যারা তারা আমার; তোমার যে গতি আমারও সে গতি হোক।"…

নিউ ইয়রকে "মারসেলেজ" গাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ায় আমরা সকলে ডেকের ওপর দাঁড়ালাম। প্রত্যেক ছাত্রীর জামার হাতায় লুকানো ছিল,

একখানি করে ছোট ফরাসা পতাকা। আমি তাদের বলেছিলাম, জাহাজের ভোঁ বাজলে ও জাহাজখানা ঘাট ছাড়লেই আমরা সকলে পতাকাগুলি দুলিয়ে গাইব—"মারসেলেজ।" আমরা গাইলামও। তাতে আমাদের আনন্দ হ'ল আর অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হতে লাগল, ঘাটের কর্ম্মচারীদের।

এইভাবে, "মারসেলেজ" সঙ্গীতের সুরে ১৯১৫ সালের ঐশ্বর্য্যশালী ও আমোদপ্রিয় আমেরিকা পরিত্যাগ করে, আমার যাযাবর স্কুলটিকে নিয়ে ইটালি যাত্রা করলাম। আমরা যেদিন নেপলসে পৌছলাম সেদিন মহা উৎসাহ। ইটালি যুদ্ধে যোগ দিতে সঙ্কল্প করেছে।...মনে পড়ে, আমাদের ঘিরে যে-সব চাষী ও শ্রমিকের দল ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের উদ্দেশ করে বললাম, "আপনাদের এই সুন্দর দেশটির জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ। আমেরিকাকে ঈর্ষা করবেন না। এখানে, আপনাদের এই নীল আকাশ-ছাওয়া, দ্রাক্ষাকুঞ্জ ও জলপাই গাছে ভরা চমৎকার দেশে আপনারা যে-কোন মার্কিন কোটিপতির চেয়ে ধনী।"

নেপলসে আমরা আলোচনা করলাম, এরপর আমাদের গন্তব্য-স্থান হবে কোন্‌টি। যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত গ্রীসে গিয়ে কোপানোজে থাকবার ইচ্ছা আমার হ'ল খুব, কিন্তু বড় বড় ছাত্রীরা তাতে শঙ্কিত হয়ে উঠল; তারা ভ্রমণ করছিল, জারমান ছাড়পত্রে। কাজেই আমি স্থির করলাম সুইৎজার-ল্যাণ্ডে আশ্রয় নেবার এবং যদি সম্ভব হয়, সেখানে কতকগুলি অভিনয় করব।...সুইৎজারল্যাণ্ডে আমরা কিছুকাল কাটিয়ে ইটালিতে ফিরে এলাম। সেখানে নেপলসে পৌছে সমুদ্র চোখে পড়তেই আমার মনে জাগল এথেনস দেখবার প্রবল ইচ্ছা। আমরা একখানি ছোট ইটালীয় ষ্টীমারে আবার এথেনসে এসে পৌছলাম। আবার প্রোপাইলিয়ার মর্ম্মর সোপান-পথে উঠতে লাগলাম অ্যাথেনার মন্দিরের দিকে। গতবার যখন এখানে ছিলাম, সে সময়টি আমার স্পষ্ট মনে পড়ল। তারপর থেকে এ

পর্য্যন্ত জ্ঞান ও ঐক্যের পথ থেকে আমার কি ভয়ঙ্কর বিচ্যুতি ঘটেছে এ কথা মনে করে লজ্জিত না হয়ে থাকতে পারলাম না। যে চিত্তবৃত্তি আমাকে অভিভূত করে ফেলেছিল, হায় রে! তার জন্য আমাকে দুঃখে কষ্টে কতকখানি মূল্য যে দিতে হয়েছে।...

কিছুকাল পরে আবার আমরা ফিরে এলাম নেপলসে।...তখন থেকে, যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত, স্কুলটিকে বাঁচিয়ে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম। মনে করলাম, যুদ্ধ শেষ হবে আর আমরাও বেলভিউতে ফিরে যেতে পারব। কিন্তু যুদ্ধ সমানে চলল আর আমি মহাজনদের কাছ থেকে শতকরা পঞ্চাশ-টাকা সুদে টাকা ধার করতে লাগলাম সুইৎজারল্যাণ্ডে আমার স্কুলটির খরচ চালাবার জন্য।

১৯১৬ সালে এই উদ্দেশ্যে আমি দক্ষিণ আমেরিকার জন্য একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে বুয়েনাস এয়ারসের উদ্দেশ্যে সমুদ্র-যাত্রা করলাম।

স্মৃতিপথে আমি যতই অগ্রসর হচ্ছি, ততই আত্মচরিত—বা আমি যে বিভিন্ন ব্যক্তি হয়ে ছিলাম তাদের চরিত কথা—লেখার অসম্ভবতা উপলব্ধি করছি। যে সকল ঘটনাকে বোধ হয়েছে, জীবনব্যাপী সেগুলি সমাপ্ত হয়েছে মাত্র কয়েকখানি পৃষ্ঠায়; যে-সময়কে মনে হয়েছে হাজার বর্ষব্যাপী দুঃখের ও বেদনার, যার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকবার জন্য আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে আমি একেবারে নূতন মানুষরূপে বার হয়ে এসেছি, সেগুলি এখানে আদৌ দীর্ঘ নয়। আমি প্রায়ই মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, "যে-কঙ্কাল আমি রচনা করলাম কোন্ পাঠক তাকে রক্তে মাংসে সাজিয়ে তুলতে যাবেন?" সত্য যা আমি তাই লিখতে চেষ্টা করছি, কিন্তু সত্য আমার কাছ থেকে সরে গিয়ে লুকিয়ে পড়ছে। সত্যকে কি করে পাওয়া যায়? যদি আমি লেখক হতাম, আমার জীবনসম্বন্ধে বিশখানি বা ঐ পরিমাণ উপন্যাস রচনা করতাম, তাহলে আমাকে শিল্পীর কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে হত, যা আর সবগুলি থেকে হত একেবারে পৃথক। কেননা, আমার

শিল্পীজীবন ও ভাবধারা একেবারে বিচ্ছিন্ন ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পৃথক অঙ্গের মতো এখনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যাকে আমি বলি আমার 'মনন' তার সঙ্গে এর আদৌ কোন যোগ নেই।...

কাগজে আমার জীবনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করবার অসম্ভব কাজ আমি আরম্ভ করেছি এবং শেষ করেও যাব, যদিও আমি ইতিমধ্যেই জগতের তথাকথিত সাধ্বী নারীদের বলতে শুনছি, "একটা খুব লজ্জাকর কাহিনী।" "ওর সব দুঃখ-কষ্ট হচ্ছে ওর পাপের প্রায়শ্চিত্ত।" কিন্তু আমি যে পাপ করেছি এ বিষয়ে সচেতন নই। নিৎসে বলেন "নারী হচ্ছে দর্পণ।" যে সব মানুষ ও শক্তি আমাকে অভিভূত করেছে আমি তাদেরই প্রতিবিম্বিত ও প্রতিঘাত করেছি।...

জাহাজখানি নিউইয়রকে থামলে অগাষ্টিন এল। যুদ্ধের সময় একাকিনী এতদূর ভ্রমণ করব, এটা তার ভাল লাগল না। তার সঙ্গ আমার কাছে হল আরামের। সেই জাহাজে জন কয়েক মুষ্টি-যোদ্ধাও ছিলেন; তাঁদের নায়ক ছিলেন টেড লিউইস্। তাঁরা প্রত্যহ সকালে মুষ্টি-যুদ্ধ করতেন, তারপর সাঁতার দিতেন, জাহাজের লোণা-জলের সাঁতার দেবার চৌবাচ্চায়। আমিও তাঁদের সঙ্গে মহলা দিতাম; রাতের বেলা তাঁদের সামনে নাচতাম।

আমরা প্রথমে নামলাম, বাহিয়াতে। শহরটিকে আমার বোধ হ'ল, কোমল, সবুজ ও সিক্ত। সেখানে সারাদিনই বৃষ্টি হ'ত। তবুও লোকে সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করত না।...এইখানে আমি প্রথম দেখলাম কালো এবং সাদা মানুষের অবাধ মিলন।...

* * * *

বুয়েনাস এয়ারসে পৌঁছবার কয়েক রাত পরে আমরা গেলাম ছাত্রদের ক্যাবারাতে; সাধারণত যেমন হয়ে থাকে ঘরখানি ছিল লম্বা, ছাদ নিচু, ধোঁয়ায় ভরা। তার মধ্যে ছিল, তরুণ ছাত্রের ভিড়। তাদের সঙ্গে ছিল কৃষ্ণাঙ্গী তরুণীরা। তারা নাচছিল টাঙগো নাচ। আমি কখন টাঙগো

নাচ নাচি নি; কিন্তু আরজেনটাইন গাইড আমাকে চেষ্টা করে দেখবার জন্য বলতে লাগল। প্রথম পদক্ষেপেই আমার অন্তর পরিবেষ্টনীতে সাড়া দিয়ে উঠল। আমি নাচতে লাগলাম।...

হঠাৎ আমাকে চিনতে পেরে ছাত্রেরা আমাকে ঘিরে ধরে বুঝিয়ে দিলে সেটি হচ্ছে আরজেনটিনার স্বাধীনতার উৎসবরাত্রি। তারা আমাকে তাদের প্রার্থনাসঙ্গীত নাচে প্রকাশের জন্য অনুনয় করতে লাগল; ছাত্রদের খুশী করতে আমি সর্ব্বদা ভালবাসি; সম্মত হলাম। আরজেনটাইন পতাকাখানি দেহে জড়িয়ে নাচতে লাগলাম। আমি যেন তাদের একদা-দাসত্বশৃঙ্খলাবদ্ধ-উৎপীড়িত উপনিবেশকে, অত্যাচারীর কবল থেকে মুক্তির চেষ্টা করছি। আমার সাফল্য হয়ে উঠল বিদ্যুতের মতো; ছাত্রেরা এই ধরনের নাচ আগে কখন দেখেনি; তারা উৎসাহে, উদ্দীপনায় চীৎকার করে উঠল এবং নাচটি বার বার নাচতে আমাকে অনুরোধ করতে লাগল, আর তারা ধরলে গান।

সাফল্যে উত্তেজিত হয়ে বুয়েনাস এয়ারসের ওপর খুশী হয়ে আমি হোটেলে ফিরে এলাম, কিন্তু হায়! আমি আনন্দ প্রকাশ করলাম বড় শীঘ্র। পরদিন আমার ম্যানেজার সংবাদ-পত্রে আমার অভিনয়ের উত্তেজনাপূর্ণ বিবরণ পড়ে জ্বলে উঠলেন। এবং আমাকে জানালেন, আইনানুসারে তিনি ধরে নিচ্ছেন, আমাদের মধ্যকার চুক্তিভঙ্গ হয়েছে; বুয়েনাস এয়ারসের শ্রেষ্ঠ পরিবার যাঁরা তাঁরা চাঁদা প্রত্যাহার করেছেন। তাঁরা আমার অভিনয়কে পরিহার করবেন। এইভাবে যে-সান্ধ্যসম্মিলনী আমাকে এমন খুশী করেছিল তা হয়েছিল আমার বুয়েনাস এয়ারসের পর্য্যটনকে ঠিক নষ্ট করবার কারণ।

যুদ্ধের মধ্যে আমার স্কুলের খরচের জন্য টাকা তোলবার আশায় আমি এই পর্য্যটন-চুক্তি করেছিলাম। সুইৎজারল্যাণ্ড থেকে যখন এই মর্ম্মে টেলিগ্রাম পেলাম যে, টাকা আমি টেলিগ্রামে পাঠিয়েছিলাম, যুদ্ধের বাঁধা-

বাঁধির জন্য তা আটক পড়েছে, আমার তখনকার আতঙ্ক কল্পনা করুন। যে-বোর্ডিং স্কুলে মেয়েগুলিকে আমি রেখে এসে ছিলাম, তার কর্ত্রী টাকা না পেলে তাদের রাস্তায় বার করে দেবার ভয় ছিল। জেদ ধরলাম, আমার ছাত্রীদের রক্ষা করবার জন্য অগাষ্টিনকে তখনই টাকা নিয়ে জেনেভা রওনা হতে হবে—একথা একবারও মনে হ'ল না যে, তার ফলে হোটেলের বিল শোধ করবার মতো টাকাও আমার কাছে থাকবে না। কারণ আমার রুষ্ট ম্যানেজারটি 'হাসির অপেরা' দল নিয়ে রওনা হয়েছিলেন চিলি। কাজেই আমার পিয়ানো-বাদক ও আমি বুয়েনাস এয়ারসে সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়লাম।···আমাদের ট্রাঙ্কগুলো হোটেলে রাখতে বাধ্য হয়ে আমরা চললাম মনটিভিডিও। সৌভাগ্যবশত হোটেলওয়ারাদের কাছে আমার নাচের টিউনিকগুলির কোন মূল্য নেই।

মনটিভিডিওর জনসাধারণ আরজেন্টিনার জনসাধারণের ঠিক বিপরীত। তারা উৎসাহে, উদ্দীপনায় উন্মাদ হয়ে গেল। ফলে আমরা রিও ডি জানিরোতেও যেতে পারলাম। সেখানে আমরা পৌছলাম মোট-ঘাট ও কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায়। কিন্তু মিউনিসিপাল থিয়েটারের কর্ত্তা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করলেন। সেখানকার দর্শকেরাও এমন বুদ্ধিমান, এমন ক্ষিপ্র এবং এত শীঘ্র সাড়া দিয়ে ওঠে যে, যে-শিল্পী তাদের সম্মুখে অভিনয় করেন তাঁর মধ্যে যা-কিছু ভাল তা তাঁকে প্রকাশ করতেই হয়।···

আমার পিয়ানোবাদক সেখানে এমন উত্তেজনার সৃষ্টি করলেন যে, তিনি সেখান থেকে আসতেই চাইলেন না। আমি তাঁকে রেখে নিউইয়রকের পথে যাত্রা করলাম।

২৭

আমি চললাম নিউইয়রকের পথে বিষণ্ণ, নিঃসঙ্গ। যে মুষ্টিযোদ্ধারা আমার সঙ্গে যাত্রা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে জনকয়েক একই জাহাজে ষ্টুয়ার্ডের কাজ নিয়ে ফিরে চললেন। তাঁদেরও যাত্রা সফল হয় নি এবং তাঁরা অর্থোপার্জ্জনও করতে পারেন নি।

যাত্রীদের মধ্যে একজন মার্কিন ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই মাতাল হয়ে থাকতেন। প্রত্যেক রাতেই খেতে বসে, প্রত্যেককে শঙ্কিত করে, বলতেন, "১৯১১ সালের এই পোমারির বোতলটা ইসাডোরা ডানকানের টেবিলে নিয়ে যাও।"

যে টেলিগ্রাম করেছিলাম যুদ্ধের গোলমালে তা বিলি না হওয়ায় আমি নিউইয়রকে পৌঁছলে জাহাজঘাটে আমাকে কেউ নিতে এল না। ঘটনাচক্রে আরনলড্ গেনথে নামে আমার এক বন্ধুকে ডাকলাম।... তিনি চিত্রাঙ্কন ছেড়ে দিয়ে ফটো তুলতেন, কিন্তু তাঁর ফটোগুলি ছিল বিচিত্র ও মায়াময়।...তিনি আমারও অনেক ছবি তুলেছিলেন, কিন্তু সেগুলি আমার দেহের ছবি ছিল না, ছিল মনের। একখানি তো ছিল একেবারে আমার অন্তর।

তিনি ছিলেন আমার পরম মিত্র। কাজেই ডকে আমি তাঁকে টেলিফোনে ডাকলাম। কিন্তু এক পরিচিত কণ্ঠস্বরের সাড়ায় আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম ; সে কণ্ঠস্বর আরনলডের নয়, সে হচ্ছে লোহেনগ্রিনের। বিচিত্র ঘটনার মিলনে সেদিন সকালে সে গিয়েছিল গেনথের সঙ্গে দেখা করতে। সে যখন শুনলে ডকে আমি একাকী সহায়-সম্বলহীন হয়ে আছি, তৎক্ষণাৎ বললে, সে আসছে।

কয়েক মিনিট পরে সে উপস্থিত হ'ল। তার দীর্ঘ ও প্রভুত্বব্যঞ্জক মূর্ত্তি যখন দেখলাম, তখন মনে জাগল নিঃশঙ্কতা। সেও যেমন আমাকে দেখে খুশী হ'ল আমিও তেমনই তাকে দেখে খুশী হলাম।

এই আত্মচরিতখানিতে আপনারা অপ্রাসঙ্গিকভাবে লক্ষ্য করতে পারেন, আমার প্রণয়ীদের প্রতি আমি বরাবরই ছিলাম বিশ্বস্ত; এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁরা যদি আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতেন আমি হয়তো তাঁদের কখনই পরিত্যাগ করতাম না। কারণ আমি যেমন তাঁদের একবার ভালবেসেছি তেমনই এখনও ভালবাসি। যদি আমি অনেককে পরিত্যাগ করে থাকি তাহলে তার জন্য দায়ী করতে পারি কেবল তাদের পুরুষদের নিষ্ঠাহীনতা ও নিয়তির নিষ্ঠুরতাকে।

কাজেই দুঃখময় সমুদ্র-যাত্রার পর আমার লোহেনগ্রিন আবার আমাকে রক্ষা করবার জন্য আসায় খুশী হয়ে উঠলাম। তার স্বাভাবিক প্রভুত্ব-ব্যঞ্জক চাল-চলনে সে কাষ্টমস্ থেকে আমার মাল-পত্র অল্প সময়ের মধ্যেই ছাড়িয়ে নিলে। তারপর আমরা গেলাম গেনথের ষ্টুডিওতে। সেখান থেকে তিনজনে গেলাম একটি হোটেলে। হোটেলটি থেকে গ্রান্টের সমাধিটি চোখে পড়ে।

আবার আমরা একত্র হতে পেরে খুশী হ'লাম এবং প্রচুর শ্যামপেন পান করলাম। জলযোগের পর লোহেনগ্রিন বেরিয়ে গিয়ে মেট্রোপলিটান অপেরা হাউস ভাড়া করে প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে আনন্দাভিনয়ে নিমন্ত্রণপত্র পাঠাতে লাগল। এই অভিনয়ের সকল ব্যয়ই বহন করলে সে; দর্শকদের কাছ থেকে দর্শনী আদায় করা হ'ল না। তাতে উপস্থিত হলেন, নিউইয়রকের সকল শিল্পী, নট ও সঙ্গীতবিৎ। আমার জীবনের সকল সুন্দর অভিজ্ঞতা-গুলির মধ্যে সেদিনকার অভিনয় হচ্ছে একটি। অভিনয় আমি শেষ করলাম, ফরাসীদের জাতীয় সঙ্গীত "মারসেলজে"। সকলের কাছ থেকে বিপুল অভিনন্দন লাভ করলাম।

অগাষ্টিনকে কি ভাবে জেনেভাতে পাঠিয়েছি এবং স্কুলটির জন্য আমার কি পরিমাণ ব্যাকুলতা জাগছে লোহেনগ্রিনকে তা বললাম। তার অনন্য-সাধারণ বদান্যতাবশে স্কুলটিকে নিউইয়রকে আনবার জন্য সে আবশ্যক

টাকা টেলিগ্রাম করে পাঠালে। কিন্তু হায়! টাকাগুলি গেল বড় বিলম্বে। স্কুলের ছোট ছোট মেয়েদের মাতা-পিতারা সকলকে তাদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। যে স্কুলের জন্য আমি এত ত্যাগ করেছিলাম, তা ভেঙে যাওয়ায় আমার মনে বড় কষ্ট হ'ল; কিন্তু তার অল্পকাল পরেই অগাষ্টিন ও ছটি বড় মেয়ে এসে পৌঁছানোতে আমি কতকটা সান্ত্বনা পেলাম।

লোহেনগ্রিন তেমনই খোশ-মেজাজে রইল।...সে প্রকাণ্ড একটা ষ্টুডিও ভাড়া নিলে। সেখানে প্রত্যহ বিকালে আমরা কাজ করতে লাগলাম। প্রতি সকালে সে আমাদের মোটরে করে হাডসন নদীর ধার দিয়ে বহু দূরে বেড়াতে নিয়ে যেতে লাগল। সে প্রত্যেককেই উপহার দিলে। প্রকৃতপক্ষে অর্থের মোহিনী শক্তিতে তখনকার মতো জীবন হয়ে উঠল চমৎকার।

কিন্তু নিউইয়রকের প্রখর শীত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হ'ল; লোহেনগ্রিন আমাকে কিউবায় বেড়াতে যাবার প্রস্তাব করলে। তার সেক্রেটারিকে সে আমার সঙ্গে পাঠালে।

কিউবার অত্যন্ত সুখকর স্মৃতি আমার মনে আঁকা আছে।...আমার স্বাস্থ্য আমাকে সেখানে কোন অভিনয় করতে দেয় নি; কিন্তু আমরা তিন সপ্তাহ হাভানায় কাটিয়ে ছিলাম। সমুদ্রের ধারে মোটরে বেড়াতাম; চারধারের চমৎকার দৃশ্যাবলীতে আমাদের মন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেখানে থাকবার সময়কার একটি ঘটনা আমার মনে পড়ে।

হাভানা শহর থেকে মাইল দেড়েক দূরে উঁচু দেওয়াল-ঘেরা একটি পুরানো কুষ্ঠাশ্রম ছিল। কিন্তু সেই দেওয়ালটি এত উঁচু ছিল না যে, সময়ে সময়ে কতকগুলি বীভৎস মুখ যে তার ওপর দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, তা দেখার বাধা ঘটাতে পারে। কর্তৃপক্ষ দেখলেন, সৌখীন শীতকালীন আবাসের পাশেই এই বাড়িখানি থাকার মধ্যে অসামঞ্জস্য রয়েছে। সেইজন্য তাঁরা এটাকে সরাতে মনস্থ করলেন। কিন্তু কুষ্ঠীরা

সেখান থেকে যেতে সম্মত হ'ল না। তাদের মধ্যে কেউ দরজা আঁকড়ে, কেউ দেওয়ালের ওপর, কেউ চালে উঠে রইল। শোনা গেল, কেউ কেউ শহরে পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে আছে। এই কুষ্ঠাশ্রমটি সরানোর স্মৃতি মেটারলিঙকের একখানি নাটকের মতো আমার কাছে সর্ব্বদা বোধ হয় বিচিত্র ও রহস্যময়।...

হাভানার আর একটি স্মৃতি আমার আছে। এক উৎসবের রাতে, যখন সমস্ত ক্যাবারা ও কাফেগুলো লোকে ভরে উঠেছিল, সমুদ্র-তীরে ও দীর্ঘ-তৃণাচ্ছন্নপ্রান্তরে আমাদের প্রাত্যহিক ভ্রমণ শেষ করে আমরা রাত তিনটের কাছাকাছি হাভানার বৈশিষ্ট্যভরা একটা কাফেতে গিয়ে ঢুকলাম। যেমন হয়ে থাকে, সেখানে দেখলাম কোকেনখোর, চণ্ডুখোর, মাতাল, মরফিয়াসক্ত ও আরও নানারকমের লোকের বিচিত্র সম্মিলন। ঘরখানি ধোঁয়াটে, তার ছাদ নিচু, মিট মিট করে আলো জ্বলছিল। আমরা একখানি ছোট টেবিলে গিয়ে বসলাম। একটা লোকের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। তার মুখখানা ফ্যাকাসে, চেহারা বিভ্রান্তের মতো, চোয়াল দুখানা মৃতের চোয়ালের মতো, চোখ দুটো হিংস্র। তার লম্বা আঙ্গুলগুলো দিয়ে সে পিয়ানোটার চাবিগুলি স্পর্শ করছিল আর তাতে শোপ্যাঁর সুর উঠছিল বেজে। লোকটার প্রতিভা ও অন্তর্দৃষ্টি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। আমি কিছুক্ষণ শুনে তার কাছে এগিয়ে গেলাম; সে কেবল কয়েকটি অসংলগ্ন কথা বলতে পারলে। আমার চলা-ফেরার প্রতি কাফের সকলেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল। আমি সেখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত দেখে সেই বিচিত্র দর্শকগণের সামনে নাচবার ইচ্ছায় আমার মন ভরে উঠল। আমার পোষাকটা গায়ে জড়িয়ে পিয়ানোবাদককে নির্দ্দেশ দিয়ে আমি শোপ্যাঁর সুরে নাচতে লাগলাম। কাফের নেশাখোরের দল ক্রমে স্তব্ধ হয়ে গেল; এবং আমি যত নেচে যেতে লাগলাম, তাতে কেবল যে তাদের মনোযোগই অকর্ষণ করলাম, তা নয়; তাদের মধ্যে অনেকে অশ্রুবর্ষণ করতে লাগল। পিয়ানোবাদকটির মরফিয়ার

ঘোর গেল কেটে : সে এমন ভাবে বাজাতে আরম্ভ করলে যেন তার অন্তরে স্বরের ছোঁয়াচ লেগেছে।

একেবারে সকাল অবধি আমি নাচলাম। এবং যখন তাদের ছেড়ে আসি তারা সকলেই আমাকে আলিঙ্গন করলে। আমার অন্তর গর্ব্বে ভরে গেল। বুঝলাম, আমার শক্তির প্রকৃত পরীক্ষা হচ্ছে এখানে। থিয়েটারে আমাকে প্রশংসা অর্জ্জনে সাহায্য করে আমার ম্যানেজার বা বিজ্ঞাপন। তারা আগে থাকতেই লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করে রাখে।···

*　　　*　　　*

১৯১৭ সালের গোড়ার দিকে নিউইয়রকে মেট্রোপলিটান অপেরা হাউসে আমি নাচতাম। সে সময়ে আমি বিশ্বাস করতাম, যেমন আরও অনেকে করতেন, যে সমগ্র জগতের স্বাধীনতা, নবজীবন লাভ ও সভ্যতা নির্ভর করছে মিত্র শক্তির যুদ্ধ-জয়ের ওপর। সেইজন্য প্রত্যেক অভিনয়ের শেষে আমি নাচতাম "মার্সেলেজ"। দর্শকবৃন্দ তখন উঠে দাঁড়াতেন। এতে রিচার্ড ওয়ানারের সঙ্গীতের জলসা দিতে আমার বাধা ঘটাতো না। আর আমার বোধ হয়, যুদ্ধের সময় জারমান শিল্পীদের পরিহার করা অন্যায় ও নির্ব্বুদ্ধিতা। এ কথায় সকল বুদ্ধিমান লোকই এক মত হবেন।

রুষিয়ার বিপ্লব ঘোষণার দিনে সকল স্বাধীনতা-প্রিয় ব্যক্তির অন্তর আশাভরা আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সে-রাতে আমি প্রকৃত বিপ্লবী মনোভাব নিয়ে, "মার্সেলেজ" নেচে ছিলাম। তারপর নেচেছিলাম আমার নিজের মতো করে "মার্চস্লাভ।" তাতে আছে জারের স্তুতিগান। নাচতে নাচতে আমি দেখছিলাম, কষাঘাত জর্জরিত পদদলিত দাসসদৃশ কৃষকের দলকে।

সঙ্গীতের বিপরীত হয়েছিল আমার ভঙ্গিমা ; তার ফলে দর্শকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন।

এটা অদ্ভুত যে, আমার সমগ্র শিল্পী-জীবনে হতাশা ও বিদ্রোহের গতি-ভঙ্গিমাই আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছে। আমার রক্ত লাল টিউনিকে আমি অবিরাম বিপ্লবের ও নিপীড়তকে অস্ত্রধারণ করবার আহ্বানের নাচ নেচেছি।

রুষ-বিপ্লবের রাতে আমি ভীষণ আনন্দে নেচেছিলাম। যারা মনুষ্য-জাতির জন্য কর্ম্ম ভোগ করেছিল, পিষ্ট হয়ে ছিল ও প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছিল তাদের মুক্তিতে আমার হৃদয় আনন্দে ফেটে যাচ্ছিল। এটা কিছু আশ্চর্য্যের নয় যে, লোহেনগ্রিন তার বক্সে বসে রাতের পর রাত আমার নাচ দেখতে দেখতে পরিশেষে কতকটা বিচলিত হয়ে পড়বে। অথবা নিজকে মনে মনে জিজ্ঞাসা করবে, এই সুষমা এবং সৌন্দর্য্যের শিক্ষায়তনটি, যার পৃষ্ঠ-পোষক সে, পরিশেষে বিপজ্জনক হয়ে উঠে তার ও তার লক্ষ লক্ষ টাকার বিনষ্টি ঘটাবে না তো। কিন্তু আর্টের প্রতি আমার আবেগ ছিল অতি প্রবল ; এমন কি, যাকে আমি ভালবাসি তাকে খুশী করবার জন্যও আমি তা সংযত করতে পারি না।

লোহেনগ্রিন আমার সম্মানার্থে এক উৎসবের আয়োজন করলে। দিনের বেলা ভোজ থেকে আরম্ভ হয়ে সেটা চলল নাচের মধ্য দিয়ে রাতের দিকে। সে আমাকে একটি আশ্চর্য্য হীরার নেকলেষ উপহার দিলে। আমি কখন হীরা-মুক্তা চাইনি এবং কখন তা পরিও নি ; কিন্তু তাকে এমন খুশী বোধ হ'ল যে নেকলেষটি তাকে আমার গলায় পরাতে দিলাম।

ভোরের দিকে, নিমন্ত্রিতবর্গ তখন গ্যালন গ্যালন শ্যামপেন চালিয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন ; এবং আমার নিজের মাথাটিও তখনকার স্ফূর্ত্তিতে ও মদের নেশায় কম বা বেশি হাল্কা হয়ে পড়লে, আমার মাথায় এল নিমন্ত্রণে উপস্থিত একটি সুন্দর তরুণকে বুয়েনাস্ এয়ারসের আপাচি টাঙগো নাচ শিখাবার অপ্রীতিকর খেয়াল। হঠাৎ অনুভব করলাম, আমার হাতখানা বজ্রমুষ্টিতে কে ছিনিয়ে নিচ্ছে। ফিরে দেখি, লোহেনগ্রিন। সে রাগে ফুলছে।

মাত্র এই একটি বার আমি সেই অপয়া নেকলেষগাছটি পরেছিলাম। কারণ এই ঘটনার অল্পকাল পরেই আর এক রাতে লোহেনগ্রিন অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার ঘাড়ে পড়ল হোটেলের প্রকাণ্ড দেনা, আর আমার স্কুলের সমস্ত খরচ। সাহায্যের জন্য তার কাছে বৃথাই চেষ্টা করলাম। তারপর সেই বিখ্যাত হীরার নেকলেষটি নিয়ে গেলাম, পোদ্দারের দোকানে। তারপর আমি আর সেটাকে কখন দেখি নি।

নিউ ইয়রকে আমি হয়ে পড়লাম কপর্দ্দকহীন। সময়টা আবার তখন এমন যে অর্থার্জ্জনের উপায়ও ছিল অসম্ভব। সৌভাগ্যবশত আমার কাছে ছিল একটি এরমাইনের কোট ও একখানি চমৎকার এমারেলড। এমারেলড্‌-খানি লোহেনগ্রিন কিনেছিল এক মহারাজার ছেলের কাছ থেকে। সে মনটি কারলোতে তার সমস্ত টাকা-পয়সা দিয়ে ছিল উড়িয়ে। এই এমারেলডখানি নাকি ছিল কোন মূর্ত্তির মাথায়। সে দুটিকে বেচে দিলাম।

যে-টাকা পাওয়া গেল তাই দিয়ে যদি বুঝে-সুঝে চলা যেত, ভবিষ্যতের কিছু ব্যবস্থা করে রাখতাম, তাহলে পরে আমাকে অর্থের অভাবে কষ্ট পেতে হ'ত না। কিন্তু আমার স্বভাব ছিল অন্য রকমের। আমি লঙবীচে ভিলা ভাড়া করলাম, মোটর কিনলাম, বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে চলতে লাগলাম। সেখানে কিছুকাল কাটিয়ে যখন নিউ ইয়রকে ফিরে এলাম আমার হাতে তখন আর কিছু নেই! সেখানে দু'মাস অভাবের মধ্যে থেকে আমি ক্যালিফোরনিয়ায় যাবার চুক্তি করলাম।...

২৮

দেখলাম ঘুরতে ঘুরতে আমার জন্মভূমির কাছে এসে পড়েছি। সেখানে পৌঁছবার ঠিক আগেই রোদাঁর মৃত্যু-সংবাদ শুনতে পেলাম। আমার

পরম সুহৃৎকে আর দেখতে পাব না, এই চিন্তায় এত কাঁদলাম যে, আমার চোখদুটি ফুলে উঠল। ওকল্যাণ্ড ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে যে-সব রিপোর্টার আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তাঁদের আমার সে অবস্থা দেখাতে ইচ্ছা না থাকায় আমি কালো লেসের ভেলে মুখ ঢাকা দিলাম। তার ফলে পরদিন তাঁরা সংবাদ-পত্রে লিখলেন, আমি রহস্যের ভাণ করছি।

বাইশ বৎসর হল সানফ্রানসিস্‌কো থেকে আমার দুঃসাহসিক অভিযানে যাত্রা করেছিলাম। আমার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনে মনে যে বিক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছিল তা আপনারা কল্পনা করতে পারেন। ১৯০৬ সালের ভূমিকম্পে ও আগুনে সেখানে সবকিছু একেবারে বদলে গিয়েছিল। সেজন্য সবই আমার কাছে লাগছিল নূতন এবং আমি কিছুই চিনে উঠতে পারছিলাম না।

এখানে কলামবিয়া থিয়েটারে আমি নির্ব্বাচিত ও অর্থবান দর্শকগণের সামনে নাচলাম। তাঁরা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত সহৃদয় ও রসিক ব্যক্তি; তবুও আমি খুশী হতে পারলাম না। আমি চাইছিলাম, বিরাট জনগণের সম্মুখে নাচতে।...

সানফ্রানসিস্‌কোতে আবার আমার মায়ের সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁকে আমি বহু বৎসর দেখিনি, তিনি যে কেন বাড়িতে থাকতে চাইতেন, আমি জানি না। এই ইচ্ছার ফলেই তিনি ইউরোপে বাস করতে সম্মত হ'ন নি, তাঁকে অত্যন্ত বৃদ্ধা ও চিন্তাজর্জ্জরিত দেখাচ্ছিল। একখানি দর্পণে আমাদের দুজনের প্রতিমূর্ত্তি পাশা-পাশি দেখে আমার নিজের বিষণ্ণ মুখখানির সঙ্গে তাঁর শীর্ণ, শুষ্ক মুখখানির তুলনা না করে থাকতে পারলাম না। বাইশ বৎসর পূর্ব্বে এই দুটি অসমসাহসী ব্যক্তি যশ ও বিত্তের সন্ধানে কত বিপুল আশা নিয়ে যাত্রা করেছিল। দুটিই পাওয়া গেছে—তবুও ফল কেন এমন দুঃখময়? সম্ভবত এই অতৃপ্তিভরা ভূমণ্ডলে জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি তাই-ই। এখানকার প্রাথমিক অবস্থাই মনুষ্যসমাজের

বিরোধী। জীবনে আমি বহু শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং বুদ্ধিমান ও তথাকথিত সফল ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেয়েছি, কিন্তু এমন একজনকেও পাই নি যাকে বলা যেতে পারে সুখী।…হয়তো এই জগতে তথাকথিত সুখের অস্তিত্ব নেই। আছে কেবল মুহূর্ত।

আমেরিকার প্রতি ভালবাসার মুহূর্তে ওয়ালট হুইটম্যান বলেছিলেন, "আমি শুনছি আমেরিকা গান গাইছে।" ওয়ালট যে-মহাসঙ্গীত শুনেছিলেন, আমি তা কল্পনা করতে পারি, প্রশান্ত মহাসাগরের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে, সীমাহীন প্রান্তরের বুকে, শিশুদলের, তরুণদের, নারী ও পুরুষগণের বিপুল মিলনে যে ধ্বনি উঠছে ডেমোক্রাশির গান গেয়ে তার মধ্যে।

আমি যখন হুইটম্যানের এই কবিতাটি পাঠ করি, আমিও স্বপ্ন দেখেছিলাম—দেখেছিলাম আমেরিকার নৃত্য-পরা মুর্তি, যা হুইটম্যান যখন আমেরিকাকে গান গাইতে শুনেছিলেন সেই সঙ্গীতের যোগ্য বিকাশ।…

লোকে যখন আমার নাচকে বলে গ্রীসীয় তখন আমার হাসি আসে—কিন্তু কতকটা শ্লেষের। কারণ আমি নিজে মনে করি এর মূল আমার আইরিশ দিদিমা আমাদের প্রায়ই যে-গল্পটি বলতেন তাইতে নিহিত। তিনি বলতেন কি করে একখানি ঢাকা গাড়িতে দাদামশায়ের সঙ্গে—তাঁর বয়স তখন একুশ, দিদিমার বয়স আঠারো—তিনি বিশাল মাঠের ওপর দিয়ে আসছেন; কি করে রেডইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে এক বিখ্যাত যুদ্ধের মধ্যে সেই রকম গাড়িতে তাঁর প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করে; এবং কেমন করে, যখন রেডইণ্ডিয়ানরা সম্পূর্ণ পরাস্ত হ'ল আর আমার দাদামশায় ধূমায়িত বন্দুকটি হাতে করে গাড়ির ভেতর উঁকি দিয়ে তাঁর নবজাতকে অভ্যর্থনা করলেন।

সান ফ্রানসিস্‌কোয় পৌঁছে প্রথম কাঠের বাড়ির একটি তৈরি করলেন তাঁরা। মনে পড়ে, আমি যখন ছোট মেয়েটি এই বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছি। দিদিমা আয়ারল্যাণ্ডের কথা মনে করে, প্রায়ই

আইরিশ গান গাইতেন এবং আইরিশ জিগ নাচ নাচতেন। আমার বোধ হয়, এই আইরিশজিগের মধ্যে প্রবেশ করেছিল অগ্রদূতটির বীরপণার ও রেড়ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধের কিছু—সম্ভবত রেডইণ্ডিয়ানদেরই অঙ্গ-ভঙ্গির কিছু কিছু।…দিদিমা তাঁর জিগে এই সব নাচতেন, তা আমি তাঁর কাছ থেকে শিখি।…অবশেষে ওয়ালট হুইটম্যানের কবিতা পাঠ করে জীবনের যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি লাভ করেছিলাম, সেই জ্ঞান তার সঙ্গে মিশিয়ে দিই। এই হ'ল, যে-তথাকথিত গ্রীসীয় নাচ দিয়ে আমি জগতকে ভাসিয়ে দিয়েছি তার মূল।…

একদিন আমার জীবন যেমন সাফল্যে, আনন্দে, প্রেমে কানায় কানায় ভরে উঠেছিল, তেমনই আর একদিকে ছিল বিতৃষ্ণা ও চরম শূন্যতার ভাব। অতীতকে মনে হয় শোচনীয় ঘটনার শ্রেণী, ভবিষ্যৎকে বোধ হয় বিপদের মতো, আর আমার স্কুলটিকে এক উন্মাদের মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভূত ভ্রান্তি।

মানব-জীবনের সত্য কি? কে তারে সন্ধান লাভ করতে পারে? স্বয়ং ভগবানও হতবুদ্ধি হয়ে পড়বেন। এই সব দুঃখ-বেদনা ও আনন্দের মাঝে, এই জঞ্জাল ও উজ্জ্বল নির্ম্মলতায়, এই নারকীয় জ্বালায় ভরা এই রক্ত-মাংসের দেহে এবং বীরত্ব ও সৌন্দর্য্যে আলোকিত এই একই দেহের মধ্যে—সত্য কোথায়! ভগবান জানেন বা শয়তান জানে—কিন্তু আমার সন্দেহ হয় তাঁরা দুজনেই হতবুদ্ধি হয়ে আছেন।

কখন মনকে বোধ হয়েছে রঙিন কাচের জানালা। তার ভেতর দিয়ে দেখছি সুন্দর ও স্বপ্নময় সৌন্দর্য্য—অপরূপ মূর্ত্তি ও জমকালো রঙ। আবার কখন বা আমি দেখেছি মলিন, ধূসর কাচের জানালার মধ্য দিয়ে। তখন চোখে পড়েছে আবর্জ্জনার স্তূপ যাকে বলা হয় জীবন।

ডুবুরিরা যেমন মুক্তা তুলে আনে আমরা যদি নিজদের অন্তরে ডুব দিয়ে তেমনি ভাবরাশি তুলে আনতে পারতাম।...

আমার স্কুলটিকে বাঁচিয়ে রাখবার সুদীর্ঘ সংগ্রামের পর, একাকিনী, ব্যথাতুর অন্তরে, নিরুৎসাহ হয়ে আমার প্যারিতে ফিরে যাবার ইচ্ছা হ'ল। সেখানে আমার সম্পত্তির বিনিময়ে টাকা পাওয়া সম্ভব হতে পারে। আমার বন্ধু মেরী ইউরোপ থেকে তখন ফিরে এসেছিল। সে আমাকে বিলটমোর থেকে টেলিফোন করলে। আমি তাকে আমার অবস্থার কথা জানালাম। সে বললে, "আমার পরম সুহৃৎ গরডন সেলফ্রিজ কাল রওনা হবেন। যদি তাঁকে বলি, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে একখানা টিকিট কিনে দেবেন।"

আমি তখন এমন ক্লান্ত ও বিষণ্ণ যে, এই প্রস্তাব আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলাম।...যখন লণ্ডনে পৌছলাম তখন প্যারি যাবার টাকাও আমার ছিল না। কাজেই ডিউক ষ্ট্রীটে একটি বাসা ভাড়া করলাম, এবং প্যারিতে আমার বিভিন্ন বন্ধুদের কাছে টেলিগ্রাম পাঠালাম। কিন্তু কোন উত্তর পেলাম না। সেই নিরানন্দ ঘরখানিতে একেবারে সহায়-সম্বলহীন হয়ে আমি বড় দুঃখে ও বেদনার মধ্যে কয়েক সপ্তাহ কাটালাম। একেবারে নিঃসঙ্গ ও পীড়িত, একটি কড়িও সম্বল নেই, আমার স্কুলটি নষ্ট হয়ে গেছে এবং বোধ হতে লাগল যুদ্ধের আর শেষ হবে না—রাতের বেলা অন্ধকার জানালাটির ধারে বসে থাকতাম ও বিমান আক্রমণ দেখতাম ; আর মনে মনে চাইতাম একটা বোমা যদি আমার মাথায় এসে পড়ে আমার সকল দুঃখের অবসান ঘটায়! আত্মহত্যায় এমন মোহিনী আছে। আমি অনেক সময় তার কথা ভেবেছি, কিন্তু কি যেন আমাকে বাধা দিয়েছে।...

নৈরাশ্যে আমি লোহেনগ্রিনকে টেলিগ্রাম করলাম ; কিন্তু কোন উত্তর পেলাম না।...অবশেষে ঘটনাচক্রে ফরাসী এমবাসির একজন সুন্দর কর্ম্মচারীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'ল। তিনি আমাকে সাহায্য করলেন

এবং প্যারিতে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমি একখানা ঘর ভাড়া করে টাকার জন্য মহাজনদের দ্বারস্থ হলাম।

প্রত্যহ সকাল পাঁচটায় বিগ বারথা কামানের প্রচণ্ড গর্জ্জনে আমাদের ঘুম ভেঙে যেত। তারপর থেকে সারাদিন ধরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আসত ভয়ঙ্কর সংবাদ। মৃত্যু, রক্তপাত, হত্যা সারাদিন চলত, আর রাতের বেলা শোনা যেত বিমান আক্রমণের সতর্কতাধ্বনি।···

দিনগুলো নিরানন্দ বৈচিত্র্যহীনতার মধ্য দিয়ে কেটে যেতে লাগল। আমি খুব আনন্দের সঙ্গেই নার্সের কাজ নিতাম, কিন্তু দেখলাম, বহু প্রার্থী রয়েছে। তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ কি? কাজেই আমার আর্টের দিকে ফিরবার চিন্তা করতে লাগলাম। যদিও আমার হৃদয় তখন এমন ভারাক্রান্ত যে সন্দেহ হ'ত আমার পা দুখানি ভার বইতে পারবে কি না।

ওয়ানারের একটি গান আছে, যেটিকে আমি ভালবাসি—'দেবদূত'। তাতে আছে এক অশরীরী বিষণ্ণ অন্তরে নিঃসঙ্গ বসেছিল। তার কাছে এল আলোকের দূত। সেই তমিস্রাময় দিনগুলিতে আমাকে দেখতে এল তেমনই একজন। তার নাম ছিল, ওয়ালটার রামেল, পিয়ানো বাদক।

দীর্ঘাকার, কৃশ, ললাটের ওপর পালিশ করা চুলগুলি, চোখ দুটি উজ্জ্বল আলোকের নির্ম্মল জলাশয়। সে বাজালে। আমি তাকে বললাম, আমার শ্রেষ্ঠ দেবদূত।···

গ্রীষ্মকাল শেষ হতে চলল। আমরা গেলাম দক্ষিণে একটি নিভৃত নিলয়ে।···আমার কপালে কি সুখময় সময় এল। আমার দেবদূতের সাহচর্য্যে আনন্দিত হয়ে সঙ্গীতের মাঝে দিন কাটাতে লাগলাম। জীবনটা কি দোলনা—দুঃখ যত গভীর হয়, আনন্দ হয় তত প্রবল।

গ্রীষ্মের অবসান হয়ে এলে আমরা গেলাম নাইসে। এবং যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে আমরা প্যারিতে ফিরে এলাম।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। আমরা বিজয়-তোরণের নিচ দিয়ে সৈন্যদের

বিজয়-যাত্রা দেখলাম এবং তাদের উদ্দেশ্যে উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলাম, "জগৎ রক্ষা পেয়েছে।" সেই মুহূর্তে আমরা সকলেই হয়ে উঠেছিলাম, কবি। কিন্তু হায়! কবি যেমন তার প্রিয়জনের খাদ্যের জন্য সচেতন হয়ে উঠলেন, তেমনই জগৎও সচেতন হয়ে উঠল তার প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে।

আমার দেবদূত আমার হাত ধরলে এবং আমরা গেলাম বেলভিউতে। দেখলাম বাড়িখানি ভেঙ্গে পড়ছে। তবুও ভাবলাম, সেটাকে আবার গড়ে তোলা যাক না কেন? এবং এই অসম্ভব কাজের জন্য কয়েকমাস আমরা বৃথা চেষ্টা করে কাটালাম।

অবশেষে কাজটি অসম্ভব বুঝে ফরাসী সরকার বাড়িখানির জন্য যে উচিত মূল্য দিতে চাইলেন, তাতে সম্মত হলাম। সরকারের মতে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য এই বাড়িখানিতে মারণ গ্যাসের চমৎকার কারখানা হবে। আমার আর্টের মন্দিরকে আহতদের হাসপাতালে পরিণত হতে দেখেছিলাম; আমার ভাগ্যে ছিল পরিশেষে তাকে যুদ্ধের উপকরণের কারখানার জন্য ছেড়ে দেওয়া। বেলভিউয়ের ক্ষতি বড় দুঃখের—বেলভিউ—দৃশ্যটি ছিল এমন সুন্দর।

বিক্রয়ের কাজ শেষ হয়ে গেল। টাকাগুলো রাখলাম ব্যাঙ্কে এবং একখানি বাড়ি কিনলাম।···আমার দেবদূতের অন্তর ছিল করুণায় ভরা। যে দুঃখ-বেদনা আমার অন্তরকে ভারী করে তুলত এবং যার ফলে অশ্রু-সজল চোখে কত বিনিদ্র রজনী যাপন করতাম, বোধ হ'তে সে তা অনুভব করত। সেই সময়ে সে এমন করুণাভরা ও উজ্জ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত যে আমার অন্তর সান্ত্বনালাভ করত।···

কিছুকাল পরে আমি আমেরিকাতে আমার দলটিকে ফিরে আসবার জন্য তার করলাম। তারা এলে আমি জনকয়েক বিশ্বস্ত বন্ধুকে ডেকে বললাম, "চলুন আমরা সকলে এথেনসে গিয়ে অ্যাক্রোপোলিসটিকে দেখে আসি। কারণ আমরা হয়তো একটা স্কুল স্থাপন করতে পারি।"···

আমার দুর্ভাগ্য। আমার ছাত্রীরা এল, তরুণ, সুন্দর ও সবল। আমার দেবদূত তাদের লক্ষ্য করলে—এবং একটিকে ভালবেসে ফেললে।

এই যাত্রাটিকে আর কি করে বর্ণনা করব? এটা ছিল আমার প্রেমের অন্তিমশয্যা।…গ্রীসে আমি সম্মান লাভ করলাম প্রচুর। এক সময়ে স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সফলপ্রায় হয়েছিল। গ্রীস-রাজ খুশী হয়ে সরকারীভাবে স্কুলের পৃষ্ঠপোষকতা করতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু একটি ছোট বানরের কামড়ে কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। তাঁর মৃত্যুতে গোলযোগ ও বিপ্লবের সৃষ্টি হল। সেই আঘাতে আমারও সকল আশা নির্ম্মূল হয়ে গেল।

গ্রীসে আমি আর একদিকে পেয়েছিলাম, গভীর দুঃখ, অন্তর ঈর্ষ্যায় জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছিল।…

দেখলাম আমার কোপানোস ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে; তার মধ্যে রাখালেরা তাদের পার্ব্বত্য ছাগপাল নিয়ে বাস করছে; নিরুৎসাহ না হয়ে সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে বাড়িখানিকে আবার তৈরি করতে মনস্থ করলাম। বহু বৎসরের সঞ্চিত রাবিশ পরিষ্কার করলাম। এক তরুণ স্থপতি, বাড়িখানিতে জানালা-দরজা বসাবার ও ছাদ তৈরি করবার ভার নিলেন। থাকবার ঘরখানির মেঝেয় পাতলাম কার্পেট; আর, একটি প্রকাণ্ড পিয়ানো আনিয়ে রাখলাম।

এখানে প্রত্যহ শেষ বেলায় অ্যাক্রোপোলিসের পিছনে অস্তমান রবির সমারোহ দৃশ্যে এবং সমুদ্রের বুকে বিস্তৃত চঞ্চল কোমল রক্তিম ও সোনালি আলোয় আমার দেবদূত আমাদের চমৎকার সঙ্গীত বাজিয়ে শোনাত। এথেনীয় বালকেরা রাস্তায় যে-সব যুঁইয়ের মালা বেচত আমরা তাদের কাছ থেকে সে-সব কিনে মাথায় পরে শীতল সন্ধ্যায় সমুদ্রের তীরে বেড়াতে বেড়াতে খেতে যেতাম।

এই সব কুসুম-মুকুটশোভিতা তরুণীদের মধ্যে আমার দেবদূতকে মনে

হ'ত দেবদূতের মতো। কিন্তু আমি লক্ষ্য করতে লাগলাম, তার চোখে প্রকাশ পাচ্ছে দিব্য ভাবের মধ্যে পার্থিব ভাবই বেশি। আমি মনে করে-ছিলাম, আমাদের ভালবাসা মনোলোকে এবং একদিন জানতে পারলাম, তার উজ্জ্বল ডানা দুখানি দুটি অনুরাগভরা বাহুতে রূপান্তরিত হয়ে একটি বনবালাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করতে পারে। আমার অভিজ্ঞতা কোন কাজে লাগল না; আমার মনে দিল গভীর আঘাত। তখন থেকে এক অসোয়াস্তিকর প্রচণ্ড বেদনা আমাকে অভিভূত করে ফেলল; এবং নিজকে সংযত করবার স্বচেষ্টা সত্ত্বেও আমি যে-মনোভাব নিয়ে তাদের ক্রমবর্দ্ধমান ভালবাসার লক্ষণগুলি লক্ষ্য করতে লাগলাম সভয়ে দেখলাম তাও সময়ে সময়ে জাগিয়ে তুলছে এক রাক্ষসকে যে খুন করতে পারে।...

একদিন ভোরবেলায় সামান্য একটি ঘটনার পর, আমার মন রাগে এমন ভরে গেল যে, শঙ্কিত হয়ে পড়লাম; আমি মুখ ফিরিয়ে চলে গেলাম এবং সারারাত ধরে উন্মত্ত নৈরাশ্যে পাহাড়ের ধারে ঘুরে বেড়ালাম! এর আগে ঈর্ষারাক্ষসের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে। তার দংশনে গভীর জ্বালা অনুভূত হয়। কিন্তু এখন যে-ভয়ঙ্কর মানসিক অবস্থা হ'ল এমন আর কখন হয়নি। আমি ভালবাসতাম এবং সেই সঙ্গে ঘৃণা করতাম। যে হতভাগ্যেরা ঈর্ষার কল্পনাতীত যন্ত্রণায় তাড়িত হয়ে তাদের প্রেমাস্পদকে হত্যা করে এই অভিজ্ঞতা তাদের অবস্থা বুঝতে ও তাদের প্রতি সমবেদনা অনুভব করতে আমাকে সক্ষম করেছে।...

এখন আমি তেমন অবস্থা বুঝতে পারি না; কিন্তু সে-সময় তা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল এবং বসন্ত বা স্কারলেট জ্বরের মতো তার কবল থেকে নিজকে মুক্ত করা ছিল অসম্ভব। এই অবস্থা সত্ত্বেও আমি প্রত্যহ আমার ছাত্রীদের শিক্ষা দিতাম এবং এথেনসে আমার স্কুল প্রতিষ্ঠার কল্পনা করতাম।—

আমরা ছিলাম গ্রীসাধিপতির অতিথির মতো। তাঁর মৃত্যুতে তাঁর মন্ত্রি-সভাকে বিদায় নিতে হ'ল। সেই সঙ্গে গ্রীসে আমাদেরও আর আদর হ'ল না। কাজেই কোপানোসটিকে আবার তৈরি করতে ও ষ্টুডিও সাজাতে আমি যে টাকা খরচ করেছিলাম সব নষ্ট হয়ে গেল। এথেনসে স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপ্নটিকে পরিহার করতে বাধ্য হয়ে জাহাজে উঠে রোম দিয়ে প্যারি এলাম।

১৯২০ সালে আমার এই শেষ এথেনস ও প্যারিতে ফিরে আসবার যাত্রার স্মৃতি কি বেদনার, আমার আরচেঞ্জেল ও আমার ছাত্রীটির জন্য আবার আমার মন ঈর্ষা ও বেদনায় দগ্ধ, ক্ষত-বিক্ষত হতে আরম্ভ করেছিল। অবশেষে তারা দুটিতে চিরদিনের মতো আমাকে ছেড়ে চলে গেল। আমি নিজকে মনে করতাম এই সকল ঘটনার সকল আঘাতের ক্ষেত্র—শহীদ—কিন্তু সেই মেয়েটি মনে করত ঠিক তার বিপরীত। আমার মানসিক অবস্থার জন্য সে আমাকে অতিরিক্ত দায়ী করত।...

আমার নূতন বাড়িতে যখন আমি একাকী ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় রইলাম আমার তখনকার নৈরাশ্য ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। যে-বাড়িতে আমি এত সুখী হয়েছিলাম, তা আমার চোখে অসহ্য হয়ে উঠল। সেই বাড়িখানি থেকে এবং সংসার থেকেই পালিয়ে যাবার ইচ্ছা মনে জাগতে লাগল। কেননা, তখন আমার বিশ্বাস হয়েছিল, আমার দিক থেকে জগৎ-সংসার ও ভালবাসার অবসান ঘটেছে। জীবনে লোকে কতবার সেই সিদ্ধান্তে পৌছয়। যদি পরবর্ত্তী শৈলটির ওপর দিয়ে দেখতে পেতাম, পুষ্প ও সুখাস্তীর্ণ একখানি প্রান্তর আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে! বহু নারী যে সিদ্ধান্ত করে থাকেন, চল্লিশ বৎসর বয়সের পর, সাধ্বী জীবনে সকল রকমের প্রণয়ব্যাপারকে দূরে রাখা উচিত, আমি তার বিরোধী। এটা কত ভুল!

ধরণীর এই বিচিত্র যাত্রা-পথে দৈহিক জীবনকে অনুভব করা কত

রহস্যময় ?···আমি বাস করি আমার সকল দেহে যেমন মেঘে লেগে থাকে বিদ্যুৎ।···

সারাক্ষণ ভালবাসার গান ও একাকিনী পুষ্পিত হয়ে ওঠার মধ্যে রয়েছে অসারত্ব। শরতের বর্ণসম্ভার অনেক গুণে মহান, অনেক বেশি বিচিত্র আর শরতের আনন্দ হচ্ছে হাজার গুণে শক্তিমান্, প্রচণ্ড ও সুন্দর। প্রেমের শারদ দিনগুলি মুক্ত হস্তে যে-সুন্দর, মূল্যবান সামগ্রী দান করে, যে-সকল হতভাগিনী নারীর মলিন সঙ্কীর্ণ জীবনের ধারা তা থেকে তাদের তফাতে রেখেছে তাদের প্রতি আমার অনুকম্পা জাগে· ·

১৯২১ সালের বসন্ত কালে আমি সোভিয়েৎ সরকারের কাছ থেকে এই টেলিগ্রামটি পেয়েছিলাম।

"একমাত্র রুষ সরকারই আপনাকে বুঝতে পারে। আমাদের কাছে আসুন। আমরা আপনার স্কুল তৈরি করে দেব।···"

এই বার্ত্তা এসেছিল কোথা থেকে ? নরক থেকে কি ? না—তার নিকটতম স্থান থেকে; ইউরোপের চোখে যা ছিল নরক—মস্কোর সোভিয়েৎ সরকারের কাছ থেকে। এবং আমার শূন্য গৃহের চারধারে তাকিয়ে—যেখানে আমার দেবদূত নেই, আশা নেই, ভালবাসা নেই—আমি উত্তর দিলাম :

"হাঁ, আমি রুষিয়ায় যাচ্ছি, আপনাদের সন্তানদের শিক্ষা দেব এই শর্ত্তে যে—আপনারা আমাকে একটা ষ্টুডিও এবং কাজ করবার জন্য তার আনুষঙ্গিক যা তা আমাকে দেবেন।"

উত্তর এল—"আচ্ছা"।

কাজেই টেমসের বুকে একদিন জাহাজে চড়লাম। সে জাহাজখানি যাচ্ছিল রেশেল। সেখান থেকে গেলাম মস্কো।

লণ্ডন থেকে যাবার আগে আমি গেলাম এক গণকের কাছে।

তিনি বললেন—"আপনি অনেক দূরের পথে যাত্রা করেছেন। আপনাকে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে। আপনাকে গোলমালে পড়তে হবে—আপনি বিয়ে করবেন—"

কিন্তু 'বিয়ে' এই শব্দটিতে আমি হেসে তাঁকে বাধা দিলাম। আমি? যে সর্ব্বদাই বিবাহের বিরুদ্ধে? আমি কখন বিয়ে করব না।

জ্যোতিষী হেসে বললেন—"দেখুন।"

মৃত্যুর পর আত্মা অন্যলোকে যাবার পথে যেমন অনুভব করে রুশিয়া যাবার পথে আমার মনোভাব হ'ল তেমন। ভাবলাম, ইউরোপীয় জীবনের সকল আধার আমি চিরদিনের জন্য পিছনে ফেলে চলেছি। বাস্তবিকই বিশ্বাস করলাম, যেমন আদর্শ রাষ্ট্রের স্বপ্ন প্লেটো, কারল মারকস ও লেনিন দেখেছিলেন, তেমনই রাষ্ট্র অলৌকিক শক্তিতে পৃথিবীতে গঠিত হয়েছে। ইউরোপে আমার আর্টের যে-কোন স্বপ্নকে সফল করবার প্রয়াসে নিরাশ হয়ে, আমার দেহ-মনের সমস্ত শক্তি নিয়ে কম্যুনিজমের আদর্শ রাজ্যে প্রবেশ করতে প্রস্তুত হলাম।

আমি সঙ্গে কোন পোষাক নিলাম না; কল্পনার চোখে দেখতে লাগলাম, জীবনের অবশিষ্ট কাল আমি কাটাচ্ছি ব্লাউস পরে ঠিক আমারই মতো সাদা-সিধা পোষাক-পরা ভ্রাতৃপ্রেমেভরাঅন্তর কমরেডদের মধ্যে।

জাহাজখানি যতই উত্তরে অগ্রসর হতে লাগল ততই যে-বুর্জোয়া ইউরোপকে আমি ছেড়ে যাচ্ছিলাম তার পুরানো বিধি-ব্যবস্থা ও চাল-চলনকে অবজ্ঞা এবং করুণার চোখে দেখতে লাগলাম। এখন থেকে কমরেডদের মধ্যে কমরেড হয়ে মনুষ্যজাতির এক বিরাট সঙ্কল্প সাধন করব। তবে বিদায়, পুরানো জগতের অসাম্য, অবিচার ও উৎপীড়ন যা আমার স্কুলকে অসম্ভব করে তুলেছিল।

অবশেষে জাহাজখানি যখন ঘাটে গিয়ে ভিড়ল, আমার হৃদয় আনন্দে স্পন্দিত হয়ে উঠল। এখন যে সুন্দর, নূতন জগৎ সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য বাঁচব, কাজ করব! এখন কমরেডদের জগতের জন্য। যে-স্বপ্ন উঠেছিল বুদ্ধের মনে, যে-স্বপ্ন খ্রীষ্টের বাণীতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ছিল, যে-স্বপ্ন সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পীর চরম আশা, যে-স্বপ্ন লেনিন এক মহা যাদুস্পর্শে বাস্তবে পরিণত করেছিলেন, এখন আমি প্রবেশ করছিলাম সেই স্বপ্নে। আমার জীবন ও কর্ম্ম যেন তার মহান আশার অংশ হয়ে উঠতে পারে;

— বিদায়, পুরানো জগৎ! নূতন জগৎকে অভ্যর্থনা করি।

ইসাডোরা ডানকানের ইচ্ছা ছিল, তিনি আর একখানি পুস্তক রচনা করবেন—"বোলশোভিক রুষিয়ায় আমার দুই বৎসর।" কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। এই আত্মচরিতখানির রচনা সম্পূর্ণ করবার মাস কয়েক পরেই ১৯২৭ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে নাইসের পথে মোটর দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান!